উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,২৫৯.২৪ (-৩৭৫.২৪)
নিফটি : ২৫,১১১.৪৫ (-১০০.৬০)

ভুয়ো বিবাহে বুঁদ জেন জেড
এক সময় ভারতে বহুবিবাহ ট্রেন্ড ছিল। এখন জায়গা নিতে চলেছে ভুয়ো বিবাহ! ভারতের প্রায় সমস্ত বড় শহরের পার্টি সংস্কৃতিতে এখন নতুন মজা যোগ হয়েছে-‘ফেক ওয়েডিং’। ▸▸ ৮

রায় পরিবারের বাড়িই নয়!
ময়মনসিংহে বিশ্ববরেণ্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষের ভিটের সঙ্গে রায় পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করল বাংলাদেশ সরকার। ▸▸ ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৫°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৭°	২৮°	২৬°

দুর্গাপুরে আজ মোদির সভা ▸▸ ৫

শিলিগুড়ি ১ শ্রাবণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 18 July 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 61

উত্তরের খোঁজে

সমীক্ষায় ভয় জাগে, সপ্তনদী ভুলে নিদ্রায় নেতারা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

প্রথম প্রথম শিলিগুড়িতে আসার পরে, কোনও সকালে নৌকাঘাট ব্রিজে মহানন্দা ও বালাসনের সংগমে দাঁড়িয়ে থাকতাম স্তব্ধ। কোনওদিন দূর পর্বতশ্রেণির ফাঁকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আবছা উঁচু হয়ে বাড়িয়ে দিত মাথাটি। এলাকার পর্বতশ্রেণির সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ ডানদিকে তরুণীর কপালের টিপের মতো। ওখানেই লাটপাঞ্চার।

এবং তখনই নীচে তাকিয়ে দেখতাম, বালাসন-মহানন্দার মিলনস্থলে অন্য ‘উৎসব’। সাতসকালে নেমে পড়েছে অসংখ্য ট্রাক। চলেছে বালি ও পাথর তোলার উৎসব।

শহরে কোনও নদী থাকলে বিদেশে তো বটেই, ভিনরাজ্যের অনেক শহরে তা পর্যটক টানার প্রধান কেন্দ্র। সকাল থেকে মধ্যরাত চলে উৎসবের বারোমাস্যা। লন্ডনের টেমস, প্যারিসের শিন, মস্কোর মস্কোভা, ওয়াশিংটনের পোটোম্যাক--উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর তুলনায় খালের মতো। অথচ সেখানে কত বিনোদনের ছররা। আমরাই শুধু পারিনি নদীকে নদী হিসেবে তুলে ধরতে।

আমরা দেবপ্রয়াগের কথা শুনি, যেখানে অলকানন্দা-ভাগীরথী মেশে। তিস্তাবাজারের কাছে তিস্তা-রঙ্গিতের হাত ধরার জায়গা ত্রিবেণির ধ্বংস হওয়া দেখে দুঃখিত হই। এলাহাবাদের ত্রিবেণি সংগমের খোঁজ রাখি। লাদাখে সিন্ধু ও জানস্কারের মিলন দেখতে যাই। রূপনারায়ণ ও দামোদরের গঙ্গায়

এরপর দশের পাতায়

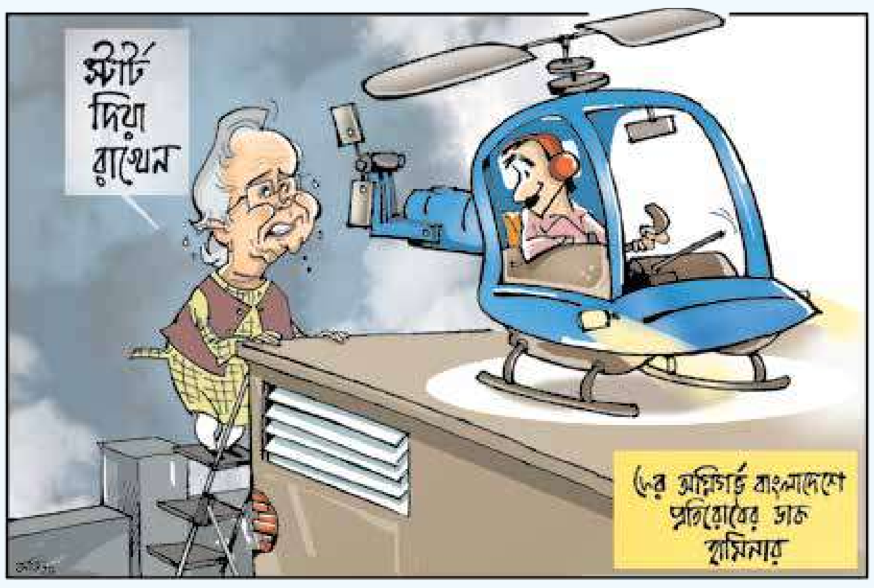

ইউনূসকে উৎখাতের ডাক হাসিনার

‘যা আছে, তা নিয়ে পথে নামুন’

অস্থির বাংলাদেশ

> বাংলাদেশের মানুষের শান্তি নেই। নিরাপত্তা নেই। এনসিপির চাঁদাবাজি, মস্তানির জন্য মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এনসিপির কারণেই গোপালগঞ্জে সাতটা প্রাণ ঝরে গেল।
>
> **শেখ হাসিনা**

ঢাকা, ১৭ জুলাই : যেন শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাকের পুনরাবৃত্তি। সেই আহ্বানের ৫৪ বছর পর একেবারে এক সুর মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনার গলায়। যাঁর হাতে যা আছে, নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন মুজিব। হাসিনা বললেন, ‘ঘরে বসে থাকার সময় আর নেই। যা আছে, তা নিয়ে এখনই পথে নামতে হবে। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশের মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। এদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে।’

১৯৭১-এর মার্চের এক গভীর রাতে পাকিস্তান সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর বার্তা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ইতিহাসের সমাপতন যেন ২০২৫-এও, বুধবার মাঝরাতে গর্জন শোনা গেল তাঁর কন্যার মুখে। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ‘মার্চ টু গোপালগঞ্জ’ কর্মসূচিকে ঘিরে বুধবার উত্তাল হয়েছিল পরিস্থিতি। সেনা-পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মুজিব, হাসিনাদের পৈতৃক গ্রামে অন্তত ৭ জনের প্রাণহানি ঘটে।

এরপরই সরাসরি ইউনূস সরকারকে উৎখাত করার ডাক দেন হাসিনা। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষের শান্তি নেই। নিরাপত্তা নেই। এনসিপির চাঁদাবাজি, মস্তানির জন্য মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এনসিপির কারণেই গোপালগঞ্জে সাতটা প্রাণ ঝরে গেল। অথচ সমস্ত দোষ ছাত্র লিগের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।’ দেশ থেকে পালিয়ে আসার পর এই প্রথম তিনি সরাসরি সেনাবাহিনীর সমালোচনা করলেন।

মুজিব-কন্যা বলেন, ‘যাঁরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন,

এরপর দশের পাতায়

অমানবিক বললেও কম বলা হয়। মেডিকেলে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন এক ব্যক্তি। করিডরে পড়ে ছিলেন। তাঁকে খুবলে খেল কুকুর। দেখলই না মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। চূড়ান্ত গাফিলতি উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে।

রোগীকে খুবলে খেল কুকুর

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ঘুরছে সারমেয়র দল। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : আস্ত একটা মানুষের শরীর খুবলে খেল কুকুর। মানুষটি আদৌ মৃত ছিলেন নাকি কুকুরের অত্যাচারেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই অমানবিক, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় স্তম্ভিত সাধারণ মানুষ। এত নিরাপত্তারক্ষী, রাতে টহলদারির ব্যবস্থা থাকার পরেও কেন এই কাণ্ড ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মেডিকেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য এতে তেমন কোনও অস্বাভাবিকতা দেখছে না। রাত পর্যন্ত অবশ্য ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।

কলেজ অধ্যক্ষ এবং মেডিকেল সুপারের যৌথ দায়িত্বে থাকা ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, ‘দীর্ঘদিন কুকুরের অত্যাচার চলছে। এখানকার চিকিৎসকদেরও কামড়েছে। কুকুরের আতঙ্কে চিকিৎসক, নার্সরা ওয়ার্ডে যেতে ভয় পান। বহুবার এটা নিয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি পুরনিগম সহ প্রশাসনের অন্যান্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে। কিন্তু সমস্যা মেটেনি।’ অর্থাৎ রোগীর দেহ খুবলে খাওয়ার ঘটনাও যে অস্বাভাবিক কিছু নয় সেটা মেডিকেল প্রশাসনের বক্তব্যেই কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুপারের কথা, ‘প্রচুর বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী রয়েছে। এখানে পুলিশ ফাঁড়ি আছে। তারপরও এমন ঘটনা কেন ঘটল সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বেসরকারি নিরাপত্তা এজেন্সিকে শোকজ করা হয়েছে। পুলিশকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।’

ভয়ংকর কাণ্ড

- মেডিকেলে বুধবার ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন ওই ব্যক্তি
- ওইদিন ডাক্তার দেখাতে না পারায় তিনি মেডিকেলের করিডরেই রাত কাটান
- বৃহস্পতিবার সকালে ওই ব্যক্তির চারপাশে কুকুরকে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়
- উরু থেকে নীচের অংশ আলাদা করে খুবলে খাচ্ছিল কুকুরের দল

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা নাগাদ হাসপাতালের কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী ডিউটিতে যাওয়ার সময় রেডিওথেরাপি ও অঙ্কোলজি বিভাগের করিডরে শুয়ে থাকা এক ব্যক্তির চারপাশে ছয়-সাতটি কুকুরকে ঘুরঘুর করতে দেখেন। এগিয়ে যেতেই তাঁরা আঁতকে ওঠেন। দেখতে পান, ওই মৃত ব্যক্তির ডান পায়ের উরু থেকে নীচের অংশ আলাদা করে কুকুর খুবলে খাচ্ছে। এই খবর পেয়ে নিরাপত্তারক্ষী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে কর্মরত নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। মেডিকেল কর্তাদের খবর দেওয়া হয়। কর্তাদের নির্দেশেই দ্রুত ওই দেহটি সেখান থেকে তুলে মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে, দেহ নিয়ে চলে যাওয়ার পরেও বেশ কয়েকটি কুকুরকে সেখানে দীর্ঘক্ষণ রক্ত সহ শরীরের পড়ে থাকা অংশ ভক্ষণ করতে দেখা গিয়েছে।

এই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গরিব মানুষ মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু সেখানে চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার বদলে কুকুরের গ্রাসে চলে যেতে হচ্ছে। এই ঘটনা স্বাস্থ্য প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বলে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী কতটা অযোগ্য, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। উত্তরবঙ্গের মানুষ তা সে জীবিত হোক বা মৃত কারও কোনও মর্যাদা নেই।’ তিনি এই ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছেন।

মেডিকেলে সব মিলিয়ে পাঁচশো বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

বারবার একই ঘটনা, তবু শিক্ষা নেয়নি মেডিকেল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের করিডরে রোগীর মৃতদেহ কুকুরে খুবলে খাওয়ায় অন্য রোগীদের আত্মীয়পরিজনরা আতঙ্কিত। বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটায় হাসাপাতালের কর্মী-চিকিৎসকদের একাংশও ক্ষুব্ধ। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, ‘পুলিশ এবং বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। রাতে নিরাপত্তারক্ষীরা নিয়মিত পাহারা দেন। তার পরেও এই ঘটনা ঘটেছে। তবে, ঘটনাস্থলের আশপাশে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। ফলে প্রকৃত ঘটনা জানা যায়নি।’

এর আগেও একাধিকবার মেডিকেলে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কখনও কুকুরে রোগীর কাটা হাত মুখে করে নিয়ে গিয়েছে, কখনও আবার শিশুর দেহ মুখে করে নিয়ে কুকুর পালিয়ে গিয়েছে। একের পর এক এমন ঘটনার পরেও শিক্ষা নেয়নি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। তার জেরে আবার এক ব্যক্তির দেহ কয়েকটি কুকুর মিলে ছিঁড়ে খেল। মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনরা থেকে শুরু করে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কতটা নিরাপদ, সেই প্রশ্নও এবার উঠছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, পার্শ্ববর্তী বিহার, অসম, সিকিম থেকেও প্রচুর মানুষ উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য আসেন। প্রতিদিন অন্তর্বিভাগে ১০০০-এর বেশি রোগী ভর্তি থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নেন। গড়ে আরও ৪০০০ রোগী প্রতিদিন বহির্বিভাগে চিকিৎসা করান। সব মিলিয়ে প্রতিদিন মেডিকেলে ১২-১৫ হাজার মানুষের যাতায়াত। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে পুরোনো এবং সবচেয়ে বড় এই সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তায় গলদ বহুদিনের। ফলে মানুষ এখানে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে এসে আতঙ্কে থাকেন।

এরপর দশের পাতায়

পরিচয়পত্রহীন ওঁরা কারা?

শহরজুড়ে অবৈধ বসতি, বাড়ছে উদ্বেগ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : ভোটার, আধার অথবা প্যান কার্ড, কিছু আছে? প্রশ্ন শুনে পরিবহণনগরের একটি রাস্তায় থাকা এক প্রবীণ ব্যক্তি উলটোদিকে মুখ ঘোরালেন। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। যেন কিছুই শুনতে পাননি। সামনে দাঁড়িয়ে পরিচয়পত্রের বিষয়ে প্রশ্ন শুনে মুখে কুলুপ আঁটলেন প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন। তাঁরাও ভাবলেশহীন।

মাটিগাড়ার পরিবহণনগরের ভিতরে অন্তত ২০টির বেশি ঝুপড়ি রয়েছে। যেখানে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস কয়েকশো মানুষের। যাঁদের দিকে সাধারণত কারও নজর পড়ে না। তাঁরা কোথা থেকে এসেছেন, কী করেন, অজানা আশপাশ এলাকার বাসিন্দাদেরও।

মাটিগাড়ার এই ঝুপড়ি নিয়েই যত কৌতূহল।

তাই এঁরা কারা, সেই কৌতূহলেই ঝুপড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই শুরু হল উঁকিঝুঁকি। সরকারি সুযোগসুবিধা মেলে কি? এমন প্রশ্ন করার পাশাপাশি ছবি তুলতে গিয়েই কয়েকজন মহিলার বাধার মুখে পড়তে হল। তাঁদের হুঁশিয়ারি, ‘একদম ছবি তুলবেন না।’ কিন্তু কেন, মেলেনি কোনও সদুত্তর। কতদিন ধরে এখানে থাকছেন? কোথা থেকে এসেছেন? এমন প্রশ্ন করতেই তিনজন মহিলা ঝুপড়ির ভিতর আত্মগোপন করলেন। এক প্রবীণের উত্তর, ‘অনেক বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এসেছি।’ পরিচয়পত্র কি রয়েছে, প্রশ্ন করতেই ওই ব্যক্তির জবাব, ‘না, কিছুই নেই।’ কেন নেই? এরপর আর কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি ওই ব্যক্তির কাছ থেকে।

বাংলাদেশের নাগরিকদের এদেশে অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্য রাজনীতি বর্তমানে তপ্ত। এমন পরিস্থিতির জন্য তৃণমূলকে দায়ী করছে বিজেপি। পালটা বিএসএফ প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলছে তৃণমূল। অভিযোগ, বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে অনেকেই ভোটার, আধার কার্ড বানিয়ে ভারতীয় নাগরিক হয়ে যাচ্ছেন।

এরপর দশের পাতায়

২১শে জুলাই-ই উত্তরকন্যা অভিযান

রিমি শীল ও রাহুল মজুমদার

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : শেষপর্যন্ত মুখ পুড়ল পুলিশের। পুলিশ অনুমতি না দিলেও বিজেপির যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযান হচ্ছেই। হবে সেই ২১শে জুলাই-ই। যেদিন কলকাতায় তৃণমূলের মেগা ইভেন্ট- শহিদ স্মরণ সমাবেশ। শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় প্রথম অভিযানটির কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় যুব মোর্চা হাইকোর্টে আবেদন জানায়।

২০২০ সালে বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানের সেই ছবি। -ফাইল চিত্র

সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবার বিজেপির যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযানের অনুমতি দিল হাইকোর্ট। যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ এক্স হ্যান্ডেলে হাইকোর্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরিজিৎ দাসের বক্তব্য, ‘আদালতের রায় মেনে কাজ হবে।’

হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে বারবার শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, ‘আমাদের বিরোধী দলনেতা যখনই কোনও কর্মসূচি করতে চান, তখনই পুলিশ অনুমতি দেয় না। বারবার হাইকোর্ট থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হয়েছে। এবারও ফের পুলিশের মুখ পুড়ল।’

আদালত অবশ্য বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে ওই কর্মসূচির জন্য। শর্তগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। সবচেয়ে বড় শর্ত হল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা

পুলিশের যুক্তি উড়িয়ে যুব মোর্চাকে অনুমতি

বেঁধে দেওয়া। আদালতের নির্দেশে উত্তরকন্যা অভিযানে ১০ হাজারের বেশি লোকের জমায়েত করা যাবে না। শুধু তাই নয়, একসঙ্গে বহু মানুষের মিছিলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ হয়ে উত্তরকন্যায় যেতে হবে। কোনও গ্রুপে ১০০-র বেশি লোক থাকার অনুমতি থাকবে না।

যদিও এই শর্ত শুধু শিলিগুড়ি থেকে যাঁরা যাবেন, তাঁদের জন্য। জলপাইগুড়ির দিক থেকে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আলাদা গ্রুপ করে অভিযানে উপস্থিত হওয়ায় বাধা নেই। প্রয়োজন মনে করলে প্রতিটি গ্রুপের সামনে ও পিছনে পুলিশ থাকবে। যুব মোর্চা অবশ্য ১ লক্ষ লোক জমায়েতের লক্ষ্য স্থির করেছিল। মোর্চার অন্দরের খবর, ১ লক্ষ লোক টার্গেট করেই প্রস্তুতি চলছে। যদিও মোর্চার শিলিগুড়ির জেলা সভাপতির বক্তব্য, ‘আদালত ১০ হাজার লোক নিয়ে সভা করতে বলেছেন। আমরা তা পালন করব।’

কর্মসূচির সময়ও বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি ঘোষ। তাঁর নির্দেশ, বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত উত্তরকন্যা অভিযান করা যাবে। তিনবাত্তি মোড় থেকে চুনাভাটি ভিডিওকন গ্রাউন্ড পর্যন্ত অভিযানটি করা যাবে। মঞ্চের আয়তন ৫০ ফুট বাই ৩০ ফুট নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বিচারপতি।

এরপর দশের পাতায়

...যেন বাড়ির মতো, পড়ি একসঙ্গে যত

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

পোশাকি নাম ‘ই-লাইব্রেরি’। আদতে সেটা যেন রিডিং রুম। মাসে ১৫০০-র মতো গুনলেই পাওয়া যাবে নিরিবিলিতে পড়ার সুযোগ। শহর শিলিগুড়িতে এমন রিডিং রুম বাড়ছে দিন-দিন।

অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : একটা ঘর চাই শুধু, যেখানে বাইরের কোলাহল পৌঁছাবে না। মন উড়ে যেতে চাইবে না এদিক-ওদিক। যে কোনও ক্ষেত্রে পরিবেশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যতই সেটা বাড়ি হোক, যতই হোক মাথা উঁচু করা আবাসন-মন কি আর অত সহজে চুপটি করে বসে থাকতে চায়। কিন্তু সে যখন দেখে আশপাশে সবাই মগ্ন বইয়ের পাতায়। সকলে শিখছে, জানছে নতুনকে। এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যের দিকে। তখন ইচ্ছেশক্তি জেগে ওঠে। মোবাইল খুলে আর রিল ঘাঁটতে মন চায় না।

শিলিগুড়ি কলেজের দু’নম্বর গেটের উলটোদিকের গলি দিয়ে ঢুকলে মুখোমুখি দুই বিল্ডিং। দুটো মিলিয়ে চলছে একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাতার দাবি, ওটা ‘প্রাইভেট লাইব্রেরি’। তবে পাড়া, স্কুল বা ক্লাবের লাইব্রেরির চিরপরিচিত ছবির সঙ্গে মেলাতে গেলে কিন্তু ভুল হবে। আলমারিতে সাজানো থরে থরে বই নেই। ধুলোর আস্তরণ পড়া ছেঁড়াপাতার ম্যাগাজিন নেই।

একটি দোতলা বিল্ডিংয়ের নীচতলায় সিঁড়ি লাগোয়া এক-কামরার লম্বাটে ঘর। ভেতরে ঢুকলে এক অচেনা জগৎ। দু’দিকে সার দিয়ে রাখা টেবিল আর চেয়ার। বাতানুকূল যন্ত্রের সৌজন্যে ভেতরটা বেশ ঠান্ডা। দেওয়ালে লাগানো ওয়াই-ফাই রাউটার। ঘরে নিস্তব্ধতা।

‘প্রাইভেট লাইব্রেরি’তে চলছে পড়াশোনা।

একটি টেবিলে কানে হেডফোন গুঁজে ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ রেখেছেন এক তরুণ। তিনি ব্যস্ত অনলাইন ক্লাসে। এক তরুণী বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন ধীরে ধীরে, যেন আওয়াজ না হয়।

দিল্লি, কোটা, পাটনা এবং কলকাতার মতো বড় শহর ‘প্রাইভেট লাইব্রেরি’র ধারণার সঙ্গে বহুবছর ধরে পরিচিত। মহানন্দার পাড়ের শহরে বিষয়টি একেবারে নতুন। অজানা অধিকাংশেরই। মাসে পনেরোশো টাকা খরচ করলে একদিনে সর্বাধিক ১২ ঘণ্টার জন্য পড়ুয়ারা ওই ‘রিডিং রুম’-এ বসতে পারবেন। এছাড়া ঘণ্টায় ২০ টাকার বিনিময়েও পাওয়া যেতে পারে সুবিধা। মিলবে পানীয় জল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাথরুম।

এরপর দশের পাতায়

রেশম চাষে স্বর্ণযোগ

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৭ জুলাই : সোনার বায়োজেনিক ন্যানো পার্টিকল (জীবঘটিত ক্ষুদ্র কণা) তৈরি করে রেশম পোকায় প্রবেশ করিয়ে রেশম চাষে তথা শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন সম্ভব। এমনটাই দাবি করলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষকরা। ইতিমধ্যে এই কাজটি গবেষণার পর্যায়ে সাফল্য লাভ করেছে বলে দাবি তাঁদের। আন্তর্জাতিক জার্নালে এই কাজ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফল আগামীতে রেশম চাষে নতুন দিশা দেখাবে বলে দাবি তাঁদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগ ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় মুগা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কাছেও গবেষণার ফলাফল পাঠিয়েছে। যাতে তত্ত্বটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগের অধ্যাপক দেবনির্মাল্য গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতকুমার মণ্ডল, আবদুল সাদাত এবং গবেষক তৃষাঞ্জন বিশ্বাস একত্রে গবেষণাটি করেছেন। যদি আগামীতে রেশম চাষে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যায়, তাহলে রেশমের মান অনেকটাই ভালো হবে বলে দাবি অধ্যাপক ও গবেষকদের।

এর আগে গবেষণায় তাঁরা সিলভার ন্যানো পার্টিকল রেশম পোকার উপর প্রয়োগ করেছিলেন। তাতে দেখা যায়, পোকার ওজন, জীবনধারণ ক্ষমতা, গুটি ও পিউপার ওজন এবং খাদ্যগ্রহণের দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন এমন হয় তার উত্তর খুঁজে পাননি তাঁরা। তার কারণ অনুসন্ধানে গিয়েই নতুন দিক খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি অধ্যাপকদের।

অধ্যাপক অমিতকুমার মণ্ডল বলেন, 'রেশমের লার্ভার বেশ কিছু পর্যায় রয়েছে। যে পর্যায়ে তারা পাতা খাওয়া শুরু করে, সেই সময় রেশম পাতার মধ্যে সোনার এই বায়োজেনিক ন্যানো পার্টিকল স্প্রে করেই রেশম পোকাদের খাওয়ানো

রায়গঞ্জে গবেষণা

সম্ভব। তবে ৪০ থেকে ৬০ পার্টস পার মিলিয়ন মাত্রায় তা স্প্রে করতে হবে। লার্ভারা সেটি খাওয়ার পর তাদের শরীরের ভিতরের মাইক্রোবায়োম-এর পরিবর্তন ঘটছে। যাতে তাদের কর্মক্ষমতা অনেক গুণ বাড়ছে।'

সোনার এই ন্যানো পার্টিকল স্প্রে করতে খুব বেশি খরচ নেই। মাত্র ৩০ থেকে ৪০ টাকার সোনার বায়োজেনিক ন্যানো পার্টিকল স্প্রে করে প্রায় এক বিঘা জমিতে রেশমের উৎকর্ষ বাড়ানো সম্ভব বলে দাবি গবেষকদের।

এনবিএসটিসি'র ১২টি জমি বেহাত

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় দীর্ঘ বছর ধরে বহু জমি জবরদখল হয়ে আছে এনবিএসটিসি'র। প্রশাসনিক জটিলতার পাশাপাশি সেগুলির কোথাও বাড়িঘর, দোকানপাট ইত্যাদি গড়ে ওঠায় সে সমস্ত জমি নিজেদের নামে করাতে চরম হিমসিম অবস্থা নিগমের।

জমিগুলি এখনও নিজেদের নামে করাতে পারেনি নিগম। কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে, জমিগুলির দখলস্বত্ব থাকলেও এখনও সংস্থার নামে রেকর্ডই হয়নি। গোটা রাজ্যে এরকম ১২টি জমি রয়েছে। যেমন শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কিতে থাকা জমি, কালিম্পং, বক্সিরহাট, মাথাভাঙ্গা ডিপো, বালুরঘাট, বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, সিউড়ি ডিপো ইত্যাদি। মোট ৫৪ বিঘা জমি। যেগুলি এখনও সংস্থা তার নিজের নামে করতে পারেনি। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'গোটা রাজ্যে আমাদের মোট ৪৫টি জমি রয়েছে। এর মধ্যে একটি জমি মামলাধীন অবস্থায় রয়েছে। বাকি ৪৪টি জমি আমাদের দখলে থাকলেও এতদিন আমাদের নামে ছিল না। সম্প্রতি এর মধ্যে ৩২টি জমি আমরা আমাদের সংস্থার নামে করিয়েছি। বাকি ১২টি জমিও নিজেদের নামে করার প্রক্রিয়া চলছে।'

নিগমের দখলস্বত্বে থাকা পানিট্যাঙ্কির যে জমি রয়েছে, সেটি আগে চা বাগানের মালিকের ছিল। পরে সেটি সরকার নেয়। বর্তমানে এটি সরকারের জিরো খতিয়ানের জমি হিসেবে রয়েছে। কিন্তু সেই জমির বেশ কিছু অংশে দোকান, বাড়িঘর গড়ে উঠেছে। কালিম্পংয়ের জমিটি রয়েছে রাজ্য পূর্ত দপ্তরের অধীনে। জমিটি অনেকটা উঁচুতে হওয়ায় সেখানে অ্যাপ্রোচ রোড করা যাবে কি না, তা নিয়ে গড়িমসি রয়েছে। সিউড়ি ডিপোর জমিটি জেলা পরিষদের অধীনে রয়েছে। মাথাভাঙ্গা ডিপোর জমিটি পুরসভার অধীনে রয়েছে। ফলে দীর্ঘ বছর ধরে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে থাকায় সরকারি পদ্ধতি মেনে জমিগুলি এখনও এনবিএসটিসি'র নামে রেকর্ড হয়নি। এর পাশাপাশি জমিগুলির বিভিন্ন অংশ জবরদখল হয়ে থাকায় দখলমুক্ত করতে নিগমকে সরকারি দপ্তরগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে। সবমিলিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে।

> গোটা রাজ্যে আমাদের মোট ৪৫টি জমি রয়েছে। এর মধ্যে একটি জমি মামলাধীন অবস্থায় রয়েছে। বাকি ৪৪টি জমি আমাদের দখলে থাকলেও এতদিন আমাদের নামে ছিল না। সম্প্রতি এর মধ্যে ৩২টি জমি আমরা আমাদের সংস্থার নামে করিয়েছি। বাকি ১২টি জমিও নিজেদের নামে করার প্রক্রিয়া চলছে।
>
> **পার্থপ্রতিম রায়** চেয়ারম্যান, এনবিএসটিসি

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে রাজ্যে তাদের মোট ৪৫টি জমি রয়েছে। সেগুলির পরিমান সবমিলিয়ে প্রায় ২৬০ বিঘা। এতদিন এর মধ্যে কোন জমিই এনবিএসটিসির নামে ছিল না। তবে এর মধ্যে ১২টি জমি তারা নিজেদের নামে এখনও করাতে না পারলেও সম্প্রতি ৩২টি জমি তারা তাদের নিজেদের নামে করিয়েছে। এই জমিগুলির মধ্যে কোচবিহারের বাস টার্মিনাস, এমডি বাংলো, পরিবহণ ভবন, নিউ কোচবিহারের ওয়ার্কশপ, শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ির ডিপো, জলপাইগুড়ি ডিপো সহ বিভিন্ন জমি রয়েছে। এই জমির মোট পরিমান প্রায় ২০০ বিঘা।

সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে জমিগুলি নিজেদের নামে করাতে পারলে সরকারী অনেক সুযোগ-সুবিধাও পাবে তারা।

চা পান বাড়াতে প্রস্তাব চাষিদের

নাগরাকাটা, ১৭ জুলাই : নতুন প্রজন্মকে চা পানে আগ্রহী করে তুলতে না পারলে অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এজন্য টি বোর্ড 'ওয়ান কে টি ড্রিংক' কর্মসূচি হাতে নিক, এমনটা চাইছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। এর অর্থ মাথাপিছু চা পানের পরিমাণ ১ কেজি করা। যা বর্তমানে শহরাঞ্চলে ৯২৫ গ্রাম ও গ্রামীণ এলাকায় ৭৯৭ গ্রাম।

ইতিমধ্যেই ওই প্রস্তাবের কথা টি বোর্ডের উপনির্দেশকের কাছে জানিয়েছে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)। সংগঠনের সভাপতি ও জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "দেখা গিয়েছে ১৮-২২ বছরের তরুণ প্রজন্ম চায়ে আগ্রহী নয়। যদিও জনসংখ্যার একটা বড় অংশই তাঁরা। অন্তত সাড়ে ১২ কোটি এই ধরনের ছেলেমেয়ের আকর্ষণ কফি কিংবা অন্য দামি পানীয়ের প্রতি। তাঁদের চা পানের উপকারিতা বোঝাতে পারলে লাভ হবে শ্রমনিবিড় এই দেশীয় শিল্পেরই। এজন্য টি বোর্ড 'ওয়ান কে টি ড্রিংক'-এর পাশাপাশি 'স্মার্ট জেনেরিক ক্যাম্পেন' কর্মসূচিতে নামুক। এটাই আমরা চাইছি।"

সিস্টা-র তরফে টি বোর্ডকে বেশ কিছু পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছে। তাতে চা জনপ্রিয় করে তুলতে ডিজিটাল মাধ্যমকে বেশি করে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেভাবে নিবিড় প্রচারের ফলে ডিমের চাহিদা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, তেমনভাবেই চায়ের চাহিদা বৃদ্ধিও সম্ভব বলে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনটি মনে করছে। এজন্য কলেজ বা টি স্টলগুলিতে 'জেন জি কা বাত চায়ে কে সাথ' নামে ট্যাগলাইনে প্রচার শুরু করা যেতে পারে বলে সিস্টার অভিমত।

টেকনোর ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : বিশ্বমানের ফ্যাশন ডিজাইনার তৈরি করতে এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শিলিগুড়িতে চালু হতে চলেছে ভারতের প্রথম ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের উদ্যোগে তা চালু হচ্ছে। ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের উপর কোর্স করানো হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ বিষয়টি জানিয়ে বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাস্কর রায়, স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কের ফ্যাশন ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজার ও ফ্যাকাল্টি মেম্বার প্রফেসর রাজাশেখর আর ভাঙ্গাপাতি, কলকাতার সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ডঃ ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় এবং টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সিইও ডঃ শঙ্কু বোস। উদ্যোক্তারা জানান, কর্মসংস্থান তৈরি করাই তাঁদের লক্ষ্য।

আজ টিভিতে

ভবানীর জীবনে আসছে আরও নতুন মোড়?
রাজ রাজেশ্বরী রানি ভবানী রাত ৮.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ হারজিৎ, বিকেল ৩.২৫ আমি যে কে তোমার, সন্ধে ৬.১০ চ্যাম্প, রাত ৯.৩০ বিধাতার লেখা
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ২.৩০ স্বার্থপর, বিকেল ৫.০০ মহাজন, রাত ১.৪৫ চিনে বাদাম
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, দুপুর ১.০০ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৪.০০ লভ ম্যারেজ, সন্ধে ৭.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ১০.০০ শিকারি, ১.০০ রাজদণ্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চন্দ্রগ্রহণ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শিবা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন তৃষ্ণা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ২.৪৫ দম লগাকে হইসা, বিকেল ৪.৩০ ছপাক, সন্ধে ৬.৪৫ বান্টি অওর ববলি-টু, রাত ৯.০০ জলি এলএলবি, ১১.১৫ অকিরা
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১১ রাধে, দুপুর ১.৩০ স্যামি-টু, বিকেল ৪.২৬ ইন্টারন্যাশনাল রাউডি, সন্ধে ৭.৩০ মুম্বই কি কিরণ বেদি, রাত ৯.৫১ গামি
জি সিনেমা : দুপুর ১.৫১ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.২৮ কটিগোব্বা-থ্রি, সন্ধে ৭.৫৫ দ্য ভূতনি, রাত ১০.৪৫ রাবণাসুরা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৩ কৃশ, বিকেল ৩.০৯ গড তুসসি গ্রেট হো, ৫.৪৯ সত্যপ্রেম কি কথা, রাত ৮.০০ বিবি নাম্বার ওয়ান, ১০.১১ বিগ স্নেক কিং
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.২৩ বঙ্গিস্তান, ২.৩৮ ভিকি ডোনার, বিকেল ৪.৪৯ ঘুমর, সন্ধে ৭.০৫ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল ক্রাইম মিনিস্টার, রাত ৯.০০ বরেলি কি বরফি, ১১.০৩ তুফান
স্টার মুভিজ এইচডি : বিকেল ৪.০০ ফ্যান্টাস্টিক ফোর, ৫.৪৫ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, রাত ৯.০০ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ১০.৩০ ডাই হার্ড-টু

ছপাক বিকেল ৪.৩০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

চ্যাম্প সন্ধে ৬.১০
জলসা মুভিজ

কই পোস্ত এবং **কোঙ্কনি ভর্তা** তৈরি শেখাবেন দেবমিতা মাঝি।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বয়স্কদের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে হতে পারে। **বৃষ :** দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। জমি-জায়গা কেনাবেচা নিয়ে শরিকি সমস্যা বাড়বে। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। **মিথুন :** দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। সৃজনশীলমূলক কাজে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবেন। **কর্কট :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়বে। **সিংহ :** বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে মতবিরোধ বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কে ভাঙন দেখা দিতে পারে। **কন্যা :** কর্মপ্রার্থীরা দুপুরের পর নতুন চাকরির খবর পেতে পারেন। হাড়ের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। **তুলা :** আর্থিক অচলাবস্থা কাটার সম্ভাবনা। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ব্যাংকঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। **বৃশ্চিক :** কোনও আত্মীয়ের কথায় প্রভাবিত হয়ে প্রতারিত হতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **ধনু :** আলস্যের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ হাতছাড়া হতে পারে। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **মকর :** অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে না পারলে ভোগান্তি হতে পারে। ইমারতি ব্যবসায় সামান্য মন্দা। **কুম্ভ :** নতুন বাড়ি গাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। চাকরিজীবীরা নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। **মীন :** কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। আপনার সুমধুর কথায় সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ আষাঢ়, ১৮ জুলাই, ২০২৫, ১ শাওন, সংবৎ ৮ শ্রাবণ বদি, ২২ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৫, অঃ ৬।২২। শুক্রবার, অষ্টমী দিবা ৩।৪৯। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ১।৫১। সুকর্ম্মাযোগ দিবা ৭।২২ পরে ধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৪।২২। কৌলবকরণ দিবা ৩।৪৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।৩৫ গতে গরকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১।৫১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৩।৪৯ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি- ৮।২৪ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৩ গতে ১০।২৩ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১২।১৩ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, দিবা ৩।৪৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং নবমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৭ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৯ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৪।২৬ গতে ৬।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৮ গতে ৮।৭ মধ্যে ৩।১ গতে ৩।৪৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৫ গতে ১১।২০ মধ্যে ও ৩।৪৫ গতে ৫।৫ মধ্যে।

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. NIeQ No-WB/ BLOCK/ 02/BDO/MATIALI/2025-26
Last date of online bid submission-24-07-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

ডিপোর যোগানের জন্যে বালাস্টের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. জিএমডব্লিউ-১১-২০২৫-এমএলজি তারিখঃ ১২-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ উপ.সিইই/ট্র্যাক/মালিগাঁওএর অধীনে উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের হরিশিঙ্গা/তিলভিটায় ডিপো যোগানের জন্যে বালাস্টের যোগান। টেন্ডার রাশিঃ ১৫,৬১,০৮,০০০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯,৩০,৫০০/- টাকা। টেন্ডার প্র-পত্র প্রাপ্ত করতে পারবেনঃ ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং খোলা যাবেঃ ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মহাপ্রবন্ধক (ওয়ার্কস), মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

LAW ADMISSION
ONLY FOR EWS AND OBC CANDIDATES
SESSION:-2025-2026
Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 years B.A. LL.B integrated Course. Forms will be available from the College website (www.balurghatlawcollege.ac.in) on and from 18/07/2025 to 26/07/2025. Interested EWS and OBC candidates may also contract on Mobile No: 9382097598/9832790510.
Sd/-
Dr. Santosh Kumar Tiwary
Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

ব্যালাস্ট লেস ট্র্যাকের ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : জিএমডব্লিউ-০৮২০২৫-এমএলজি, তারিখ: ১১-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিন্নাগুড়ি, নিউ মাল জংশন, হাসিমারা এবং দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ব্যালাস্ট বিহীন ট্র্যাক সরবরাহ (মোট দৈর্ঘ্য = ৬.৩০১ কিলোমিটার)। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য : ৪৪,৭৪,৪২,২৯১.৯৮/- টাকা; বায়না মূল্য জমা : ২৩,৮৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ১২-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:১৫ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
জিএম (ডব্লিউ), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No.- 05 (2025-26) Memo No-367/PS. eNIT No. 06 (2025-26) Memo No-368/PS, dated- 16/07/2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 25/07/2025. And incase of eNIT No.- 07 (2025-26) Memo No-369/PS & eNIT No.- 08 (2025-26) Memo No-2622/BDO, dated-16/07/2025 of Block Development Officer & Executive Officer last date of submission is 31/07/2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
BDO & E.O
Blg. P.S

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER GAZOLE DEVELOPMENT BLOCK GAZOLE: MALDA. email- gazole.bdo@gmail.com
ABRIDGED E-TENDER NOTICE
NIT No BDO/GZL/NIET-01(e) of 2025-26 & BDO/GZL/NIET-02(e) of 2025-26, dated-16.07.2025 BDO, Gazole Development Block, Malda, invites E-tender for various development works under SBM(G) & PBSSM 2025-2026 from Eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature. Details of e-tender notice will be available in website www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in.
Sd/-
Block Development Office Gazole
Development Block, Gazole Malda

আলিপুরদুয়ার জংশনে মেকানাইসড ক্লিনিং -এর চুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৩৯৯৮১২; তারিখ ঃ ০৮-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; কাজের নাম ঃ ০৪ বছরের জন্য আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশন এবং সঞ্চালন এলাকার মেকানাইসড ক্লিনিং -এর চুক্তি। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৮৮,৫১,৫৮৪/- টাকা; ইএমডি মূল্য ঃ ৩,৪৪,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ২১:০০ টা এবং খোলা ০২-০৮-২০২৫ তারিখে ২১:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৪-২৫-আরটি১ তারিখঃ ১৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-২০-২৪-২৫-আরটি১। কাজের নামঃ ২ বৎসরের জন্যে ডিজেল ইঞ্জিন বাদেও ৭ টি ৮ চাকাযুক্ত টাওয়ার ওয়াগনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামের মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ২,১৭,২১,২৬২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৮,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এন্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NIQ No 01 dated 16.07.2025
The North Wind Co Operative Housing Society Ltd having Registration No. 171/RTAH/HIG and Registered Office at A-7/14, SAMADRITA, ECTP Phase-3, Kolkata -700 107 requires a qualified Building Contractor for Construction of G+4 Residential Building at AA-III, New Town, Rajarhat. Quotations are invited from reputed Building Contractors for Construction of a (G+4) building at Plot No IIIA/2232 as per NKDA approved plan. Rate to be quoted as @ above / below/ AT PAR the current PWD SOR. Application with Quotation for the work to be addressed to the Secretary of the Society and should reach the Society through e-mail (northwindhousingsocietyltd@gmail.com) within 21 days from the date of publication of the advertisement in the media. Society reserves the right to accept / reject any bid without showing any reason thereof.
Sd/-
Secretary
NWCHSL

ভাড়া
HOUSE RENT 2ND FLOOR IN HAKIMPARA, SILIGURI. (M) 9800022656.(C/117518)

Notice
Ref: Memo No. 1611/BDO/PAD on behalf of Block Development Officer, Phansidewa invites for Allotment of 2 nos. of Godown (1 No. & 2 No.) at Phansidewa Krishak Bazar of Phansidewa Block under Siliguri Regulated Market Committee.
Last Date of Submission 11.08.2025 upto 2.00 P.M.
Sd/-
B.D.O
Phansidewa Block

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৪৩অব ২০২৫, তারিখঃ ১৫-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনের সুরজকমল, তেলতা, খুড়িয়াল রেলওয়ে স্টেশনের সফট আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,৩৬,৪৩,০৩৪.৭৪ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৪,১৬,৭০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সুকনা-দার্জিলিং- এডিইএন/ডিএইচআর-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে সুকনা-দার্জিলিং (ডিএইচআর সেকশন) -এ ব্রিজগুলির সুরক্ষা কাজের মান নির্ধারণ এবং মেরামত। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৫৫,৬৬,০২৮.৭৮ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৭৭,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনেঃ গ্লুড জয়েন্টের আইএনএসআইটিইউ ফেব্রিকেশনের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ক্রটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্টের ক্যাজুয়াল পুনর্নবীকরণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯৬,৯৩,০৩০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৪৮,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বারসোই-রাধিকাপুর (এসএল)-টিএসআর(পি)-২০.৫০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৯১,৮৪,০৬৭.২০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৪৫,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/পূর্ণিয়া জং.-এর অধীনে রানীপাত্রা, কসবা, জালালগড়, কুশিয়ারগাঁও, সিমরাহা, বাথনাহা এবং যোগবানিতে বিদ্যমান এমএল এবং আরএল পিএফকে এইচএল পি.এফ-এ উন্নয়ন (মোট-১০টি)। টেন্ডার মূল্যঃ ৯,২৯,৯১,৪০৯.৬১ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৬,১৫,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৬। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এমএসই/পি. ওয়ে/ পূর্ণিয়া জং. সেকশনে মেইন লাইনে (ডিএলএফ) টিটিআর কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩৬,০১,২৪৯.৪৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৭২,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১১৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১১৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট
আমি TRINAYANI MANDAL, স্বামী LT. NARAYAN MANDAL, গ্রাম ডোমনটোলা, পোঃ উত্তর চণ্ডীপুর, থানা- ভুতনী, জেলা- মালদা। আমার আধার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত 10/07/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেনী J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম TRINAYAN MANDAL থেকে TRINAYANI MANDAL করা হইল। যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।(C/117391)

•

আমি MD NABIUL HOSSAIN, গ্রাম-ভাগভাদো, পোঃ সামসী , থানা- চাঁচল, মালদা। আমার মেয়ের জন্ম-প্রমাণপত্রে (যার রেজি: নং. 4236, DT- 27-04-2009) মেয়ের নাম ভুল থাকায় দত16/07/2025 তারিখে মালদা ১ম শ্রেনী J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে MST. JEBA TAHASHIN থেকে JEBA TAHASHIN করা হল। যা উভয় নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।(C/117398)

•

I, Shankhyadeep Bhattacharya, S/o Sekhar Bhattacharya, R/o South Jitpur Po: Bholardabri, Dt: Alipurduar changes my name to Shankhadeep Bhattacharya vide affidavit No 18/2025, dated 17.07.25 sworn before Notary Amaresh Ghosh.(C/117034)

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE
e-N.I.T. Memo No. 510/ KCK-IIIP Sl No-01 to 02 Dated-17.07.2025, invited by the E.O, Kaliachak-III PS from Bonafide bidder. Last date of application on 24.07.2025 upto 17:30 P.M. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
Executive Officer
Kaliachak-III P.S.
Baishnabnagar, Malda

স্টোন ডাস্টের সরবরাহ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. জিএমডব্লিউ-১২২০২৫-এমএলজি, তারিখঃ ১২-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে গঠন স্থিতিশীল করার জন্য পাকুরের পুরাতন লাইন (পিকিউ আরজেডি) এবং নতুন লাইন (পিকিউআরওয়াই) থেকে স্টোন ডাস্ট সরবরাহ। আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ ৫,০২,৯৭,৮৫৬/- টাকা, বায়নার অর্থঃ ৪,০১,৫০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘন্টায় প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১, আসাম কার্যালয়ে খোলা হবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CINEMA সিনেমা

Now showing at BISWADEEP
NIKITA ROY
*ing : Sonakshi Sinha, Paresh Rawal
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভুবনজোড়া ফাঁদ

চাকরির নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে বারোঘরিয়ায়। সেখানে একটি ভুয়ো অফিস খুলে প্রতারণাচক্র চালানো হচ্ছিল। সেই ঘটনায় পুলিশের জালে চারজন। অন্যদিকে, গয়না বানানোর প্রলোভনে পড়ে শিলিগুড়িতে প্রতারিত হয়েছেন এক দম্পতি।

আরও লোক নিয়ে এলেই 'মুক্তি'

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : বারোঘরিয়ায় অফিস বানিয়ে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে একটি চক্রের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত চারজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। মাটিগাড়া থানা সূত্রের খবর, ধৃত চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, চাকরি দেওয়ার টোপ দিয়ে ভিনজেলা ও রাজ্য থেকে তরুণদের নিয়ে আসা হত। এরপর তাঁদের আটকে রাখা হত একটি ঘরে। ওই ঘরই নাকি ছিল অফিস।

সেই অফিসে আবার ভুয়ো কোম্পানির নামে বোর্ডও টাঙানো ছিল। ঘরে যাঁদের আটকে রাখা হত তাঁদের মাধ্যমে আবার ফোনে ফোনে চলত অন্যদের সঙ্গে প্রতারণার চেষ্টা। গোটা বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতেন ধৃত লালরামসান চংগলই, জোসেফ জারজোরসাং, এডওয়ার্ড হামার, থাংচুংচান হেনগনা। চক্রটি মূলত মণিপুর, অসম ও নাগাল্যান্ডের তরুণদের টার্গেট করত।

অভিযোগকারী জেনোভা লালগাইসাকসং জানান, নকশালবাড়িতে থাকাকালীন জোসেফ জারজোরসাংয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর তাঁকে চাকরির অফার দেন জোসেফ। বারোঘরিয়ায় ওই ঘরের সামনে তাঁদের মধ্যে চাকরি সংক্রান্ত কথা হয়। সেখানে জেনোভা অনলাইনে ২০,০০০ টাকা দেন জোসেফকে। অভিযুক্ত তাঁকে বলেন, ওই ঘরের মধ্যে তাঁকে থাকতে হবে। এরপরই সমস্ত কিছু বদলে যায়। জেনোভা বলেন, 'আমাকে ঘরে আটকে রাখা হয়। পালানোর চেষ্টা করলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। চাকরির টোপ দিয়ে গ্রাম থেকে আরও কয়েকজনকে নিয়ে আসার জন্য চাপ দিতে থাকে ওরা।' জেনোভার ফোনেই এই চক্রে জড়িয়ে পড়েন তাঁরই বন্ধু বেনজিল জেসাংগ্রেম। বুধবার রাতে সাহস করে দরজা ভেঙে থানায় পালিয়ে আসেন জেনোভা ও বেনজিল। বারোঘরিয়ার ওই ঘরে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতারিত বাকি ১৮ জনও পরে থানায় আসেন।

এবিষয়ে ডিসিপি ওয়েস্ট বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, 'আমরা একটি অভিযোগ পাই। তার ভিত্তিতে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

সোনার স্কিমে ৮৫ লক্ষের প্রতারণা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : বিশেষ স্কিমে সোনার গয়না বানানোর প্রলোভনে পড়ে ৮৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ তুললেন এক দম্পতি। ওই দম্পতির অভিযোগ, শিলিগুড়ির শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে একটি সোনার দোকানে তাঁদের যাতায়াত ছিল। ২০২৩ সালে ওই দোকানের মালিকপক্ষের এক সদস্য চন্দ্রপ্রকাশ সিনহাল তাঁদের প্রস্তাব দেন, ২০২৫ সালের মার্চ মাসের জন্য একটি বিশেষ স্কিম করা হয়েছে। ওই স্কিমের জন্য যেদিন টাকা দেওয়া হবে, সেদিন সোনার রেট যা থাকবে, সেই হিসেবে ২০২৫ সালের মার্চ মাসে গয়না নিতে পারবেন ওই দম্পতি। শুধু তাই নয়, মোট বিনিয়োগের ওপর ১২ শতাংশ বার্ষিক সুদ দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ওই দম্পতির অভিযোগ, তাঁরা ৮৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। যদিও চলতি বছরের মার্চ মাসে ওই স্কিমের আওতায় গয়না নিতে গেলেই বলা হয়, এপ্রিল মাসে আসতে হবে।

অভিযোগকারী সুরেশকুমার আগরওয়াল বলেন, 'ওই মালিকপক্ষের তিনটে সোনার দোকান রয়েছে। যে দোকানে এই স্কিমে টাকা নিয়োগ করেছিলাম, সেই দোকানে এপ্রিল মাসে গিয়ে দেখি সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আরেকটি দোকানও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর তাঁদের বাড়িতে গেলে বলা হয়, পরিবারের সদস্য অসুস্থ। চন্দ্র ওই পরিবারের এক সদস্যকে বাইরে চিকিৎসা করাতে নিয়ে গিয়েছেন। এরপর মালিকপক্ষের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বললে, তাঁরা জুন মাসে তাঁদের তৃতীয় দোকানে আসতে বলেন।'

কী অভিযোগ

- ২০২৩ সালে সোনার দোকানের মালিকপক্ষ প্রস্তাব দেয়, ২০২৫ সালের মার্চ মাসের জন্য একটি বিশেষ স্কিম করা হয়েছে
- স্কিমের জন্য যেদিন টাকা দেওয়া হবে, সেদিন সোনার রেট যা থাকবে, সেই হিসেবে ২০২৫ সালের মার্চে গয়না নেওয়ার টোপ
- মোট বিনিয়োগের ওপর ১২ শতাংশ বার্ষিক সুদ দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি
- সেই ফাঁদে পড়ে সোনার দোকানের অ্যাকাউন্টে তিনটে পর্যায়ে ৮৫ লক্ষ টাকা দিয়ে দেন ওই দম্পতি

অভিযোগ, মালিকপক্ষের বাকি সদস্যরাও পরবর্তীতে সোনা কিংবা টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করেন। ঘটনার প্রেক্ষিতে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন সুরেশ আগরওয়াল। চন্দ্রপ্রকাশ সহ তিনটে দোকানের সঙ্গে জড়িত মালিকপক্ষের আটজন সদস্যের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছে ওই পরিবার। যদিও ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্তের খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা যায়নি। সুরেশের অভিযোগ, 'সোনার দোকানের অ্যাকাউন্টে তিনটে পর্যায়ে ৮৫ লক্ষ টাকার ট্র্যানজ্যাকশন হয়েছে। যদিও কথামতো চলতি বছরের মার্চে সোনার সামগ্রী চাইতে গেলেই দোকান মালিকদের রূপ বদলাতে শুরু করে।'

স্কুল ছুটির পর বন্ধুর সঙ্গে বিপজ্জনক পথে বাড়ি ফেরা। কোচবিহার রেলগুমটি এলাকায়।- অর্পণা গুহ রায়

পাথর পড়ে মৃত শিশু সহ দুই

জলের পাইপলাইন মেরামতই কাল হল

রণজিৎ ঘোষ

দার্জিলিং, ১৭ জুলাই : জলের পাইপলাইন মেরামত করার সময় পাথর গড়িয়ে পড়ে ছয় বছরের শিশু সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। দার্জিলিং সদর মহকুমার বিজনবাড়ি ব্লকের গোক গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধসের জেরে বাড়ির জলের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওই পাইপলাইন মেরামতের উদ্যোগ নিয়েছিল পরিবারটি। সেই সময় বিরাট আকারের পাথর পরিবারের লোকেদের উপর পড়ে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পরে দেহ দুটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা হাসপাতালে পৌঁছে পরিবারের লোকেদের সমবেদনা জানিয়েছেন।

কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে দার্জিলিংয়ের অনেক জায়গায় ধস নেমেছে। বিজনবাড়ির গোক এলাকায় গত মঙ্গলবার ধস নেমে কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, শুধু ভারী বৃষ্টিই নয়, সঙ্গে বজ্রপাতও হয়েছে।

বিজনবাড়ি

যার জেরে এখানকার পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়েছে। অনেক দূরের ঝোরা থেকে আসা জলের পাইপলাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর জেরে বাড়িতে জল পৌঁছাচ্ছে না। বুধবার বিকেলে বৃষ্টি কমার পর সন্ধ্যায় একটি পরিবারের সদস্যরা জলের পাইপলাইন মেরামত করতে যান। তখন বিরাট পাথর এসে তাঁদের উপর পড়ে। ঘটনাস্থলেই সামন্ত লিম্বু (৬) নামে একটি শিশুর মৃত্যু হয়। ওই পরিবারের অপর সদস্য প্রণীল যোগী (২৭) মারা যান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে। তবে, শিশুটির মা সহ পরিবারের বাকি সদস্যরা কিছুটা দূরে থাকায় তাঁরা বেঁচে গিয়েছেন।

পরিবারের সদস্য উদাই লিম্বু বলেন, 'ধসের নীচে বাড়ির জলের পাইপলাইন আটকে গিয়েছিল। ধস সরিয়ে সেই লাইন মেরামতের সময় আচমকা পাথর গড়িয়ে পড়ে আমাদের পরিবারের দুজনের মৃত্যু হয়েছে।' অনীত থাপা এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'জিটিএ ওই পরিবারের পাশে রয়েছে।' বর্ষায় যেভাবে ধস নামছে তাতে পাহাড়বাসীকে তিনি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। দার্জিলিংয়ের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা বলেছেন, 'একটি শিশু সহ দুজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। ময়নাতদন্ত হয়েছে।'

জমেছে আড্ডা।। *উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অংশে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও ভাসছে মালদা। তার মধ্যে মালদার ভাটরা বিলে নৌকায় গল্পের আসর জমেছে। ছবি : অরিন্দম বাগ*

নথি দেখিয়ে মেয়রকে তোপ শংকরের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ নিয়ে বিধায়কের পালটা সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজের বক্তব্য রেখেছিলেন মেয়র গৌতম দেব। এবার সাংবাদিক সম্মেলন করে রীতিমতো নথি পেশ করে নিজের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, ইচ্ছে করে তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। মেয়র তাতে বাধা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ শংকরের। তিনি এদিন একটি কাজের তালিকা নিয়ে এসে দেখান যে, তাঁর কাজ কীভাবে আটকানো হচ্ছে।

শিলিগুড়ির বিধায়কের দাবি, শৌচাগার নির্মাণের কাজ ছয় মাস-সাত মাস ধরে ভেটিংয়ের জন্য ফেলে রাখছে পুরনিগম। গত বছর ৪ অগাস্ট ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে একটি স্নানাগার তৈরির জন্য টাকা বরাদ্দ করেছিলেন বিধায়ক। অভিযোগ, বিধায়কের ওই চিঠি পাওয়ার চার মাস বাদে জেলা শাসকের দপ্তর থেকে ভেটিংয়ের জন্য পুরনিগমে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখনও

> মেয়র শহরের প্রথম নাগরিক। সত্যিই হয়তো ওঁর টেবিলে নথি পৌঁছাচ্ছে না। নয়তো সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁকে মিথ্যে কথা বলতে হত না। আমার মনে হয় আধিকারিকরা তাঁকে সব তথ্য দিচ্ছেন না।
>
> **শংকর ঘোষ,** *বিধায়ক, শিলিগুড়ি*

পুরনিগমের পক্ষ থেকে স্নানাগারের ভেটিং দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। এদিন শংকর বলেন, 'মেয়র শহরের প্রথম নাগরিক। সত্যিই হয়তো ওঁর টেবিলে নথি পৌঁছাচ্ছে না। নয়তো সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁকে মিথ্যে কথা বলতে হত না। আমার মনে হয় আধিকারিকরা তাঁকে সব তথ্য দিচ্ছেন না।'

শিলিগুড়িতে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ এবং কাজ আটকে রাখা নিয়ে সরব হয়েছেন শংকর ঘোষ। ছয় মাসে যেখানে তাঁর বিধানসভা এলাকায় ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করা যায় সেখানে সময়টা ১৫ থেকে ১৮ মাস লেগে যাচ্ছে। অভিযোগ, জেলা শাসকের দপ্তর কিংবা পুরনিগম থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করা হচ্ছে। এতে পাঁচ বছরের শেষে গিয়ে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের সিংহভাগ টাকাই খরচ হবে না। বেশ কয়েকটি উদাহরণও এদিন দিয়েছেন শংকর।

অভিযোগ, ২০২১ সালের ৬ ডিসেম্বর বাল্মীকি কলোনিতে সাড়ে চার লক্ষ টাকায় একটি শৌচালয় নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন বিধায়ক। পরের বছর ৭ জুন সেই কাজের জেলা শাসকের দপ্তর থেকে অনুমতি এসেছে। এরকম প্রায় ৪৪টি কাজের উদাহরণ দিয়েছেন শংকর। শিলিগুড়ির মেয়রের ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

২৭ লক্ষ হাতিয়ে ধৃত

বাগডোগরা, ১৭ জুলাই : এক মহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে ২৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। এই অভিযোগে বৃহস্পতিবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বাগডোগরা থানা। ধৃতের নাম রাজীব দত্ত (৪৫), বাড়ি শিলিগুড়ির চানাপট্টিতে। এদিন তাঁকে আদালতে তোলা হয়েছে।

৬ কোটির কাজ

নকশালবাড়ি, ১৭ জুলাই : বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের চারটি ব্লকে ৬ কোটি টাকার কাজের শিলান্যাস করলেন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এর মধ্যে নকশালবাড়ি ব্লকের জন্য বরাদ্দ হয়েছে দেড় কোটি টাকার কাজ। এদিন নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা, আপার বাগডোগরা, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় দেড় কোটি টাকার রাস্তাঘাট, নিকাশিনালা, মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাজের শিলান্যাস করলেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ। সভাধিপতি বলেন, 'শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে এই প্রথম মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরি করা হচ্ছে হাতিঘিসা হাইস্কুলে। যেখানে এলাকার সকলেই খেলাধুলোর সুযোগ পাবেন।'

মেরামত

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : প্রবল বৃষ্টির জেরে বুধবার সিঁড়িখোলা সেতুর প্রোটেকশন ওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দার্জিলিং ও সিঁড়িখোলার মধ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেকেই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্য পূর্ত দপ্তর ওই প্রোটেকশনওয়াল মেরামত শুরু করেছে। দ্রুত কাজ শেষ হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

লক খোলে বিহারের এজেন্ট

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৭ জুলাই : ভুটান থেকে ৫৭ টাকা লিটার দরে ডিজেল লরি, ডাম্পারের ট্যাংকে ভরে এনে এদেশে বিক্রি হচ্ছে ৭০ টাকা পাইকারি দরে। খুচরো বাজারে সেই তেল বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা প্রতি লিটার। জাতীয় সড়কের ধার বরাবর জ্বালানি তেলের অবৈধ কারবারে প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা পেট্রোল-ডিজেলের জোগান যতটা, প্রায় ততটাই এদেশের তেল ট্যাংকার থেকে নামানো তেলের জোগান।

তেল ট্যাংকার থেকে পেট্রোল, ডিজেল চুরির অভিযোগ নতুন কিছু নয়। সেই কারণে মাঝেমধ্যেই তেল কোম্পানিগুলো ট্যাংকারের ড্রেনেজ সিস্টেম বদলে ফেলে। তাতেও শেষরক্ষা হয়, এমনটা নয়। সুরক্ষা যত বদলায় ততই নতুন কায়দায় 'তেল কাটা'র ফন্দি আঁটে কারবারিরা। জ্বালানি তেলের কারবারে কান পাতলেই শোনা যায়, এই কাজে সর্ষের মধ্যে থাকা ভূতেরা মূল কাজটা করে। যে ডিপো থেকে তেল লোড হয় সেখানকার কর্মী থেকে শুরু করে পরিবহণ সংস্থার কর্মী, ট্যাংকারচালক, পাম্পের কর্মীদের একাংশ সরাসরি এতে জড়িত। তেলবোঝাই ট্যাংকার কোথায় দাঁড়াবে, কে বা কারা, কীভাবে, কতটা তেল নামাবে সবই আগে থেকে স্থির থাকে।

তেল কাটার এই কারবার চলে ২০ লিটার বা তার গুণিতকে। ট্যাংকারের সাইজ হিসেবে একেক দফায় ২০ থেকে ৩০ হাজার লিটার পেট্রোল বা ডিজেল যাতায়াত করে। একটি ট্যাংকার থেকে এক দফায় গড়ে ২০০ থেকে ৪০০ লিটার তেল নামানো হয়, যা ২০ লিটারের ১০ থেকে ২০টি জারে বোঝাই হয়। গড়ে ৬৫ থেকে ৭০ টাকা লিটার দরে সেই তেল কিনে নেয় কারবারিরা। তেল বিক্রির সেই টাকার বেশিরভাগটাই যায় ট্যাংকারচালক এবং পাম্পের কর্মীদের একাংশের পকেটে। বাকিটা ভাগ হয় ডিপোর কর্মী থেকে লাইনের অন্যান্যদের মধ্যে। সেই ভাগ দেওয়ার মূল কারণ, ডিপোর কর্মীদের সহায়তা ছাড়া তেলের ড্রেনেজ সিস্টেমের সিল ভাঙা সম্ভব না। ট্যাংকার থেকে পেট্রোল-ডিজেল চুরির কাজে পারদর্শী লোকেরা বেশিরভাগই আসে বিহারের বারাউনি থেকে। ট্যাংকারের ড্রেনেজ পাইপের মুখে অ্যালুমিনিয়ামের তার দিয়ে যেমন সিল করা থাকে, তেমনই থাকে সিন্থেটিক লক।

কাটা তেলের কারবার ২

ট্যাংকারের সাইজ হিসেবে একেক দফায় ২০ থেকে ৩০ হাজার লিটার পেট্রোল বা ডিজেল যাতায়াত করে। একটি ট্যাংকার থেকে এক দফায় গড়ে ২০০ থেকে ৪০০ লিটার তেল নামানো হয়, যা ২০ লিটারের ১০ থেকে ২০টি জারে বোঝাই হয়। গড়ে ৬৫ থেকে ৭০ টাকা লিটার দরে সেই তেল কিনে নেয় কারবারিরা।

মালদা টাউন-গোমতী নগর-মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

মালদা টাউন-গোমতী নগর-মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবা মালদা টাউন থেকে ১৩৪৩৫ মালদা টাউন-গোমতী নগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) হিসাবে ২৪.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে এবং গোমতী নগর থেকে ১৩৪৩৬ গোমতী নগর-মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) হিসাবে ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে শুরু হবে। উভয় ট্রেনই নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন ও গঠন অনুযায়ী চলবে :

মালদা টাউন-গোমতী নগর			(১৩৪৩৫) (১৩৪৩৬)	গোমতী নগর-মালদা টাউন		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
বৃহস্পতি	-	১৯.২৫	মালদা টাউন	১৬.৪০	-	শনি
	২১.০৫	২১.০৭	সাহিবগঞ্জ	১৩.৪৬	১৩.৪৮	
	২২.৪০	২২.৫০	ভাগলপুর	১২.৩০	১২.৪০	
শুক্র	০০.১৫	০০.২০	জামালপুর	১১.১৫	১১.২০	
	০২.০৫	০২.১০	কিউল	১০.২৫	১০.৩০	
	০৫.২০	০৫.২৫	গয়া জংশন	০৬.৫০	০৬.৫৫	
	০৯.২৭	০৯.৩২	বারানসী	০১.৪৫	০১.৫০	
	১৫.৪০	-	গোমতী নগর	-	১৮.৪০	শুক্র

এই ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা, বড়হরওয়া, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, শেখপুরা, নওয়াদা, তিলৈয়া, ডেহরী অন সোন, সাসারাম, ভাভুয়া রোড, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন, জৌনপুর, শাহগঞ্জ, অযোধ্যা ধাম জংশন ও অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনেও থামবে। চলাচলের দিনঃ মালদা টাউন থেকে ১৩৪৩৫ঃ ২৪.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার এবং গোমতী নগর থেকে ১৩৪৩৬ঃ ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে প্রতি শুক্রবার। গঠনঃ দিব্যাঙ্গজন কোচ সহ জেনারেল কোচ কাম লাগেজ ভ্যান—০২, স্লিপার শ্রেণী—১২, সাধারণ ২য় শ্রেণী—০৮ = ২২ কোচ।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস
মালদা টাউন ও গোমতী নগর-এর মধ্যে

ভাগলপুর থেকে উদ্বোধনী যাত্রা

মালদা টাউন ও গোমতী নগর (লক্ষ্ণৌ) স্টেশনের মধ্যে একটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের শুভ সূচনা হবে। ভাগলপুর থেকে উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন ০৩৪৩৫ ভাগলপুর-গোমতী নগর উদ্বোধনী স্পেশাল (একমুখী) হিসাবে চলবে, যেটি ভাগলপুর থেকে ১৮.০৭.২০২৫ (শুক্রবার) তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে এবং নিম্নলিখিত সময়সূচী ও স্টপেজ অনুযায়ী চলবেঃ

স্টেশনের নাম	০৩৪৩৫ ভাগলপুর-গোমতী নগর উদ্বোধনী স্পেশাল (একমুখী)	
	পৌঁছাবে	ছাড়বে
ভাগলপুর	-	১১.৪৫
সুলতানগঞ্জ	১২.২০	১২.২৫
জামালপুর	১৩.০৫	১৩.১০
অভয়পুর	১৩.৪০	১৩.৪৫
কিউল	১৪.৩০	১৪.৩৫
শেখপুরা	১৫.১০	১৫.১৫
ওয়ারিসলী গঞ্জ	১৫.৪০	১৫.৪৫
নওয়াদা	১৬.১৫	১৬.২০
তিলৈয়া	১৬.৪৫	১৬.৫০
মানপুর	১৮.০৫	১৮.১০
গয়া জংশন	১৮.৩৫	১৮.৪০
ডেহরী অন সোন	১৯.৫০	১৯.৫৫
সাসারাম	২০.১০	২০.১৫
ভাভুয়া রোড	২০.৫৫	২১.০০
পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন	২২.১০	২২.২০
বারানসী	২৩.৩৫	২৩.৪০
জৌনপুর	০০.৫০	০০.৫৫
শাহগঞ্জ	০১.২৫	০১.৩০
অযোধ্যা ধাম জংশন	০৪.০০	০৪.০৫
অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট	০৪.৩০	০৪.৩৫
গোমতী নগর	০৮.৩০	-

গঠনঃ দিব্যাঙ্গজন কোচ সহ জেনারেল কোচ কাম লাগেজ ভ্যান—০২, স্লিপার শ্রেণী—০৮, সাধারণ ২য় শ্রেণী—১১, প্যান্ট্রি কার—০১ = ২২ কোচ।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মরছে একের পর এক পাখি, অতঃপর...

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৭ জুলাই : চোরাশিকারিদের হাতে মৃত্যু হল অর্ধশতাধিক পরিযায়ী পাখির। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার মারনাই গ্রামে। গ্রামবাসীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই মহিলা সহ ৪ জনের একটি শিকারি দল দুপুরে হানা দেয় মারনাই গ্রামে। তারাই ইগ্রেট প্রজাতির প্রায় ৫০টিরও বেশি পাখি মেরে নিয়ে যাচ্ছিল। তা দেখতে পেয়ে কয়েকজন গ্রামবাসী তাদের বাধা দেন। বাধা পেয়ে মৃত পাখিগুলি ফেলে রেখে তারা পালিয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে তদন্তে যান বন দপ্তরের কর্মীরা। যদিও অভিযুক্ত শিকারিদের কোনও হদিস করতে পারেননি বনকর্মীরা।

প্রতি বছর রায়গঞ্জের সংরক্ষিত কুলিক পাখিরালয়ে যে পরিযায়ী পাখিরা এসে বাসা বাঁধে, সেই প্রজাতিরই বহু পাখি বেশ কয়েক বছর ধরে মারনাই গ্রামে এসেও বিভিন্ন গাছে বাসা বাঁধছে। এর মধ্যে ইগ্রেট প্রজাতির পাখির সংখ্যাই বেশি বলে জানান গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দা অক্ষয় পাল গ্রামে পাখিপ্রেমী বলে পরিচিত। অক্ষয় বলেন, 'আজ দুপুরে ৪-৫ জনের একটি দল এসে গাছে উঠে বাসা থেকে পাখিগুলিকে ধরছিল। ওরা পাখিগুলিকে মেরে গলা কেটে ব্যাগে ভরছিল। আমি খবর পাওয়ামাত্র এসে ওদের বাধা দিই। বন দপ্তরকেও বিষয়টি জানাই। প্রায় ৪০টি পাখি মেরে ওরা নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের বাধায় পাখিগুলো ফেলে রেখে ওই শিকারিরা পালিয়ে যায়।'

ছবি : এআই

> খবর পাওয়ামাত্র আমি নিজে দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে ওই গ্রামে তদন্তে যাই। ৫০টিরও বেশি ইগ্রেট প্রজাতির পাখি মেরেছে চোরাশিকারিরা। আমরা বেশকিছু সূত্র পেয়েছি। শিকারিরা মালদা জেলার বাসিন্দা। তাদের চিহ্নিত করার পর গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **ভূপেন বিশ্বকর্মা**
> *বিভাগীয় বনাধিকারিক, রায়গঞ্জ*

অক্ষয় সহ গ্রামবাসীদের দাবি, ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে পরিযায়ী পাখিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে বন দপ্তরকে। পাশাপাশি এতগুলো পাখি মারল যারা, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

রায়গঞ্জের বিভাগীয় বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা বলেন, 'খবর পাওয়ামাত্র আমি নিজে দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে ওই গ্রামে তদন্তে যাই। ৫০টিরও বেশি ইগ্রেট প্রজাতির পাখি মেরেছে চোরাশিকারিরা। আমরা বেশকিছু সূত্র পেয়েছি। শিকারিরা মালদা জেলার বাসিন্দা। তাদের চিহ্নিত করার পর গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ছাগল খেল কে, চিতাবাঘ নাকি...

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : ভোর হলেই রাস্তার পাশে কখনও পড়ে থাকছে কুকুরের দেহ। কখনও আবার বাড়ির পোষা ছাগলের দেহ পড়ে থাকছে। এলাকায় হানা দিয়েছে চিতাবাঘ। বেঙ্গল সাফারি সংলগ্ন তরিবাড়ির ডাঙ্গি এলাকায় দুপুরের পর থেকেই চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে।

রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে রীতিমতো দরজা-জানলা বন্ধ করে থাকছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সবথেকে উদ্বেগ বেশি তাঁদের, যাঁদের ঘরে স্কুল পড়ুয়া সন্তান রয়েছে। কারণ সেখানকার বহু খুদে পড়ুয়া শালুগাড়া হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। অনেক সময় তাদের স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়। চিতাবাঘের আতঙ্কে তাই বর্তমানে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেও চাইছেন না এলাকার বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীর দাবি মেনে বন দপ্তর চিতাবাঘটি পাকড়াও করতে উদ্যোগী হয়েছে। বৃহস্পতিবারই ওই চিতাবাঘকে ধরার জন্য একটি খাঁচা বসানো হয়েছে। রেঞ্জ অফিসার উত্তরচন্দ্র প্রধান বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত আমরা একটি ছাগল ও একটি কুকুরের দেহ পেয়েছি। এলাকায় অনেক ছোট বাচ্চাও রয়েছে। তাই নিরাপত্তার বিষয়টা মাথায় রেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে খাঁচা বসানো হয়েছে। দ্রুত ওই চিতাবাঘ ধরা পড়বে বলে আমরা আশা রাখছি।’

বন দপ্তরের তরফে বসানো হচ্ছে খাঁচা। তরিবাড়িতে বৃহস্পতিবার।

এই ডাঙ্গি এলাকায় প্রায় একশোটিরও বেশি পরিবার বসবাস করে। এলাকার অনেকেই পশুপালনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা রতন দেওয়ান বলেন, ‘গত তিনদিন ধরেই ভোরবেলায় রাস্তায় বেরোলে দেখা যাচ্ছে কুকুরের দেহ পড়ে থাকছে। বুধবার রাতে এলাকার একজনের বাড়ির থেকে ছাগল টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এদিন সকালে সেই ছাগলের দেহ পাওয়া গিয়েছে।’ তাঁর দাবি, গত সাতদিন ধরে চিতাবাঘের দৌরাত্ম্য বেড়েছে এলাকায়।

কেবল রাতে বা ভোরে নয়, দিনদুপুরেও ওই চিতাবাঘের দেখা মিলেছে বলে এদিন স্থানীয়রা দাবি করেছেন। স্থানীয় আরেক বাসিন্দা সুনীতা সুনওয়ার বলেন, ‘অনেক সময় এলাকার ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। যেভাবে চিতাবাঘের দৌরাত্ম্য বাড়ছে, তাতে করে এখন আমরা ব্যাপক আতঙ্কে আছি। কেউই এলাকার ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছি না।’

টুকরো খবর

অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : লংভিউ চা বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পিএফ) টাকা জমা না করা সহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার পিএফ অফিস অভিযান হল। হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের তরফে শহরে মিছিল করে শিলিগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তারা পিএফ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত দাবি তুলে ধরে। সংগঠনের পক্ষে ছেওয়াং ইয়নজন বলেছেন, ‘পিএফ জমা না করা গুরুতর অপরাধ। সেজন্য দ্রুত বাগানের মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বাগানের শ্রমিকদের পিএফ অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন ভুলত্রুটি দূর করতে পদক্ষেপের দাবিও জানানো হয়েছে।’ একই কথা বলেছেন শংকর পালও।

নষ্ট হল মাদক

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : ৭৪২ কেজি গাঁজা ও ১৬৩৬ বোতল কাফ সিরাপ নষ্ট করল শিলিগুড়ি রেল পুলিশ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ফুলবাড়ির গ্রিন জেন বায়ো প্রাইভেট লিমিটেডে গিয়ে ওই মাদক নষ্ট করা হয়েছে। সমস্ত মাদক বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার করেছিল পুলিশ। একজন ডিএসপি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিকের উপস্থিতিতে ওই মাদক নষ্ট করা হয়।

ট্রাক আটক

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বালিবোঝাই ট্রাক সমেত একজনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর ইনভেস্টিগেশন সেন্টারের পুলিশ। ধৃতের নাম শুকুর শেখ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে একটি বালিবোঝাই ১৬ চাকার ট্রাক আটক করা হয়। চালক বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ের বাসিন্দা।

রক্তদান

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া ব্লক (২) কমিটির তরফে বৃহস্পতিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ঘোষপুকুর পার্টি অফিসে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে দুজন মহিলা সহ মোট ২৫ জন রক্তদান করেছেন। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। এই কর্মসূচিতে তৃণমূলের ব্লক (২) সভাপতি কাজল ঘোষ, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা, টুলটুলি সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হামলাকারীদের গ্রেপ্তারিতে সময়সীমা রসুলের

ইসলামপুর, ও চাকুলিয়া, ১৭ জুলাই : সামনে বিধানসভা ভোট। তার আগে উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে। রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির বিতর্কিত মন্তব্য ও তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সারাফাত হোসেনের উপর হামলার অভিযোগকে ঘিরে এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসের তরফে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চাকুলিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পালটা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘তৃণমূলের কোনও কর্মীর গায়ে হাত তুললে কংগ্রেসের একজন কর্মীকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।’

বৃহস্পতিবার চাকুলিয়া থানার সামনে তৃণমূলের ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় গোলাম রসুলের ওই উত্তপ্ত বক্তব্যে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। গোলাম রব্বানি চাকুলিয়ার বিধায়ক ভিক্টরকে আক্রমণ করে বলেন, ‘৪৪ বছরে ভিক্টর ও তাঁর পূর্বের দল এলাকায় কোনও উন্নয়ন করতে পারেনি।’ যদিও এদিন তিনি বিতর্কিত মন্তব্য এড়িয়ে যান। পালটা ভিক্টর অভিযোগ করেছেন, ‘‘মন্ত্রী গোলাম রব্বানির উসকানিমূলক বক্তব্য এলাকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করছে। গোলাম রসুল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ‘দেখে নেওয়ার’ হুমকি দিয়েছেন। মিথ্যা মামলায় কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তারের চক্রান্ত করছেন।’’

ভিক্টরের বক্তব্য, ‘বিজেপির চক্রান্তে লোকসভা ভোটের সময় কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কিউআর কোডের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য নিয়েছিলাম। তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল নেতাদের যদি সেই হিসেব জানতে ইচ্ছে হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করুক।’

উল্লেখ্য, গত রবিবার গোয়ালপোখরের ধরমপুরে ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় মন্ত্রী গোলাম রব্বানি অভিযোগ করে বলেন, ‘লোকসভা ভোটে ভিক্টর কিউআর কোডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলেছেন এবং সেই টাকা আত্মসাৎ করেছেন।’ মন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘ভিক্টর যদি এলাকায় আসে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিন।’ কংগ্রেসের দাবি, মন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই চাকুলিয়ায় প্রতিবাদ সভা হয় এবং পরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

চলো যাই বহু দূরে... ইসলামপুরের মাটিকুন্ডায় সুদীপ ভৌমিকের তোলা ছবি।

অপরিচ্ছন্ন শৌচাগারে অতিষ্ঠ মানুষ

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : শৌচাগারে যাওয়ার উপায় নেই ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। এত অপরিষ্কার যে গেলে অস্বস্তি হবে। কেউ অসুস্থও হতে পারেন। অথচ বিভিন্ন কাজে প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ যাতায়াত করেন ওই অফিসে। দুর্গন্ধে শৌচালয়টি ব্যবহারের অযোগ্য। পুরুষ-মহিলা, উভয়েরই ভোগান্তি হচ্ছে রোজ।

যদিও বিজেপি পরিচালিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকারের সাফাই, ‘১৫ দিন পরপর শৌচাগার পরিষ্কার করা হয়। কে বা কারা রাতে শৌচালয় নোংরা করে দিয়ে যায়, জানা নেই।’ ওই পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘হোম ফান্ডে কয়েক লক্ষ টাকা রেখে এসেছিলাম। এখনও প্রচুর টাকা আসছে ফান্ডে। টাকাগুলোর কী হচ্ছে? সামান্য শৌচালয় পরিষ্কার করাতে পারছেন না প্রধান! আসলে কাজ করার মানসিকতার অভাব।’

বর্তমান ও প্রাক্তন প্রধানের এই চাপানউতোরের মধ্যে দুর্ভোগ কিন্তু কমছে না সাধারণ মানুষের। শুক্রবার পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েছিলেন তেলিপাড়ার বাসিন্দা সীমা রায়। তিনি বলেন, ‘বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। তার মধ্যে একবার শৌচালয়ে গিয়ে যা দেখতে পাই, তাতে বমি হওয়ার জোগাড়। সারাদিন এত মানুষ এখানে কাজে আসেন। এত মহিলা আসেন। অন্তত এটুকু পরিষেবা সাধারণ মানুষের পাওয়া উচিত।’

পঞ্চায়েত অফিসের পাশে রেজিস্ট্রি অফিসেও আসেন সাধারণ মানুষ। তাঁদেরও ব্যবহারের জন্য এই শৌচালয়ই ভরসা।

রেজিস্ট্রি অফিসে এসেছিলেন পঙ্কজ দাস। তিনি বলেন, ‘অফিসকর্মীদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা। তাই হয়তো মাথা ঘামায় না কর্তৃপক্ষ। আমাদের করের টাকায় সবকিছু চললেও আমাদের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। মহিলারা কোথায় যাবেন?’

চিলাপাতার গড়ে ভোটের অঙ্ক

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : চিলাপাতার জঙ্গলে থাকা হেরিটেজ গড় নিয়ে নতুন করে তৈরি হল বিতর্ক। গড়টি ‘নলরাজার গড়’ হিসেবেই পরিচিত। রাজ্য হেরিটেজের তালিকাতেও গড়টির নাম নথিভুক্ত রয়েছে। তবে গড়টি নলরাজা তৈরি করেছিলেন সেকথা মানতে নারাজ রাজবংশী উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন। তাঁর সাফ কথা, ‘কোনও ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নথি ছাড়াই গড়টিকে নলরাজার তৈরি বলা হচ্ছে।’

তাঁর দাবি গড়টি আসলে তৈরি করেছিলেন কোচবিহার রাজ্যের সেনাপতি চিলা রায়। গড়টির নামকরণ ‘চিলা রায়ের গড়’ হওয়া উচিত বলে দাবি করেছেন বংশীবদন। ইতিমধ্যেই তিনি আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক এবং রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যানকে চিঠি পাঠিয়ে দাবির কথা জানিয়েছেন।

আপাত দৃষ্টিতে গড়ের নামকরণ বিতর্ক নিতান্তই সাধারণ বিষয় মনে হলেও এর সঙ্গে রাজবংশী ভাবাবেগ যুক্ত থাকায় বিষয়টি অন্যমাত্রা পেয়েছে। কোচবিহারের সবক’টি বিধানসভা কেন্দ্র তো বটেই, আলিপুরদুয়ারের একাধিক বিধানসভাতেও রাজবংশী ভোট জয়, পরাজয়ের ক্ষেত্রে বড় ফ্যাক্টর। ক’দিন আগেই মহারাজার মূর্তি বসানো নিয়ে বিতর্কে তোলপাড়

নাম পরিবর্তন চেয়ে চিঠি

হয়েছে কোচবিহার। পরিস্থিতি সামলাতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। গড় নিয়ে ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বংশীবদন। তাদের দাবি মানা না হলে আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন ওই রাজবংশী নেতা। সেটাই ভাবাচ্ছে রাজ্যের শাসকদলকে।

২০২৬-এর বিধানসভার আগে বংশীবদনরা গড় নিয়ে সরব হলে তা রাজবংশী ভাবাবেগ এবং ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন তৃণমূল নেতাদের একাংশই।

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ১৭ জুলাই : বৃহস্পতিবার ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের দাবিতে রামগঞ্জ নাগরিক ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেক ৮ দফা দাবি পেশ করা হয়। ইসলামপুর বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার অফিসে এদিন স্মারকলিপি জমা দেন মঞ্চের প্রতিনিধিরা।

অল্প বৃষ্টিতেই রামগঞ্জ বাজার ও আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মঞ্চের পক্ষ থেকে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান দাবি করা হয়। বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করতে রামগঞ্জেই একটি বিল সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন, মূল রাস্তার ধারে থাকা গ্রিল ব্যবসায়ীদের জন্য থ্রি-ফেজ সংযোগের ব্যবস্থা সহ একাধিক দাবি জানানো হয়।

প্রস্তুতি মিছিল

ইসলামপুর, ১৭ জুলাই : ২১শে জুলাই কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ইসলামপুরে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি ইসলামপুরের তিনপুল মার্কেট কমপ্লেক্স থেকে শুরু হয়ে শহর ঘুরে ইসলামপুর বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। এদিনের মিছিলে সাধারণ নেতা-কর্মীরা উপস্থিত থাকলেও দলের প্রথমসারির নেতাদের দেখা মেলেনি।

পলিক্লিনিক সিল করল স্বাস্থ্য দপ্তর

লাইসেন্স ছাড়াই স্বাস্থ্য ব্যবসা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : কোনওটির লাইসেন্সের আবেদন হয়নি, কোনওটির আবার লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ হয়নি দীর্ঘদিন। শুধু শিলিগুড়ি শহর নয়, শহরতলির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এমনই বেশ কিছু দন্ত চিকিৎসাকেন্দ্র, প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি সহ অন্য চিকিৎসাকেন্দ্রের হদিস পেল স্বাস্থ্য দপ্তর। বৃহস্পতিবার শহরজুড়ে অভিযান চালিয়ে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র সিল করার পাশাপাশি পাঁচটিকে নোটিশ ধরানো হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটিশের উপযুক্ত জবাব না পেলে পরবর্তীতে এই কেন্দ্রগুলি সিল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেছেন, ‘বেআইনিভাবে কোনও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান চলতে দেওয়া হবে না। বেশ কিছু তথ্য এবং অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন অভিযান হয়েছে। আগামীতে ধারাবাহিকভাবে এই অভিযান চলবে।’

উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়িকে ঘিরে প্রচুর বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম যেমন তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে, একইভাবে প্রায় প্রতি মাসেই নতুন নতুন স্বাস্থ্য ক্লিনিক, ডেন্টাল ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার গজিয়ে উঠছে। হাতের নাগালে পেয়ে মানুষ সেগুলিতে গিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন। কিন্তু কোথায় প্রকৃত চিকিৎসক হচ্ছে বা হয়, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা মুশকিল। আর এর ফলে মানুষ ভুয়ো ক্লিনিক, ভুয়ো চিকিৎসকের কাছে গিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন।

দেরিতে হলেও স্বাস্থ্য দপ্তরের ঘুম ভেঙেছে। কয়েকদিন আগে স্বাস্থ্য দপ্তর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল

কড়া পদক্ষেপ

- দার্জিলিংয়ের উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নেতৃত্বে পাকুড়তলা মোড় থেকে অভিযান শুরু হয়
- সেখানে লাইসেন্সহীন ডেন্টাল ক্লিনিকে নোটিশ ধরিয়ে এক মাসের মধ্যে সমস্ত নথিপত্র তৈরির নির্দেশ
- আশ্রমপাড়া হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ডেন্টাল ক্লিনিক, ল্যাবরেটরিতে হানা
- শুশ্রুতনগরের একটি ডেন্টাল কাম নিউরো কেয়ার সেন্টার কোনও নথিপত্র দেখাতে না পারায় সেটি সিল

কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন শুশ্রুতনগরে একাধিক প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছিল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি শহর, মাটিগাড়া, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এলাকায় বিভিন্ন ডেন্টাল ক্লিনিক, প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি এবং পলিক্লিনিকে হানা দেয় স্বাস্থ্য দপ্তর। দার্জিলিংয়ের উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (১) নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শহরের পাকুড়তলা মোড় থেকে এদিনের অভিযান শুরু হয়। সেখানে লাইসেন্সহীন একটি ডেন্টাল ক্লিনিকে গিয়ে নথিপত্র দেখতে চান স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

কিন্তু সেখানকার চিকিৎসক লাইসেন্স সহ অন্য নথিপত্র দেখাতে না পারায় ক্লিনিকে নোটিশ ধরানো হয়। এক মাসের মধ্যে সমস্ত নথিপত্র তৈরি করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপরও কাজ না হলে ক্লিনিক সিল করে দেওয়া হবে। এখান থেকে আশ্রমপাড়া হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ডেন্টাল ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরিতে হানা দেওয়া হয়।

বিকেলে মাটিগাড়া এবং তারপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল সংলগ্ন শুশ্রুতনগরেও একাধিক প্যাথলজিকাল ল্যাব এবং পলিক্লিনিকে অভিযান হয়। শুশ্রুতনগরের একটি ডেন্টাল কাম নিউরো কেয়ার সেন্টার কোনও নথিপত্র দেখাতে না পারায় সেটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এর আগের অভিযানে এই নিউরো কেয়ার সেন্টারকে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে লাইসেন্স সহ সমস্ত নথিপত্র তৈরি করে নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও কাজ না হওয়ায় এদিন সেটি সিল করে দেওয়া হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
এমন করেই যায় যদি দিন।।
দক্ষিণ দিনাজপুরের বরম গ্রামে ছবিটি তুলেছেন মদন চৌধুরী।

বাস নিচ্ছে তৃণমূল, শঙ্কা ভোগান্তির

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : ২১শে জুলাই উপলক্ষ্যে কলকাতায় যাওয়ার জন্য গোটা রাজ্যে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ১১৮টি বাস ভাড়া নিয়েছে তৃণমূল। বাসগুলির জন্য ইতিমধ্যেই তৃণমূলের তরফে আগাম বুকিংও করা হয়েছে বলে এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বাসগুলি টানা দুই-তিনদিন তাদের দখলে থাকবে। এতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সরকারি বাসের অভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কয়েক হাজার মানুষ চরম ভোগান্তির মুখে পড়বেন কয়েকদিন।

বিষয়টি নিয়ে এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় দাবি করেন, ‘মূলত রিজার্ভে থাকা বাস থেকে এই বাসগুলি ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এতে সাধারণ যাত্রীদের চলাচলে কোনও সমস্যা হবে না।’ চেয়ারম্যান এমন দাবি করলেও বাস্তবচিত্র অবশ্য অন্য কথা বলছে। সংস্থার রিজার্ভে যত বাস রয়েছে, তার সবগুলি তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় পাঠানো যাবে না। কারণ, সেক্ষেত্রে রাস্তায় কোনও বাস বিকল হলে সমস্যা হবে। ফলে রাস্তায় চলাচল করা বাসগুলি থেকেই বেশ কিছু বাস তুলে নিতে হবে সভার জন্য।

নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিটায়ার্ড স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত সরকারের কথাতেও একই সুর। তিনি বলেন, ‘বাস তো আর রিজার্ভ থেকে ভাড়া দেওয়া যায় না। রানিং বাস থেকেই দিতে হয়। আর এটা পার্টির প্রোগ্রামে দূরে যাওয়ার জন্য বাস নিচ্ছে। ফলে সেখানে খারাপ বাস দেওয়া যাবে না। সংস্থা তাদের সবচেয়ে ভালো বাসগুলি পাঠাবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এর ফলে যাত্রী পরিবহণে সমস্যা দেখা দেবেই।’

জানা গিয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাস ভাড়া নিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল। তারা মোট ৪২টি বাস ভাড়া নিয়েছে। এছাড়া কোচবিহার জেলা থেকে ১৫টি, উত্তর দিনাজপুর থেকে ২৫টি,

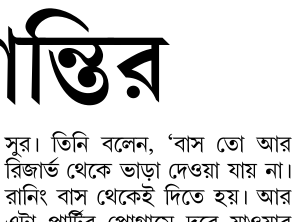
নিগমের কোচবিহার ডিপোয় বাস।

দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে ১০টি, জলপাইগুড়ি জেলা থেকে নয়টি, আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে পাঁচটি ও নদিয়া জেলা থেকে ১২টি বাস নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি সংস্থা হয়েও সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার কথা না ভেবে একটি রাজনৈতিক দলকে এতগুলি বাস ভাড়া দেওয়া হল কীভাবে?

বয়স? সে তো কেবল সংখ্যা মাত্র পারুলের কাছে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুলাই : যে সময় আর পাঁচজন কার্যত শয্যাশায়ী থাকেন, অথবা ওষুধের উপর নির্ভর করে জীবন কাটান, সেই বয়সে প্রতিদিন আধ ঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট সুইমিং পুলের জল তোলপাড় করছেন পারুলরানি রায়। ৯০ ছুঁইছুঁই বয়সেও প্রতিদিন সকালে যোগব্যায়াম ও সাঁতারে নিজেকে ফিট রাখা সম্ভব, সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি। ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপিকা পারুলরানি সদর্পে বলেন, ‘নিয়ম মেনে চললে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অন্তত শারীরিকভাবে কারও উপর নির্ভর করতে হয় না।’

জলপাইগুড়ি শহরের কংগ্রেসপাড়ার বাড়িতে ছেলে-বৌমা-নাতনির সঙ্গে দিব্যি জীবন কাটাচ্ছেন ৮৯ পেরোনো এই ‘তরুণী’। একসময় শহরের প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপিকা ছিলেন। স্বামী চা বাগানের হেড ক্লার্ক থাকায় প্রতিদিন সংসারে সময় দিতে পারতেন না। দুজনে মিলে সংসারের কাজকর্ম সামলালেও নিজের কর্মজীবনের সঙ্গে দুই মেয়ে, এক ছেলেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখানোর মূল দায়িত্ব ছিল তাঁর উপরই। আর তা করার সময়ই পারুল বুঝেছিলেন, নিজেকে ফিট রাখা কতটা জরুরি। তাই শত কাজের মধ্যেও যোগব্যায়াম ছাড়েননি। কারণ সেটাই ছিল তাঁর কাছে নিজেকে সচল রাখার চাবিকাঠি। তবে, একটা জিনিস হয়নি। ছোটবেলার ভালোবাসা সাঁতারটা আর কাটা হয়নি সাংসারিক জীবনের ভার সামলে। পারুল বলেন, ‘বাবার কর্মসূত্রে সিলেটে থাকাকালীন ছোটবেলায় জলকে ভালোবেসে নিজেই সাঁতার কাটা শিখেছিলাম। এরপর এপারে চলে আসায় জীবনের নানা বেড়াজালে তা আর হয়ে উঠত না। কিন্তু যখনই সুযোগ পেতাম জলে নেমে পড়তাম।’

কয়েক মাস আগে স্বামীকে হারিয়ে মানসিকভাবে কিছুটা অস্থির লাগছিল। তখনই পারুল ঠিক করেন, ছোটবেলার ভালোবাসাকে আবার আঁকড়ে ধরবেন। চিরদিন যে মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে চাকরি করেছেন বা সংসার সামলেছেন, সেই জোরেই নাতনির হাত ধরে হাজির হয়েছিলেন বাড়ির কাছে একটা সুইমিং পুলে।

সুইমিং পুলে ৯০ ছুঁইছুঁই পারুলরানি রায়।

> লাঠির উপর ভর দিয়ে প্রথম যেদিন সুইমিং পুলে গিয়েছিলাম অনেকে অবাক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এখন তাঁদের আমি মোটিভেট করছি। এটাই বড় পাওনা। সাঁতার কেটে বুঝতে পারছি ব্যালেন্সটা ফিরছে। পরিবারের সাপোর্ট আমাকে ইচ্ছা জোগায়।
>
> **পারুলরানি রায়**

তারপর? পারুল বলেন, ‘লাঠির উপর ভর দিয়ে প্রথম যেদিন সুইমিং পুলে গিয়েছিলাম অনেকেই অবাক দৃষ্টিতে আমাকে দেখেছিলেন। এখন তাঁদের আমি মোটিভেট করছি। এটাই বড় পাওনা। জলের চাপে পেশিগুলো যে আবার সচল হতে শুরু করেছে, তা বুঝতে পারছি। বাঁদিকের ব্যালেন্স আগে থেকে কম আমার। সাঁতার কেটে বুঝতে পারছি ব্যালেন্সটা ফিরছে। পরিবারের সকলের সাপোর্ট আমাকে ইচ্ছা জোগায়।’

এই বয়সে যখন অনেকেই খাবারের তুলনায় ওষুধ বেশি খান, সেখানে পারুলের প্রতিদিন সামান্য পাওয়ারের প্রেশারের ওষুধ ছাড়া আর কিছু লাগে না। রাস্তায় চলার সময় একবার পড়ে গিয়ে ডান পায়ের লিগামেন্টে চোট লাগায় মাটিতে বসতে কষ্ট হয়। কিন্তু তাতে সাঁতারে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। প্রতিদিন সকালে উঠে যোগব্যায়াম করে সাঁতার কাটতে যান।

যোগাভ্যাসের মাধ্যমে জলের নীচে বেশিক্ষণ থাকার চেষ্টা করেন। তাঁর কথায়, ‘এভাবেও ভালো থাকা যায়। কখনও ভেঙে পড়লে হবে না। মানসিক দৃঢ়তা বাড়াতে হবে। নিজে না চাইলে কেউ জোর করে কিছুই করাতে পারবে না।’

প্লাস্টিকে কঙ্কাল

চুঁচুড়া পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে দাসপাড়ার ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার হল কঙ্কাল। বৃহস্পতিবার সকালে সাফাই কর্মীরা প্লাস্টিকে মোড়ানো এটি দেখতে পান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কলেজে পুলিশ

ক্যাম্পাসের ভিতরে পুলিশ পিকেট চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করল কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ। তবে শিক্ষাঙ্গনের ভিতরে পুলিশ রাখার পক্ষপাতী নয় আদালত।

কড়া নবান্ন

নবান্নের ১৪ তলায় সিভিক ভলান্টিয়ার পৌঁছে যাওয়া নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হল নবান্নে। এবার থেকে নির্দিষ্ট অনুমতি ও পরিচয়পত্র দিয়ে সিভিকদের নবান্নে ঢোকার অনুমতি মিলবে বলে জানা গিয়েছে।

শ্লীলতাহানি

মধ্যরাতে টেলি পর্দার অভিনেত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল কলকাতার রাস্তায়। বাধা দিতে গেলে বচসা বাড়ে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছোলে ওই দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়।

শেষপর্যন্ত দিলীপ ব্রাত্যই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ জুলাই : এবারেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় যাচ্ছেন না দিলীপ। দলকে অস্বস্তিতে না ফেলতেই দিলীপের এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা। সেই সভায় যাওয়ার কথা ছিল বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। কিছুদিন আগে দিলীপ নিজেই সেই কথা জানিয়েছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার থেকেই তাঁর প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাওয়া নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত সভার ২৪ ঘণ্টার আগে দিলীপ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সভায় তিনি যাচ্ছেন না।

২৯ মে আলিপুরদুয়ারের সভায় প্রধানমন্ত্রী '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে দলকে ঘুরে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংগঠনের কর্মীদের উদ্দেশে মোদি বলেছিলেন, এবার সবাইকে কোমর বেঁধে নামতে হবে। রাজ্য সভাপতি হিসেবে অভিষেকের পর সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে দিলীপ ঘোষের থেকে সংবর্ধনা নিয়ে শমীক জানিয়েছিলেন, দিলীপ ঘোষ বিজেপিতে ছিলেন, আছেন, থাকবেন। দিলীপকে নিয়ে শমীকের এই বার্তার পর স্বাভাবিকভাবে

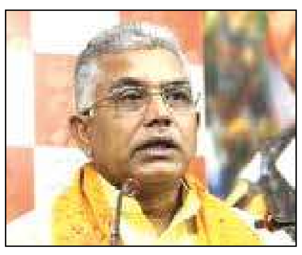

উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল পুরোনো বিজেপি কর্মীদের মধ্যে। শমীক আশ্বস্ত করেছিলেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দলের ঐক্যবদ্ধ চেহারা দেখতে পাবেন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ দিয়ে জেলা সফরে গিয়ে সেখানেও দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের সামনে এনে বিজেপিতে আদি-নব্যের দ্বন্দ্ব ঘোচাতে বার্তা দেন শমীক। কিন্তু আচমকা তাল কাটল। প্রধানমন্ত্রীর সভায় দলের ঐক্যবদ্ধ বিজেপির ছবি তুলে ধরতে এবারেও ব্যর্থ হল বিজেপি।

আচমকা দিলীপের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ নিয়ে সরাসরি কিছু বলতে না চাইলেও দিলীপ বলেছেন, 'পার্টির কেউ কেউ চায় না আমি সেখানে যাই। তাই প্রধানমন্ত্রীর সভায় গিয়ে পার্টির অস্বস্তি বাড়াতে চাই না। দুর্গাপুরের কার্যকর্তারা চেয়েছিলেন বলে যাব বলেছিলাম। কিন্তু আমার জন্য দল অস্বস্তিতে পড়ুক এটাও চাই না।'

প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত দিলীপের কাছে দলের কোনও আমন্ত্রণ পৌঁছোয়নি। কেন দিলীপকে আমন্ত্রণ জানানো গেল না, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা। তবে সূত্রের খবর, রাজ্য বিজেপিরই এক প্রভাবশালী নেতার আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত দিলীপের কাছে আমন্ত্রণ পাঠায়নি দল।

প্রধানমন্ত্রীর সভায় দিলীপের উপস্থিতি নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তাতে সবচেয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন রাজ্য সভাপতি নিজেই। এদিন দুর্গাপুরে এক প্রশ্নের জবাবে শমীক বলেন, 'বিজেপির মঞ্চে কারা থাকবে সেটা বিজেপিই ঠিক করবে। গঠনতন্ত্র মেনে দলের নিয়মানুযায়ী যাঁদের থাকার কথা, তাঁদের মঞ্চে দেখতে পাবেন।'

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর সভার সময় মেদিনীপুরে দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকবেন তিনি বলে জানিয়েছেন নিজেই।

আজ শিল্প-বার্তা মোদির

দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভার বেশ কিছু শিলান্যাসও

দুর্গাপুর ও কলকাতা, ১৭ জুলাই : '২৬-এর বিধানসভার আগে রাজ্যের শিল্পায়নে বার্তা দিতে দুর্গাপুরে ৫ হাজার কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে পথ দেখাবে দুর্গাপুর। '২৬-এর পরিবর্তনের পরেই পুরোনো দুর্গাপুরের প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করছে বিজেপি।'

শুক্রবার দুপুরে বিহারের দ্বারভাঙা বিমানবন্দর থেকে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে অন্ডালে পৌঁছে, সড়ক পথে দুর্গাপুরের গান্ধি মোড়ে পৌঁছোবেন প্রধানমন্ত্রী। গান্ধি মোড় থেকে নেহরু স্টেডিয়াম পর্যন্ত শেষ ৩ কিলোমিটার হুডখোলা জিপে চেপে স্টেডিয়ামে পৌঁছোবেন তিনি। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে কাটআউট ও দলীয় পতাকায় মুড়ে ফেলা হয়েছে রাস্তার দু'পাশ। তাঁর যাত্রাপথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা

সভাস্থলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে। -রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

দলের মহিলা কর্মী সমর্থকরা ফুল ছুঁড়ে মোদিকে অভ্যর্থনা জানাবেন।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প, ডিভিসি রঘুনাথপুর ও মেজিয়া কারখানা সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গেলের আসানসোল-কলকাতা গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গের ঘরে ঘরে গ্যাস সরবরাহ, জাতীয় সড়কে বেশ কিছু আন্ডারপাস, ওভারব্রিজ, ডিএসপির আধুনিকীকরণের সূচনা করবেন মোদি। বিকাল ৩টে নাগাদ দলীয় মঞ্চ থেকে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সভা থেকেই রাজ্যের শিল্পায়নে কেন্দ্রের সহযোগিতার বার্তা দেবেন মোদি।

মোদির সফরের আগে রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে দুর্গাপুরকে ঘিরে রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে স্বপ্ন দেখানো হলেও বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। বাজপেয়ি সরকারের আমলে বিলগ্নিকরণ মন্ত্রক তৈরি হওয়ার পরেই দুর্গাপুর সহ দেশের একাধিক সরকারি কারখানায় বিলগ্নিকরণের হিড়িক পড়ে যায়।

তার শিকার হয়েছিল দুর্গাপুরের বাণিজ্যসফল এমএমসি, দুর্গাপুর ফার্টিলাইজারের মতো সংস্থা। ২০১৯-এ বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া জয়ী হওয়ার পর দুর্গাপুর স্টিল সহ এইসব বন্ধ কারখানা খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই হয়নি। গত ২০২৪-এর ভোটে এই কেন্দ্রে দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। জনসংযোগে বেরিয়ে সেই ক্ষোভের আঁচ পেয়েছিলেন দিলীপ। তাই শুক্রবার মোদির হাতে কয়েক হাজার কোটির ভিত্তিপ্রস্তর শিলান্যাসে ভোটরাজনীতি দেখছে দুর্গাপুরের মানুষ। যদিও শমীকের দাবি, এটা মমতার শিলন্যাস নয়। মোদির শিলান্যাস।

উচ্চমাধ্যমিকে শৌচালয়ে নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ১৭ জুলাই : চলতি বছরে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা থেকেই শুরু হচ্ছে নিয়মবিধির পরিবর্তন। পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার। চলবে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে, অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে অনলাইনে। স্কুল থেকে হার্ড কপি সংগ্রহ করতে হবে না। পরীক্ষা চলাকালীন ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট কেউ শৌচালয়ে যেতে পারবেন না। পরীক্ষায় নকল রুখতে আসনবিন্যাস এমনভাবে হবে, যাতে কেউ কারও খাতা দেখতে না পান। 'এস' আকৃতির এই আসনবিন্যাসে প্রতিটি পরীক্ষার্থী একে অপরের থেকে কেবল ভিন্ন সারিতে নয়, বরং কোণাকুণি ও বাঁকা অবস্থানে বসবেন। সিমেস্টার হবে ওএমআরে।

শিক্ষকের ঘাটতি থাকলে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের স্থায়ী শিক্ষকরা ইনভিজিলেটর হিসেবে কাজ করতে পারবেন। পরীক্ষার্থীরা ভুলবশত প্রথম দিন অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গেলে, তাঁর পরীক্ষা বাতিল হবে না। দ্বিতীয় দিন অবশ্যই তাঁকে কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। বন্যাদুর্গত এলাকার কথা মাথায় রেখে শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'ঘোর বর্ষায় পরীক্ষা হওয়ায় বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে বিধিতে।' সংসদের নির্দেশমতো প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্র ও প্রশ্নপত্র রাখার জায়গা এমন এলাকায় করতে হবে যেখানে বন্যার কোনও সম্ভাবনা নেই। কোনও পরীক্ষার্থী শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে বা কোনও সংক্রমণ থাকলে তাঁকে আলাদাভাবে বসাতে হবে। প্রতিদিন পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে। শেষ হবে বেলা ১১টা বেজে ১৫ মিনিটে।

জীবনযুদ্ধ... *বৃহস্পতিবার কলকাতা ময়দানে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

'আর কতদিন সহ্য করবে মানুষ'

একুশে জুলাই সংক্রান্ত মামলায় প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ১৭ জুলাই : ২১ জুলাইয়ের সভা নিয়ে কড়া পর্যবেক্ষণ রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ও যানজট তৈরি হয়। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে আইনজীবীদের একটি সংগঠন। তাতেই অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছি এই সভা নিয়ে কিছু শর্ত আরোপ করব। তবে শেষ মুহূর্তে এসে এখনই কোনওরকম হস্তক্ষেপ করতে চাইছি না।' আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, 'ভিক্টোরিয়া হাউসের বদলে শহিদমিনার, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড, সল্টলেক স্টেডিয়ামের মতো জায়গা বেছে নেওয়া যেতে পারে। এই নিয়ে জানাক রাজ্য।' শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

রাজ্য ও পুলিশের তরফে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, 'এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা। রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট। শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে ৩০ বছর ধরে এই কর্মসূচি হচ্ছে। এই সংগঠনের সঙ্গে যে রাজনৈতিক দল যুক্ত, তারাই এই ঘটনার জন্য দায়ী।' রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তও একই যুক্তি রাখেন। তাঁর দাবি, কলকাতায় যানজট নতুন বিষয় নয়।

রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতেও এই পরিস্থিতি তৈরি হয়, কিন্তু পুলিশ তা নিয়ন্ত্রণ করে। জনস্বার্থ সংক্রান্ত বেঞ্চে মামলা দায়ের করুক আবেদনকারীরা। আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী শামীম আহমেদ জানান, পুলিশ ইতিমধ্যেই কোন কোন এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে, সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এর আগে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে কর্মসূচিতে রাজ্য আপত্তি জানিয়েছিল। তবে বিচারপতি এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেন, প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই কোনও না কোনও ঘটনাকে ঘিরে আবেগ রয়েছে। রাস্তার এক তৃতীয়াংশ রাজনৈতিক দলগুলো দখল করে নিয়েছে। কতদিন সহ্য করবে মানুষ? সকাল ১১টার পর এই সংক্রান্ত কর্মসূচি করা হোক। রাজ্যের তরফে পালটা যুক্তি দেখানো হলে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'কাজের দিনে এই ধরনের কর্মসূচি হলে অসুবিধা তৈরি হয়। ছুটি ঘোষণা করে দিন।' ভবিষ্যতে কোথায় সভা হতে পারে, তা নিয়ে দীর্ঘ শুনানি প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছে আদালত। পুলিশকে এই নিয়ে আদালতে জানাতেও বলা হয়েছে।

প্যাঁচপ্যাঁচে গরম, আইসক্রিম, আর তুমি...

তুমি গোলাপের মতোই সুন্দর... *কলকাতা ময়দানে বৃহস্পতিবার রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।*

ছাত্র সংসদ ভোটের বিজ্ঞপ্তি দিন আগে

রাজ্যের উদ্দেশে কড়া বার্তা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৭ জুলাই : রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে কী ভাবছে রাজ্য? কবে জারি করা হবে বিজ্ঞপ্তি? দু-সপ্তাহের মধ্যে অবস্থান জানানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'রাজ্যের কাজ বিজ্ঞপ্তি জারি করা। সেটা করুক। বাকি আদালত বুঝে নেবে।' দীর্ঘদিন ছাত্র সংসদের নির্বাচন না হওয়ার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। এদিন এই মামলাতেই ডিভিশন বেঞ্চ নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। সম্প্রতি কসবার ল কলেজের ঘটনায় পরিচালন সমিতির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিমুক্ত হোক। পরিচালন সমিতি অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান। তাতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করে না আদালত। তার পরিবর্তে শিক্ষাবিদদের রাখা হোক। পড়ুয়ারা কিছু শিখতে পারবে। পরিচালন কমিটি নিশ্চিত করবে যাতে শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়।' মামলাকারী আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আদি অনন্তকাল ধরে নির্বাচন ফেলে রাখা যায় না। আদালত বলেছে, কোথাও অসুবিধা থাকলে আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করুন। তারপর আদালত বুঝবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য না থাকার কারণে ছাত্র সংসদের নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে আদালতে

পর্যবেক্ষণ

- নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি কবে
- দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে অবস্থান
- কোথাও অসুবিধা থাকলে বুঝে নেবে আদালত
- উপাচার্য থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কেন নির্বাচন নয়

জানায় রাজ্য। ডিভিশন বেঞ্চ এই প্রেক্ষিতে মন্তব্য করে, 'অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তো উপাচার্য রয়েছে, সেখানে কেন নির্বাচন হয়নি?' রাজ্যের তরফে যুক্তি, 'কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে স্থায়ী কমিটির সুপারিশের প্রক্রিয়া চলছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অস্থায়ী উপাচার্যদের নীতি নির্ধারণ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নেই। তাই যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য রয়েছে, সেখানে ভোট করানো যাবে না।' আদালত বলে, 'আপনার কাজ কী ভোট করানো।' এই যুক্তিতে রাজ্যের সম্মতি জানিয়ে বলে, 'রাজ্যের কাজ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা।' তারপরই আদালত জানায়, 'তাহলে রাজ্য সেটাই করুক, বাকিটা আদালত বুঝে নেবে।' রাজ্যের তরফে স্পষ্ট করা হয়, নির্বাচন নিয়ে তাদের কোনও আপত্তি নেই।

কিন্তু ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ২০১৭ সালের বিধিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, 'ওই রুলে কি কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে?' রাজ্য জানায়, 'তা নেই, কিন্তু সুপ্রিম নির্দেশ অনুযায়ী লিংদো কমিটির রিপোর্ট তাতে অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে। ফলে ওই রুল সংশোধিত হবে।' ডিভিশন বেঞ্চের যুক্তি, ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে পদক্ষেপ করুন। ২০১৭ সালের বিধি সংশোধনের কাজ কম সময়ের মধ্যে কার্যকর করুন। যত শীঘ্রই সম্ভব নির্বাচন করুন। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলা হয়।

ক্ষমা চাইলেন বিনীত গোয়েল

কলকাতা, ১৭ জুলাই : আরজি করের নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় ক্ষমা চাইলেন কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তাঁর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাইকোর্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি দিয়েছেন।

আর তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, 'তিনি যেহেতু চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়েছেন তাই মামলাটি এখানেই নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। বিষয়টি নিয়ে জটিলতা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠাল কেন্দ্র

কলকাতা, ১৭ জুলাই : রাজ্যের বেহাল দশা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। দু'সপ্তাহের মধ্যে রাস্তা সারাইয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। তারাতলা এলাকায় রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় বৃহস্পতিবার বিচারপতি সেন মন্তব্য করেন, 'জেলার রাস্তাগুলির হাল খুব খারাপ। রোগী নিয়ে যাওয়া যায় না। রাজ্য অনেক কিছুতে টাকা খরচ করছে। সঠিক জায়গায় খরচ করুন। জেলা পরিষদগুলির কাছে বার্তা পৌঁছে দিন।' এদিনই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সমস্ত রাজ্যগুলির ফুটপাথ নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে।

এদিন ফুটপাথ নীতি নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের দপ্তরেও পৌঁছে গিয়েছে কেন্দ্রের নির্দেশিকা। কেন্দ্রের পাঠানো চিঠিতে ফুটপাথ নীতি থাকলে তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে। বর্তমানে কতগুলি ফুটওভার ব্রিজ ও কতগুলি সাবওয়ে রয়েছে সেই পরিসংখ্যানও জানতে চাওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের চিঠি গেল রাজ্যগুলিতে।

৫ লক্ষ জমায়েতের লক্ষ্য নবান্নে

কলকাতা, ১৭ জুলাই : ৯ অগাস্ট অভয়ার বাবা-মার ডাকে নবান্ন অভিযানে ৫ লাখ মানুষের জমায়েত চান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতি বৈঠকে একথা জানিয়েছেন তিনি। নবান্ন অভিযান সফল করতে অভয়ার বাবা-মার লক্ষাধিক আবেদনপত্র আগামী ১০ দিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় বিলি করবে ছাত্র সমাজ।

গত বছর অরাজনৈতিক ছাত্র সমাজের মঞ্চ থেকে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু। এবারও সেই ছাত্র সমাজের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে ফের নবান্ন অভিযানে যেতে চান তিনি। ইতিমধ্যেই আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে ওই দিন নবান্ন অভিযানের মিছিলে তাঁদের শামিল করার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন তিনি। এদিন প্রস্তুতি বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, 'এবারের অভিযানও কোনও রাজনৈতিক দল বা রাজনীতির পতাকা নিয়ে হবে না। এটা কোনও ব্যক্তির রাজনীতি নয়। কোনও দলের রাজনীতি নয়। ধর্মের রাজনীতি নয়। এটা বাংলা বাঁচানোর রাজনীতি।'

আরজি করের নির্যাতিতা এখনও বিচার পাননি। সিবিআই তদন্তেও তার কোনও সুরাহা মেলেনি। তার ফলে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপিও। সেই কারণে এদিনের সভা থেকে সিবিআই প্রসঙ্গে কার্যত টুঁ শব্দটি করেননি শুভেন্দু।

চাকরির আবেদন শুরু

কলকাতা, ১৭ জুলাই : ৩০ মে এসএসসির জারি করা নতুন বিজ্ঞপ্তির একাংশে মান্যতা দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে নতুন নিয়োগ বিধি মেনেই চলবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। শুধু বসতে পারবেন না দাগি চিহ্নিতরা। আদালতের এই নির্দেশ সামনে আসতেই ফর্মফিলাপ করা শুরু করলেন চাকরিহারা আন্দোলনরত শিক্ষক, শিক্ষিকাদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা যদি পরীক্ষায় না বসেন তা ভুল পদক্ষেপ হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। তাঁদের যুক্তি, এই রায়ের ফলে তাঁরা হতাশ। তাই আবেদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।

নিউটাউনে ইকো আরবান ভিলেজ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৭ জুলাই : উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে মোট পাঁচটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রাবণী মেলার কথা মাথায় রেখে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি থেকে জল্পেশ মন্দির যাওয়ার পথে নদীর ওপর নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন করলেন। শিবচতুর্দশী দ্বার পর্যন্ত যাওয়ার জন্যেও তৈরি হয়েছে সেতু। উভয় দিকের রাস্তার উদ্বোধন করে বৃহস্পতিবার নিউটাউনের সরকারি সভায় মমতা জানান, গজলডোবার পর এবার নিউটাউনে তৈরি হবে 'ইকো আরবান ভিলেজ'। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার দিকে আঙুল তুলে এদিন ওড়িয়া ভাষার আদলে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'খাউন্তি, করুন্তি, যাউন্তি। কিন্তু ঝগড়া না করুন্তি। আমাদের লোকের ওপর অত্যাচার না করুন্তি।' ফের বাঙালি হেনস্তার প্রসঙ্গ তুলে মমতার অভিযোগ, 'কেউ বাংলায় কথা বললেই তাঁকে ডিপোর্ট করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। ওরা জানে না, বাংলাভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা সারা এশিয়ায় দ্বিতীয়। সারা পৃথিবীতে পঞ্চম।'

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য এদিন 'নিজন্ন' ও 'সুজন্ন' আবাসন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজন্ন প্রকল্পে নিউটাউনে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি (ইডব্লিইউএস)-এর জন্য ১৫ তলা ও সুজন্ন প্রকল্পে নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য ১৬ তলার আবাসনের উদ্বোধন করা হয়। ৭ একর এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে আবাসনগুলি। 'নিজন্ন' প্রকল্পে রয়েছে ৩০০ বর্গফুটের ৪৯০টি এক কামরার ফ্ল্যাট। আর 'সুজন্ন' প্রকল্পে ৬২০ বর্গফুটের দুই কামরার ৭২০টি ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা রয়েছে। সম্পূর্ণ প্রকল্পের জন্য খরচ হয়েছে ২৯০ কোটি টাকা। ভরতুকি

'নিজন্ন' ও 'সুজন্ন' প্রকল্পের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার। -রাজীব মণ্ডল।

দিয়ে বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে বাংলার মানুষ এই আবাসনে থাকতে পারবেন। এছাড়া নিউটাউনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার ও 'রূপান্ন'র পাশে 'সুসম্পন্ন' নামে একটি নবনির্মিত বহুতল পার্কিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিউটাউন, রাজারহাট সহ সংলগ্ন এলাকার মানুষ ও পর্যটক এই আটতলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক পার্কিং কমপ্লেক্সে ১৫১২টি গাড়ি রাখার সুযোগ পাবেন।

নিউটাউনে দ্বিতলবিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়া ও ২০০ আসন বিশিষ্ট 'তরণ্য' নামক মুক্তমঞ্চের উদ্বোধনও করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তৈরি করা হয়েছে শিশুদের জন্য বিনোদন পার্কও। প্রকল্পগুলিতে খরচ হয়েছে প্রায় ৪৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

এদিন কেন্দ্রকে নিশানা করতে ছাড়েননি তৃণমূল সুপ্রিমো। 'চা সুন্দরী' প্রকল্পে জমি ও বাড়ির টাকা দিয়ে প্রায় ২৪ হাজার পরিবারকে সাহায্য করার পাশাপাশি অন্ডাল, জামুড়িয়া, বারাবনী এলাকায় ২৯ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

মমতার তোপ, 'এখানে রোহিঙ্গা কোথা থেকে এল? ওরা তো মায়ানমারের। ওরা বাংলা জানল কী করে? যাঁরা বলছেন তাঁরা এটা বুঝবেন না? মিথ্যাচার করবেন না।' 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে মমতার কেন্দ্রকে প্রশ্ন, '১৭ লক্ষ লোকের নাম ভোটারতালিকা থেকে কেন বাদ দিতে বলবে? কে তুমি হরিদাস?' ডিসেম্বর ও মে মাসে এই প্রকল্পের দুটি কিস্তি দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬১ সংখ্যা, শুক্রবার, ১ শ্রাবণ ১৪৩২

মৃত্যুপুরী গাজা

গণহত্যা/ বিরাম নেই গাজায়। পাড়ায়-রাস্তাঘাটে দাদাগিরি দেখে অভ্যস্ত আমরা। এখন বৈশ্বিক দাদাগিরির যুগ। মহাশক্তিধর রাষ্ট্রনেতাদের মস্তানি চলছে দুর্বলদের ওপর। আমরা সভ্যসমাজের বড়াই করি। সভ্যসমাজই যদি হবে, তাহলে কি ত্রাণকেন্দ্রের সামনে ক্ষুধার্তদের ভিড়ে ক্ষেপণাস্ত্র হানা হয়! যে হামলায় মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয় ক্ষুধায় কাতরদের পুরো লাইন। গাজায় এখন চলছে এই দাদাগিরি।

স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে হিটলার-মুসোলিনিদের নাম ইতিহাসে পাকাপাকি স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কম কীসে? সাম্প্রতিক অতীতে ক্যালেন্ডারের পাতায় এমন একটা দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেদিন গাজায় হামলা বন্ধ ছিল।

গত ৮ জুন সকালে ইজরায়েলি হামলার গা শিউরে ওঠা বর্ণনা রয়েছে প্যালেস্তিনীয় চিকিৎসক হাজেম মালোর লেখায়। যিনি লিখেছেন, 'চতুর্দিকে ক্ষেপণাস্ত্র হানা, বিস্ফোরণের শব্দ। কী যে হচ্ছে, জানি না। আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। আতঙ্কিত মানুষ ছোটাছুটি করছেন। অজস্র অ্যাম্বুল্যান্সের সাইরেন বাজছে একটানা। মনে হচ্ছে, আজই বোধহয় পৃথিবীর শেষ দিন। ছেলে বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে বলল, বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন মানুষের দেহাংশ পড়ে রয়েছে রাস্তায়। বেশিরভাগই মহিলা, শিশুর।'

সেদিন ইজরায়েলি হানায় নিহত হয়েছিলেন অন্তত ২৭০ জন, আহতের সংখ্যা সাতশোর বেশি। ওই সপ্তাহে মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক, ৮০০। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট, ৯ জুলাই পর্যন্ত যুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০,২০০। এঁদের মধ্যে ইজরায়েলি ১,৯৮৩ ও প্যালেস্তিনীয় ৫৮,২১৭ জন।

২০২৩-এর ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিদের ইজরায়েল আক্রমণ দিয়ে নতুন করে যে সংঘাতের সূচনা, সেই আগুন আজও জ্বলছে। মাঝেমধ্যে খবর হয়, ট্রাম্প পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে মরিয়া। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধ তিনি থামাবেনই। অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, ভারত-পাক এবং ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ তাঁর মধ্যস্থতায় বন্ধ হয়েছে বলে ট্রাম্পের দাবি।

সেজন্যই ২০২৬-এর নোবেল শান্তি পুরস্কারের অন্যতম দাবিদার তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের চেয়ারে দ্বিতীয়বার বসার সময় থেকে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতির গাজর ঝোলানো আছে। ২০২৫-এর জানুয়ারিতে ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর মাসখানেকের জন্য সাময়িক যুদ্ধবিরতি হয়েছিল একবার। তারপর আর চেষ্টা দেখা যায়নি। কখনও হামাসের ওপর কঠিন শর্ত চাপানো হয়েছে, কখনও অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটেছে চেষ্টার।

মাঝে একবার ট্রাম্প ঘোষণা করলেন, গাজাকে গড়ে তুলতেই তিনি গাজা দখল করবেন। সেই নিয়েও আর উচ্চবাচ্য নেই। প্রাণের বন্ধু নেতানিয়াহুর বিরোধিতা ট্রাম্প বরদাস্ত করবেন না। নেতানিয়াহু-বিরোধী মনোভাবের জন্য হার্ভার্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদানও তিনি বন্ধ করেছেন।

দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে কথা চালাচালি হয় প্রায়শই। কখনও খবর হয়, যুদ্ধবিরতি শীঘ্রই। কিন্তু পরদিনই দেখা যায়, গাজার কোনও হাসপাতাল বা ক্যাফে ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গাজায় প্রতিদিন নিহত হচ্ছেন শত শত মানুষ। প্যালেস্তিনীয়দের জীবনের এতটুকুও দাম নেই। নেতানিয়াহু যে তাঁদের অস্তিত্বই মুছে ফেলতে চাইছেন।

আহতদের চিকিৎসার উপায় নেই। বহু হাসপাতাল ধ্বংসস্তূপ। যে কয়েকটা টিকে আছে, সেগুলোয় চিকিৎসার সরঞ্জাম নেই। অপারেশন থিয়েটারে মৃত্যু হচ্ছে অনেকের। পুনর্বাসনের নামে ইজরায়েল খালি করে দিচ্ছে পুরো গাজাকে। ইজরায়েলি হামলায় নিশ্চিহ্ন সব বেকারি, মিল, খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁ। অনাহারে দিন কাটছে প্যালেস্তিনীয়দের।

করুণ অবস্থা শিশু-মহিলাদের। বেবিফুড নেই, দুধ নেই। একমাত্র ভরসা ত্রাণকেন্দ্র। সেই ত্রাণের লাইনে দাঁড়িয়ে পানীয় জল আনতে গিয়েও খুন হচ্ছেন মানুষ। স্বাধীনতার পর বহু দশক ভারত ছিল ইয়াসের আরাফতের পাশে। আজ ভারত রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলি হানা-বিরোধী প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটিতে বিরত থাকছে। ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে ভারতীয় যন্ত্রাংশ। নির্বিকার শক্তিধর বিভিন্ন রাষ্ট্র। নীরব দর্শকের ভূমিকায় রাষ্ট্রসংঘ।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

ছন্দের মাদকতা উত্তরের লোকসংগীতে

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া বা কুষান, বিষহরা বা পালাটিয়া গানের অন্দরে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সুর। খুঁজে পেলে জীবনে প্রশান্তি।

দীপায়ন ভট্টাচার্য

পৃথিবীর প্রাচীন সময়ে মানুষের মুখে হয়তো ধ্বনি জেগেছিল, বাক্য আসেনি। আস্তে আস্তে তার মন থেকে উপচে পড়ছিল জিজ্ঞাসা- এটা কী, ওটা কেন, কী করে এল এগুলো? এই রকম কোনও সময়ে তার মন ধেয়ে গেল নিজের হৃৎস্পন্দনের দিকে- লাব-ডুব... লাব-ডুব... লাব-ডুব। এমন করেই হয়তো তার ছন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এভাবে মনোযোগ সরে গেল প্রকৃতির দিতে। সে শুনল বৃষ্টিধারার মধ্যেও ছন্দ আছে। অবিরত, অথচ ছন্দ-স্পন্দিত। পাখির ডাকেও ছন্দ পাওয়া গেল।

সভ্যতার পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষ ছন্দের নতুন নতুন রূপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গিয়েছে। মানুষ কণ্ঠস্বরকে প্রকৃতির অনুসরণে সুরেলা করে নিল। মানে বৃষ্টির মতো, মেঘের ডাকের মতো, পাখির কাকলির মতো। সুর জাগানোর রেওয়াজ হল। তখন সে দেখল কণ্ঠের সঙ্গে যদি বুকের 'লাব-ডুব' মেলানো যায়, তাহলে সময়কে আনন্দে ঢেলে দেওয়ার আরেকটি প্রকরণ মেলে। সেই শুরু হল ছন্দের অপরাজেয় যাত্রা। ধ্বনিকে তো নাদ-ও বলা হয়।

ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র অনুযায়ী সংগীতোপযোগী মধুর স্বর, যা স্থির এবং নিয়মিত আন্দোলন থেকে সৃজিত, তাকেই বলে ধ্বনি বা নাদ। সেই নাদ প্রকৃতির মধ্যে আছে। দুটি বস্তুর সংঘাত বা সংঘর্ষ থেকে উৎপন্ন ধ্বনিকে বলা হয় আহত নাদ। আবার কোনও বস্তুর সঙ্গে সংঘাত ছাড়াই উৎপন্ন ধ্বনিকে বলে অনাহত নাদ। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অনাহত নাদ রয়েছে। এই নাদ ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যায় না। অনাহত নাদের বাহ্যিক প্রকাশ নেই বলেই তা সৃষ্টির অর্থাৎ সংগীতের উপযোগী নয়।

ধ্বনির তরঙ্গ ক্রমশ দ্রুত অথবা মন্থর হতে হতে একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে আর তা শ্রুতিগোচর থাকে না। বৈজ্ঞানিক বিচারে আমাদের শ্রবণ পরিধির বাইরেও ধ্বনি বা নাদের অস্তিত্ব স্বীকৃত। মানুষ অতশত বুঝুক বা না বুঝুক, প্রকৃতির মধ্যে সুর ছিল, তালও ছিল। মানুষ তার রহস্য ভেদ করে স্বাদ নিতে নিতে এগোচ্ছে একটু একটু করে।

থাক সংগীতের তত্ত্বকথা। বরং আমরা আসি সুর ও ছন্দের সাধারণ আলোচনায়। সংগীতের মধ্যে যে হিপনোসিস বা সংবেশন আছে, তা মানুষকে গানের আলিঙ্গনে টেনে নেয়। এক সময় শ্রমকে সহনশীল করে নেওয়ার জন্য মানুষ সুরকে আপন করে নিয়েছিল। শ্রমসংগীতই ছিল পৃথিবীর আদিম সংগীত। জাদুমূলক নানা কৃত্যালিতেও সংগীতের অনুপ্রবেশ ঘটে গিয়ে তা হল আরও বৈচিত্র্যময়।

তারপর আস্তে আস্তে হাতে এল সুর ও ছন্দের নানা উপকরণ। বাঁশ বা ভুক্তাবিশিষ্ট হাড় থেকে আবিষ্কার হল বাঁশি গোছের বাজনা। শাস্ত্রমতে যার নাম শুষির বাদ্য। কেন শুষির? কেননা, বাতাস শোষণ করে কিংবা ফুঁ দিয়েই তা বাজাতে হয়। এই বিচারে সানাই, শঙ্খ, বিউগল, মাউথঅর্গ্যান, ট্রাম্পেট সহ এখানকার লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বাঁশি, মুখা বাঁশি সবই শুষির বাদ্য।

আদিম যুগে মৃত পশুর শুকিয়ে যাওয়া শিরা-উপশিরা বা গাছগাছালির লতাগুল্মের তন্তুতে আঙুলে ধ্বনি তুলে খুঁজে পাওয়া গেল তন্ত্রী বাদ্য বা তত বাদ্য। ঐতিহ্যময় বীণা, সেতার, সরোদ, এসরাজ বা পশ্চিমী হার্প, বেহালা কিংবা আরও আধুনিককালের গিটার তো বটেই, দেশি একতারা, দোতারা, খমক, ব্যানা সবই ওই তত বাদ্য।

তত বাদ্য যখন পাওয়া গেল, তখন বিতত বাদ্য কি মানুষ পায়নি? হ্যাঁ, পশুর চামড়াকে মাটি বা কাঠের খোলের মধ্যে মজবুতভাবে আটকে মানুষ ছন্দিত ধ্বনি তুলতে পেরেছে। সেগুলোর শাস্ত্রীয় নাম হয়েছে অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বাদ্য। যেমন ঢাক, ঢোল, নাকাড়া, পাখোয়াজ, তবলা, খোল, ডমরু, ডাফলি, বঙ্গো, কঙ্গো, জ্যাজসেট প্রভৃতি। আবার পাথরে-পাথরে বা কাঠে-কাঠে, মানে নিরেট বস্তুতে ঠোকাঠুকির অভ্যাস থেকে মানুষ ঘন বাদ্য খুঁজে পেল। ঘণ্টা, করতাল, ঝাঁঝর, খঞ্জনি, ঘুঙুর, মন্দিরা, জিপসি, ইউরোপীয় উডবক্স, জাইলোফোন ইত্যাদি সব ঘন বাদ্য।

যখন সুর উঠেছে, তাল জেগেছে, তখন ওই দুটোকে মিলিয়ে-মিশিয়ে সংগীত সৃষ্টিতে বাধা রইল কোথায়? মানুষ এবার উপলক্ষ্য খুঁজতে নেমে পড়ল, গান গাওয়া যায় কোথায়? অচিরে বুঝেও গেল যে, সে সুযোগের অভাব নেই। নির্জনে, সমাবেশে, আনন্দে, দুঃখে, রণযাত্রায়, মরণযাত্রায়, মেহফিলে, ভক্তিতে, প্রিয়ার প্রতি ভালোবাসায়- সবখানে গান চলে। উৎসব তো ভরেই থাকে গানে গানে।

আমাদের গোটা অঞ্চলজুড়ে এখন এসে পড়েছে পুষুণা উৎসবের মরশুম। যেখানে মানুষ মিলন সমুদ্রে ছন্দের লহরীতে সওয়ার হয়ে দুলবে। পুষুণা উত্তরবঙ্গের হৃদয়ে দোলা-জাগানো উৎসব। পৌষপার্বণ হিসেবে অন্যত্র যার পরিচিতি, কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কাছে তার পরিচয় পুষুণা নামে। পৌষ সংক্রান্তির এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য নির্মলতা, অলংকরণ ও ভোজন। পৌষ সংক্রান্তির দিন ভোরবেলায় স্নান, ঘরদোর ঝাঁট, গোবর-জল ছেটানো সেরে রাজবংশী নারী আতপচাল, চিনি, কলা, দুধ, দই ইত্যাদি দিয়ে সুস্বাদু নানা পিঠেপুলি তৈরি করেন। সেদিন শিব-দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ, গৃহদেবতার পুজো হয়ে থাকে।

ফাল্গুন মাসে সাঁওতাল সম্প্রদায় অনুরূপ উৎসবে মেতে ওঠে। যার নামও পুষণা। নামে-নামে কেমন মিল, তাই না! হারিয়ে যাওয়া লোকনাচ, হারিয়ে যাওয়া লোকগান, হারিয়ে যাওয়া লোকক্রীড়া ইত্যাদিকে আজকাল আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের পুষুণা উৎসবে। শুভ উদ্যোগ। কোনও কিছু হারিয়ে গিয়েছে বলে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে- এমন তো নয়। নতুনের ভিড়ে পুরোনোকে অনেক সময় খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এখানেও অনেক সময় তাই হচ্ছে হয়তো। কেউ কেউ মনে করেন, বিশেষ করে আমেরিকান সংগীতের (জ্যাজ, রক, পপ, ডিস্কো, টেকনো, মেটাল ইত্যাদি) বোধহয় আর বিকল্প হয় না। কথাটি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় লোকসংগীতের সঙ্গে পরিচয় গভীর হলে পাশ্চাত্য সংগীতের একাধিপত্য কিছুতেই মনে শেকড় গেড়ে বসতে পারে না। ভারতের তো বটেই, আমাদের এই উত্তরবাংলার লোকসংগীতে ছন্দের যে মাদকতা আছে তা উপেক্ষণীয় নয়।

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া বা কুষান, বিষহরা বা পালাটিয়া গানের অন্দরে স্থানে স্থানে এমন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সুর আছে, তাল আছে, যা মনকে এক ঝটকায় দুলিয়ে দিতে পারে, মানুষ নেচে উঠতে পারে তালে তালে। ভারতের লোকসংস্কৃতির মধ্যে এমনই প্রাণশক্তি আছে। অসমের প্রাচীন লোকনাট্য 'ভাওনা'-তে নামগান শুরু হয় ধীর লয়ে, ধীরে ধীরে তা মধ্য লয়ে এবং সবশেষে উদ্দাম দ্রুত লয়ে আরোহণ হয়। সেই উদ্দামতা শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

হাতে বাদ্যযন্ত্র না থাকলেও গায়কও তালে তালে করতালি দেন। আর যাঁরা খোল, ঢোল, নাকাড়া, করতাল, মন্দিরা বা ঝাঁঝর বাদকরা এমন বৈচিত্র্যময় ভঙ্গিতে বাজনার সঙ্গে নৃত্যছন্দকে মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন যে, সমবেত শিল্পনৈপুণ্যের কাছে সোৎসাহে আত্মসমর্পণ করেন শ্রোতারা। অর্থাৎ মানুষ শুধু পাশ্চাত্য সংগীত বা অর্কেস্ট্রা শুনে নেচে ওঠে না, ভারতীয় লোকসংগীত শুনেও উদ্বেল হয়।

(লেখক নাট্যকার। কোচবিহারের বাসিন্দা)

আজ

১৯১৮

বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম আজকের দিনে।

১৯৪৩

আজকের দিনে বাংলা গানের স্বর্ণযুগের গায়িকা আরতি মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।

আলোচিত

ঘরে বসে থাকার সময় আর নেই। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশের মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। যা আছে, তা নিয়ে এখনই পথে নামতে হবে। এদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। গোপালগঞ্জে ৭টা প্রাণ ঝরে গেল। এই দায়িত্ব সরকার ও সেনাবাহিনীর।

- শেখ হাসিনা

ভাইরাল/১

দেরাদুনে রিসপানা সেতুতে ট্রাক উলটে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে ট্রাক ভর্তি আম। ড্রাইভার ও খালাসি রাস্তায় পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। স্থানীয়দের হুঁশ নেই। তাঁরা ব্যস্ত আম কুড়োতে। ফ্রি-তে আম পেতে পথচলতি মানুষ গাড়ি থামিয়ে যোগ দেন। ক্ষুব্ধ নেটনাগরিকরা।

ভাইরাল/২

সুন্দর যাত্রা উপভোগ করতে চাইলে আপনাকে উঠতেই হবে সিঙ্গাপুরের গ্র্যাব ড্রাইভার প্যাং-এর গাড়িতে। গাড়ি তো নয়, যেন 'মিনি মার্ট'। ক্যান্ডি, স্ন্যাকস, জলের বোতল থেকে মোবাইল চার্জিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর যাত্রা উপহার দিতে যাত্রীদের বিনামূল্যে এইসব সুবিধা দিচ্ছেন তিনি।

জনমন

জনমত

কার্বন ফুটপ্রিন্ট ও আমরা

আমাদের কার্যকলাপের ফলে আমরা যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস পরিবেশে সংযোজন করি সেটাই হল আমাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট। এক্ষেত্রে প্রধানত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকেই দায়ী করা হয়। এছাড়া অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস যেমন মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসকে কার্বনের সমতুল পরিমাণে হিসেব করা হয়।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট বাড়লে সমস্যা রয়েছে। এর সরাসরি ফল পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, যাকে আমরা গালভরা নাম দিয়েছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং। একটি বৃক্ষ তার সারাজীবনে গড়ে মাত্র ২০-৩০ কেজি কার্বন শোষণ করতে পারে। একজন ভারতীয় ৭০ বছর বাঁচলে তাঁর কার্বন ফুটপ্রিন্টের পরিমাণ ১৪০ মেট্রিক টন। অর্থাৎ একজনের কার্বনের ভার কমাতে ৫০০০-৭০০০ গাছের প্রয়োজন। তাই শুধু গাছ লাগিয়ে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপকে খানিকটা শুধরে নিলে আমরা কিন্তু আমাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট অনেকটা কমাতে পারি।

ব্যক্তিগত যানবাহনের বদলে আমরা যদি গণপরিবহণ বেশি ব্যবহার করি, বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করি, প্রাণীজ খাবার কমিয়ে উদ্ভিজ খাবার বেশি খাই, প্রক্রিয়াজাত খাবার কম, স্থানীয় খাবার বেশি খাই, খাবার নষ্ট না করি, সৌরশক্তির ব্যবহার করি, প্লাস্টিক, কাচ, কাগজ- এগুলো পুনরায় ব্যবহার করি, পরিবেশবান্ধব পণ্যের ব্যবহার বাড়াই, কিছু গাছ লাগাই, সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একটু সচেতন হই তাহলে আমরা প্রত্যেকে আমাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়ে আনতে পারব।

শুধুমাত্র আমাদের দেশে রুল পেনসিল বানানোর জন্য প্রতিবছর চার লক্ষ গাছ কাটা হয়। এই সমস্যা সমাধানে কর্ণাটকের অপর্ণা পূজারি পুরোনো খবরের কাগজকে পুনরায় ব্যবহার করে রুল, পেনসিল বানাচ্ছেন।

সরকারি স্তরে এই নিয়ে ঔদাসীন্য রয়েছে। ভোটের প্রাক্কালে ক্ষমতাসীন বা বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারে পরিবেশের জন্য কোনও বাক্য ব্যয় করা হয় না। তাই আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদেরই ঠিক করতে হবে, এই বিশ্বকে আমরা আগামীর শিশুর বাসযোগ্য করে করব কি না।

বিশ্বজিৎ সাহা
দিনহাটা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ট্রেন্ডিং খুঁটিপুজোয় আরও একটু আশা

ঘরে-বাইরে শক্তপোক্ত খুঁটির ডিমান্ড সবকালেই। খুঁটিপুজোয় ওজনদার নাম থাকলে স্পনসরশিপের আধিক্য বাড়ে।

পরাগ মিত্র

'হেই লো গিরি শুন লো খবর'। ঘাসের ডগায় স্ফটিক শিশির নেই, বাতাসের আধভেজা আঁচলে নেই শিউলির সুবাস, এখনই এই ধুন? পিতৃপক্ষ ও দেবীপক্ষের সন্ধিতে কাকভোরে তর্পণ, মন্দ্রিত স্বরে একমেবাদ্বিতীয়ম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ- আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির/ ধরণীর বহিরাকাশে..., 'চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন'-এর মূর্ছনায় মেতে ওঠার সেটাই তো মন উতলা ক্ষণ। মেঘমাশ্লিষ্ট দিবসে রথ, লটকা, মনসা, বাবাধাম এমনকি মেঘে মেঘে মন উদাসীন যাপনকথাই ঋতুনামচা।

'দিন আর বেশি নেই। এবার বসি, চল'। পাড়ার কাঁচাপাকা মাথা মিলে প্যান্ডেল, প্রতিমা, ঢাকি, ধুতি, কে নতুন পাড়ায় এল, রসিদ ছাপানো, চাঁদার গ্রুপ, বায়না... মাথা ঘামিয়ে চুল ছিঁড়ে ফেলা দশা। সম্পাদকের ঘরে গৃহিণীর তর্জনী- 'আবার তুমি? খাওয়া ঘুম লাটে? আর কেউ নেই?'

জমানা বদল গ্যয়া। এবারেরটা মিটতে না মিটতে আগামী পুজোর নান্দীরোল। আধুনিকতম ট্রেন্ড খুঁটিপুজো। 'রথস্থ বামনং দৃষ্টাপুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'- রথের জগন্নাথ দর্শনেই পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি। রথযাত্রার দিনে প্রতিমার কাঠামোতে মাটির প্রথম প্রলেপ বহুদিনের রীতি। বিপিনচন্দ্র পাল 'প্রতিমা পুজো বাঙ্গালার বিশেষত্ব' বললেও খুঁটিপুজোর কথা বলেননি। পুরাণেও নেই। তবে শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণে 'সামন্তানাং জয়ে চৈব কোটিপূজা প্রশস্যতে' কিংবা 'কোটিপূজা ফলম লভেৎ তৎভালোৎপন্ন কৈবলম'-এর মতো শ্লোকে কোটিপূজার উল্লেখ রয়েছে। সংস্কৃতে কোটি শব্দের অর্থ প্রকার। ঋকবেদে উল্লিখিত

৩৩ কোটি দেবতাকেই অথর্ব বেদ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রক বলেছে।

উচ্চ কোটি অর্থাৎ অগ্রগণ্য বৈদিক দেবতাদের প্রথমে আরাধনার রীতির কোটিপূজা অথবা রথের দিন কাঠামোপুজো অথবা পয়লা বৈশাখে ময়দানের বারপুজো- খুঁটিপুজোর প্রেরণা কে? ব্যুৎপত্তি যাই হোক, দুর্গাপুজোর ঢের আগে 'খুঁটিপুজো' হালফিলের জাঁকিয়ে বসা 'রীতি'। রথ বা তার পরের শুভ তিথিতে লোকজন, ঢাকঢোলে জমজমাটি প্যাকেজ।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'দুর্গোৎসবে ভাবের সকল ঐশ্বর্যের বিকাশ হইয়াছে'। চিন্ময়ীর নানা মৃন্ময়ীরূপ ডিকনস্ট্রাকশন থিওরির রূপায়ণও। পলাশবাড়ির বারোভুঁইয়াদের দেবী রক্তবর্ণা, বর্ধমানে পটেশ্বরী, রাধাকান্ত দেবের সাদা ঘোড়ামুখো সিংহ, কোচবিহারের বড়োদেবীর সঙ্গে জয়া-বিজয়া। আরাধনায় নতুনকে আহ্বানের স্বীকৃতির পথেই খুঁটিপুজোও মান্যতা পেয়েছে।

দুর্গাপুজো, অন্যতম সেরা ইনস্টলেশন আর্ট, জাঁকজমক, আড়ম্বরের ঐতিহ্যবাহী যে বারোয়ারির মলিন বেশ সেখানে ভিড় নেই। পুজোর ঠিক আগে কুমারটুলি সর্বজনীনের মণ্ডপ অগ্নিকাণ্ডে ছাই হলে একচালার বদলে আলাদা আলাদা মূর্তি নির্মাণ করেন গোপেশ্বর পাল। থিমের দৌলতে এখন কত রূপের অরূপ ছটা। পুজো এখন ষষ্ঠী থেকে দশমীর সীমায়ত চৌহদ্দি নয়, তৃতীয়ার উপচানো ভিড় দশমী পেরিয়ে যায়। মেসেজ ইজ সাউন্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার- ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ? কমিটির কুলোবে যতক্ষণ।

ঘরে-বাইরে শক্তপোক্ত খুঁটির ডিমান্ড সবকালেই। খুঁটিপুজোয় ওজনদার নাম থাকলে স্পনসরশিপের আধিক্য বাড়ে। অতিথি, কেষ্টবিষ্টুর নাম তাই বড়াই করেই বিজ্ঞাপিত হয়। খুঁটিপুজো এখন রাজনৈতিক সভার মঞ্চ বাঁধার আগেও। অদূরভবিষ্যতেও বিয়ে, অন্নপ্রাশন এমনকি শনিপুজোতেও খুঁটিপুজোর ডঙ্কায় অবাক হওয়ার থাকবে না। যদি শিল্প, চাকরি, কর্মসংস্থানের আবাহনেও বাংলায় ঘনঘন খুঁটিপুজো হত!

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯৫

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। জড়তা, আড়ষ্টতা, জড়ত্ব ৩। ভারী বস্তু পড়ার শব্দ ৫। লাঠি, দণ্ড, অবলম্বনও বলা হয় ৬। মর্তমানজাতীয় কলাবিশেষ ৮। সুতো কাটার যন্ত্রবিশেষ, টাকু ১০। ছোট ঘণ্টা, ঘণ্টী, আলজিভ ১২। খড় ইত্যাদি দিয়ে ছাওয়া কাঁচা ঘরের নির্মাণকারী ১৪। কাক-এর আঞ্চলিক রূপ ১৫। শরীর, দেহ ১৬। সদৃশ, তুল্য, মতো।

উপর-নীচ : ১। মণিমুক্তাদি বহুমূল্য রত্ন ২। স্ত্রী পুরুষের অভিমানজনিত কলহ ৪। পাকুড় গাছ ৭। সুন্দর, মনোহর ৯। বাংলা মাস ১০। মেঘের আবির্ভাব, বর্ষাকালের আরম্ভ ১১। প্রখ্যাত মুনিবিশেষ ১৩। পদ্ম।

সমাধান ■ ৪১৯৪

পাশাপাশি : ১। মিচকে ৩। জনরব ৪। তড়াগ ৫। ঝলমল ৭। মসি ১০। কারু ১২। রাতারাতি ১৪। গন্ধক ১৫। মাতামাতি ১৬। রতন।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। কেতন ৩। জগঝম্প ৬। মল্লিকা ৮। সিকতা ৯। মতিগতি ১১। রুইতন ১৩। মকর।

বিন্দুবিসর্গ

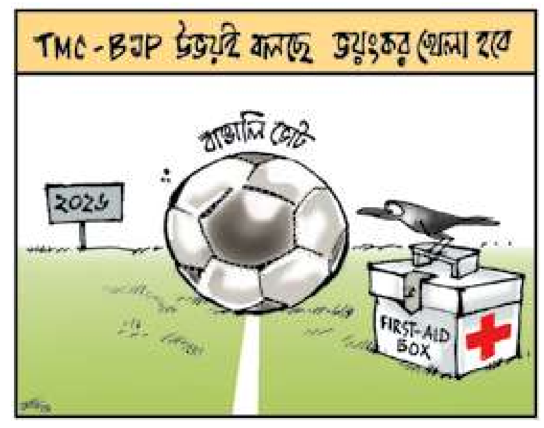

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪১০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com.
Website : http://www.uttarbangasambad.in

সত্যমেব জয়তে
Government of India

বিকশিত বাংলা বিকশিত ভারত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দর্শন

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
সম্মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৫,৪০০ কোটি টাকা মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আবরণ উন্মোচন

উদ্বোধন/জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

জেএইচবিডিপিএল প্রকল্পের দুর্গাপুর-কলকাতা অংশ

প্রাপ্ত সুবিধা

- গৃহস্থ, ব্যবসায়ী এবং শিল্পোদ্যোগী গ্রাহকদের জন্য পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী জ্বালানী সরবরাহ
- ২৯ লাখ গৃহস্থ পরিবার এবং ৩৬৫টি সিএনজি স্টেশন এর সুবিধা পাবে
- ৩ লাখ কর্মদিবস সৃজনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে

নির্মাণ

পশ্চিম বর্ধমানে তপসী এবং পাণ্ডবেশ্বরে আরওবি

প্রাপ্ত সুবিধা

- সম্ভাব্য সংঘর্ষের স্থানগুলি অপসারণ করে সড়ক নিরাপত্তার নিশ্চিতি আনয়ন
- যান চলাচলের বিলম্ব কমিয়ে গতি বৃদ্ধি
- সড়ক যোগাযোগ নির্ঝঞ্ঝাট হতে সহায়ক হবে
- জ্বালানীর ব্যবহার ও নির্গমন হ্রাস

ফ্লু-গ্যাস সালফারমুক্ত করা হবে যেখানে

দুর্গাপুর ইস্পাত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র | **রঘুনাথপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র**

প্রাপ্ত সুবিধা

- সালফারডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড-এর মতো এবং সূক্ষ্ম ক্ষতিকর কণার নির্গমন হ্রাস
- স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস
- জাতীয় নির্গমন নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণতা লাভ
- পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সংবহন

পুরুলিয়া-কোটশিলা (৩৬ কিমি) রেল লাইনে ২য় লাইন সংযুক্তি

প্রাপ্ত সুবিধা

- জামশেদপুর, বোকারো, ধানবাদের শিল্পোদ্যোগগুলির সঙ্গে রাঁচি ও কলকাতার রেল যোগাযোগের উন্নয়ন
- মালগাড়ির দক্ষ চলাচলের নিশ্চিতি
- শিল্পোদ্যোগগুলির মধ্যে যাতায়াতের সময় বাঁচবে এবং রসদ পরিবহনের কাজে উন্নয়ন ঘটবে

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় সিজিডি প্রকল্প

প্রাপ্ত সুবিধা

- ৫.৫ লাখ গৃহস্থ পরিবার পিএনজি সংযোগ পাবে
- সিএনজি স্টেশনের মাধ্যমে পরিবহন ক্ষেত্র পরিচ্ছন্ন জ্বালানী পাবে
- ১৫ লাখ কর্মদিবস সৃজনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে

করবেন

শ্রী নরেন্দ্র মোদী

সম্মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

জুলাই ১৮, ২০২৫ | বিকাল ৩টেয় | নেহরু স্টেডিয়াম, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ

গৌরবময় উপস্থিতি

ড. সি ভি আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী হরদীপ সিং পুরী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক

শ্রী শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ দপ্তর

ডঃ সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তর

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো — সাংসদ
শ্রী অরূপ চক্রবর্তী — সাংসদ
ডঃ শর্মিলা সরকার — সাংসদ
শ্রী কল্যাণ ব্যানার্জী — সাংসদ
শ্রীমতী রচনা ব্যানার্জী — সাংসদ
শ্রীমতী মালা রায় — সাংসদ
শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় — সাংসদ
শ্রী কীর্তি আজাদ — সাংসদ
শ্রী জগন্নাথ সরকার — সাংসদ
শ্রীমতী মহুয়া মৈত্র — সাংসদ
শ্রী শমীক ভট্টাচার্য — সাংসদ

DD NEWS ডিডি নিউজে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখুন

সেরা পরিচ্ছন্ন শহরের তালিকায় বৈদ্যবাটীও

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : ভারতের সবথেকে পরিচ্ছন্ন শহরের তকমা ধরে রাখল ইন্দোর। এই নিয়ে একটানা অষ্টমবার কেন্দ্রের স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ সমীক্ষায় সেরার শিরোপা পেল মধ্যপ্রদেশের শহরটি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে সুরাট ও নভি মুম্বই। ইন্দোরের লাগাতার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিজ্ঞান ভবনে বিজয়ীদের, হাতে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫ পুরস্কার তুলে দেন।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই সর্বেক্ষণে ঠাঁই হয়েছে হুগলির বৈদ্যবাটী শহর। আশাব্যঞ্জক স্বচ্ছ শহরের তকমা পেয়ে ৩৪ নম্বর স্থানে রয়েছে এই শহর। পুরসভার সিআইসি সুবীর ঘোষ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। যে বর্জ্যপদার্থ সংগ্রহ করা হয় তা থেকে সার তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে জরিমানাও করা হয়। কাউন্সিলাররা সব ওয়ার্ডে প্রচার করেছেন। সেই কারণেই সাফল্য এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি পেয়ে দুর্দান্ত লাগছে। ৩ থেকে ১০ লক্ষ জনসংখ্যার শহরের মধ্যে নয়ডা সবথেকে স্বচ্ছ শহরের তকমা পেয়েছে। চণ্ডীগড় দ্বিতীয় এবং মাইসুরু তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত ৬০

বাগদাদ, ১৭ জুলাই : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ইরাকের একটি শপিং মলে। ঝলসে মৃত ৬০ জন। নিখোঁজ ১১। জখম বহু। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃতদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু বলে জানা গিয়েছে। ৫৯ জনের দেহ শনাক্ত করা গিয়েছে।

পূর্ব ইরাকের আলকুট শহরের পাঁচতলা শপিং মলটির উদ্বোধন হয়েছিল মাত্র পাঁচদিন আগে। বুধবার রাতে আচমকাই আগুন লাগে। মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়

চারিদিক। সেই সময় ভিতরে ছিলেন বহু মানুষ। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দাহ্য পদার্থ থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে শপিং মলটি। সঠিক কারণ স্পষ্ট না হলেও প্রাথমিক অনুমান, একটি রেস্তোরাঁ থেকেই আগুন ছড়িয়েছে। শপিং মলের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।

কাঁপল আলাস্কা

আলাস্কা, ১৭ জুলাই : জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আলাস্কা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৩। আমেরিকার ভূতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থানীয় সময় বুধবার দুপুর ১২টা ৩৭ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয়। কম্পনের উৎসস্থল ছিল স্যান্ড পয়েন্ট শহরের কাছে মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের পর বেশ কিছু আফটার শক অনুভূত হয়। কম্পনের পর দক্ষিণ আলাস্কা এবং আলাস্কা উপদ্বীপে সুনামি সতর্কতা জারি হলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সরকারিভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও পরিসংখ্যান জানানো না হলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শিন্ডের জোট

মুম্বই, ১৭ জুলাই : ঘরে-বাইরে চ্যালেঞ্জের মুখে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা প্রধান একনাথ শিন্ডে। ঠাকরেভাইদের একজোট হওয়া এবং মহায়ুতি চাপবৃদ্ধির জেরে এবার দলিতদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। সেই কারণে বুধবার বিআর আম্বেদকরের নাতি আনন্দরাজ আম্বেদকরের রিপাবলিকান সেনার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে শিবসেনা। আসন্ন বৃহন্মুম্বই পুরসভা সহ মহারাষ্ট্রের একাধিক পুরসভার ভোটে দুই দল জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সোমবার থেকে বাদল অধিবেশন

৮টি বিল আনতে পারে মোদি সরকার

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা, বিহারে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া এবং ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লাগাতার দাবিতে বাদল অধিবেশন উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এরই মধ্যে কেন্দ্রের তরফে অন্তত ৮টি বিল আসন্ন অধিবেশনে পেশ করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সংসদের কাজের একটি সম্ভাব্য তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

তালিকায় রয়েছে ৮টি নতুন বিল, মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন আরও ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব এবং বর্তমানে সিলেক্ট কমিটির অধীনে থাকা আয়কর বিল পাশ করার পরিকল্পনা। ওই ৮টি নতুন বিলের মধ্যে রয়েছে মণিপুর গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫, জন বিশ্বাস (অ্যামেন্ডমেন্ট অফ প্রভিশনস) বিল, ২০২৫, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটস অফ ম্যানেজমেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫,

ট্যাক্সসেশন ল (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫, মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৫, ন্যাশনাল স্পোর্টস গভর্নেন্স বিল, ২০২৫, ন্যাশনাল অ্যান্টিডোপিং (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫। সিলেক্ট কমিটির পরীক্ষাধীন ইনকাম ট্যাক্স বিল, ২০২৫-ও এই অধিবেশনে পেশ হওয়ার কথা। মোট ১৬টি বিল পাশ করার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের, যার মধ্যে ৩টি করে বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় মুলতুবি রয়েছে। সেই বিলগুলোর মধ্যে রয়েছে মার্চেন্ট শিপিং বিল,২০২৪, দ্য ইন্ডিয়ান পোর্টস বিল,২০২৫, দ্য কোস্টাল শিপিং বিল, ২০২৫ ।

বিরোধীদের একটি সূত্র অবশ্য জানিয়েছে, পহলগামের ঘটনায় গোয়েন্দা ব্যর্থতা নিয়ে তারা আলোচনা চাইবে। সরকার যদি সেই দাবি না মানে তাহলে অধিবেশন উত্তপ্ত হতে পারে। আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা নিয়েও রাজ্যসভায় আলোচনা হতে পারে। এদিকে আয়কর সংশোধনী বিল ২০২৫-এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদন করল লোকসভার সিলেক্ট কমিটি। বুধবার বৈজয়ন্ত জয় পান্ডার নেতৃত্বাধীন কমিটির বৈঠকে মতাধিক্যের ভিত্তিতে বিলটি অনুমোদিত হয় বলে সংসদীয় সূত্রে খবর। সরকারের পক্ষ থেকে জোর দিয়ে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত এই বিল কোনওভাবেই জনস্বার্থবিরোধী নয়।

বর্ষায় গঙ্গা ফুলেফেঁপে ওঠা চেহারা। বৃহস্পতিবার বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে।

ভাঙার কাজ আটকে দাবি ইউনূস সরকারের

ময়মনসিংহের বাড়ি রায় পরিবারের নয়

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৭ জুলাই : ময়মনসিংহে বিশ্ববরেণ্য চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষের ভিটের সঙ্গে রায় পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করল বাংলাদেশ সরকার। যদিও এই দাবির কতটা খাঁটি তা নিয়ে সরকারের অন্দরেই মতভেদ রয়েছে। এদিকে বিতর্কের মধ্যেই ওই জরাজীর্ণ শতাব্দী প্রাচীন বাড়িটি ভেঙে ফেলার কাজ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

ময়মনসিংহের হরিকিশোর রায় রোডের বাড়িটি ভেঙে ফেলার ঘটনা সামনে আসার পরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেন্দ্রীয় সরকার। বাড়িটি সংস্কারের কাজে বাংলাদেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করার আগ্রহও প্রকাশ করেছিল নয়াদিল্লি। জবাবে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, 'বিভিন্ন পুরোনো নথি বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখার পর জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটির সঙ্গে কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই। বাড়িটি তৈরি করেছিলেন স্থানীয় জমিদার শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী। তাঁর বাংলো শশী লজের ঠিক পাশেই কর্মচারীদের জন্য ওই বাড়িটি তৈরি করা হয়েছিল। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর বাড়িটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। সরকার পরে বাড়িটি বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই থেকে বাড়িটি জেলা শিশু অ্যাকাডেমির দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।'

অনেকেই দাবি করেছিলেন,

> সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষের ভিটের সঙ্গে রায় পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করল বাংলাদেশ সরকার। যদিও এই দাবির কতটা খাঁটি তা নিয়ে সরকারের অন্দরেই মতভেদ রয়েছে।

বাড়িটি বাংলার বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক তথা সত্যজিৎ রায়ের দাদু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর। ঐতিহাসিক বাড়ি ভেঙে ফেলা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বহু মানুষ। কিন্তু ইউনূস সরকার যে সেই মতকে পুরোপুরি উপেক্ষা করছে, সেটা তাদের বিবৃতিতে পরিষ্কার। ঢাকা বলেছে, 'ওই বাড়িটির সামনের রাস্তা সত্যজিৎ রায়ের প্রপিতামহ হরিকিশোর রায়ের নামাঙ্কিত। তিনি ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পালক-পিতা। ওই রাস্তায় রায় পরিবারের একটি বাড়ি ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটি বহু আগে তারা বিক্রি করে দিয়েছিল। সেই বাড়িটিও এখন আর নেই। সেই জমির নতুন মালিক সেখানে একটি বহুতল নির্মাণ করেছে।' নয়াদিল্লিকে সতর্ক করে দিয়ে ইউনূস সরকার বলেছে, কোনওপ্রকার বিভ্রান্তিকর বা তথ্যগত ভুল বক্তব্য ছড়ালে বিভ্রান্তি আরও বাড়বে এবং তাতে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট হবে।

তবে নয়াদিল্লিস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মন্ত্রী ফয়জল মাহমুদ বলেছেন, সত্যজিৎ রায় কখনও ময়মনসিংহের বাড়িতে থাকেননি। তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোরও হয়তো কখনও থাকেননি সেখানে। তিনি পাশের কিশোরগঞ্জ জেলার কোটিয়াড়িতে থাকতেন। সেই বাড়িটি সংরক্ষিত কাঠামো। আমাদের হেরিটেজের তালিকায় ৫৩১টি কাঠামো আছে। ময়মনসিংহে উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বপুরুষের বাড়িটি হেরিটেজের তালিকায় নেই। তাই সেটি সংরক্ষিত কাঠামোর তালিকায় ছিল না।

মার্কিন রিপোর্ট খারিজ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট সরাসরি খারিজ করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বিখ্যাত মার্কিন সংবাদপত্র 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' জানিয়েছে, অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারের ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়ালই জ্বালানি সুইচ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই কারণেই ভেঙে পড়েছিল বিমানটি। এয়ারক্র্যাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) জানিয়েছে, ওই রিপোর্টটি ভিত্তিহীন। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে শুধুমাত্র দুর্ঘটনা কীভাবে হয়েছিল সেই তথ্য রয়েছে। ওই দুর্ঘটনার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। তদন্তকারী সংস্থা এও বলেছে, এখনই কোনও সিদ্ধান্তে যেন কেউ উপনীত না হন। চূড়ান্ত রিপোর্ট আসা পর্যন্ত সকলে যেন অপেক্ষা করেন।

প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছিল, জ্বালানি সুইচ ভুলবশত বন্ধ করায় আহমেদাবাদে ভয়াবহ

দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১। তবে সরাসরি না হলেও পাইলটের ভূমিকা নিয়েই একপ্রকার প্রশ্ন তোলা হয়েছিল সেই রিপোর্টে। কিন্তু মার্কিন সংবাদমাধ্যমের তরফে যে দাবি করা হয়েছে তার সঙ্গে একমত নয় এএআইবি। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টটিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেও আখ্যা দিয়েছে তারা। মার্কিন সংবাদপত্রটিতে বলা হয়েছে, আকাশে ওড়ার পরই সাভারওয়ালকে বিমানের ফার্স্ট অফিসার ক্লাইভ কুন্দের বলেন, 'আপনি জ্বালানি সুইচটি রান থেকে কাট অফ অবস্থায় নিয়ে গেলেন কেন?' সুইচ ফের কাট অফ থেকে রান অবস্থায় নিয়ে আসার পর ক্লাইভ ভয় পেয়ে যান। কিন্তু সাভারওয়াল যথেষ্ট শান্তই ছিলেন।

'হাত তুলে কোনায় দাঁড়ান'

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : জামিনের কাগজপত্র ও অর্থ ঠিকমতো না দেওয়ায় এক ব্যক্তিকে বিচিত্র শাস্তির মুখে পড়তে হল আদালতে। বিচারপতি তাঁকে বললেন, 'হাত সোজা করে ওপরে তুলুন আর আদালতের কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন!'

ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির দ্বারকা আদালতে। বিচারক সৌরভ গয়াল সকাল ১০টা থেকে ১১টা ৪০-এর মধ্যে দু-দু'বার ডাকলেন অভিযুক্ত কুলদীপকে কাগজপত্র নিয়ে এজলাসে হাজির হতে। কিন্তু জামিনের কাগজপত্র জমা দেওয়া তো দূরের কথা, অভিযুক্ত সাড়া পর্যন্ত দেননি সেই ডাকে। তখনই বিচারক মেজাজ হারিয়ে বলেন, 'আদালতের সময় নষ্ট করছেন এইভাবে? ঠিক আছে। এবার এজলাসের কোণে দাঁড়িয়ে সারা দিন হাত তুলে থাকুন। আদালত অবমাননার জন্য এটাই আপনার শাস্তি।' শুধু তা-ই নয়, আদালত কুলদীপকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতেও পাঠিয়েছে। আগামী শুনানির দিন আবার তাঁকে হাজির হতে হবে।

আইপিসির ২২৮ ধারায় আদালত অবমাননার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত এই কুলদীপ একদিনের জন্য 'কোনায় দাঁড়াও, হাত তুলে' শাস্তি পেয়ে বুঝে গিয়েছেন, আদালত ঠাট্টা-তামাশা একেবারেই পছন্দ করে না!

ধসের পর এক তীর্থযাত্রীকে উদ্ধার করে সেনা। কাশ্মীরে বৃহস্পতিবার।

অমরনাথ যাত্রা সাময়িক স্থগিত

শ্রীনগর, ১৭ জুলাই : চলছে লাগাতার ভারী বৃষ্টি। বুধবার বৃষ্টি-ধসের কারণে ছিটকে আসা পাথরের আঘাতে অমরনাথ যাত্রাপথে মৃত্যু হল রাজস্থানের বাসিন্দা সোনা বাইয়ের (৫৫)। আহত তিনজন। তাঁদের চিকিৎসা শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার বালতাল রুটে। এর জেরে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় বৃহস্পতিবার থেকে পহলগাম ও বালতাল উভয় বেসক্যাম্পেই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হল অমরনাথ যাত্রা। ইতিমধ্যেই বেসক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছেন বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে চিন্তার ভাঁজ তাঁদের কপালে।

সন্তান সহ নিখোঁজ চন্দননগরের পুত্রবধূ

রুশ তরুণীর নামে লুকআউট নোটিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : সন্তান সহ নিখোঁজ রুশ নাগরিক ভিক্টোরিয়া ঝিগালিনার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে ভিক্টোরিয়াকে অবিলম্বে খুঁজে বের করে সন্তানকে বাবার হাতে তুলে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে।

চন্দননগরের বাসিন্দা সৈকত বসু কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ছিলেন চিনে। সেখানেই তাঁর পরিচয় হয় রুশ তরুণী ভিক্টোরিয়া ঝিগালিনার সঙ্গে। ধীরে ধীরে প্রেম, তারপর বিয়ে। বিদেশে রেজিস্ট্রি বিয়ের পরে তাঁরা চন্দননগরে এসে ঘর বাঁধেন। কিন্তু ফেরার পরই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য, ভিক্টোরিয়ার বাবা ছিলেন রাশিয়ার বেরিচটিগতে গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবি-র প্রাক্তন আধিকারিক।

সৈকতের দাবি, বিয়ের পর থেকে তাঁর স্ত্রী বারবার ফোর্ট উইলিয়ামে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু সৈকতের বাবা, প্রাক্তন নৌসেনা অফিসার সমীর বসু, এই অনুরোধে আপত্তি জানান। তাতেই ক্রমশ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সন্তানের হেপাজতের জন্য সুপ্রিম কোর্টে যান ভিক্টোরিয়া। সেই মামলার শুনানি চলাকালীন হঠাৎ সন্তানকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। এরপরেই সন্তানের খোঁজে ফের আদালতের দ্বারস্থ হন সৈকত বসু। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানিয়েছে, ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করতে হবে। তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করতে হবে। দেশ ছাড়ার সব রকম সম্ভাবনা রুখতে হবে। দেশের সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এন্ট্রি-এগজিট পয়েন্টের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে হবে।

৪ জুলাই শেষবার দিল্লির রুশ দূতাবাসে এক আধিকারিকের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল ভিক্টোরিয়াকে। সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, 'আমরা ভারত-রাশিয়া কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে চাই না। তবে কোনও বিদেশি নাগরিক যদি ভারতীয় আইন ভাঙেন, তাহলে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমরা পিছপা হব না।'

রুশ দূতাবাসকে ভারতীয় আইনের প্রতি সম্মান জানিয়ে দিল্লি পুলিশের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন বসু পরিবারের সদস্যরাও। ভিক্টোরিয়ার আইনজীবী আরপি লুথরা জানান, 'দূতাবাসও জানাতে পারেনি ভিক্টোরিয়া কোথায় রয়েছেন।'

কেন্দ্রও সমস্তরকম সহযোগিতা করছে। শুক্রবার দিল্লি পুলিশ সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দেবে। এরপরই ফের শুনানি হবে জরুরি ভিত্তিতে।

মাঝ অগাস্টে ভারতে শুভাংশু

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ১৮ দিনের ইতিহাস গড়ে পৃথিবীতে ফিরেছেন ভারতীয় মহাকাশচারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। সব ঠিকঠাক থাকলে স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহেই, অর্থাৎ ১৪ অগাস্টের আশপাশে তিনি পা রাখবেন দিল্লিতে।

মহাকাশ বিষয়ক দপ্তর সূত্রে খবর, শুভাংশু সম্ভবত ১৪ অগাস্ট বা তার দু'তিন দিন পর দেশে ফিরবেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে রাজধানীতে জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনার আয়োজনের পরিকল্পনা চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন বলেও শোনা যাচ্ছে। বুধবারই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স-এ শুভাংশুকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন।

এদিকে মিশনের আরেক সদস্য পোল্যান্ডের উজনানস্কি বৃহস্পতিবার জার্মানির কোলোন বনে পৌঁছে গিয়েছেন। সেখানেই তাঁর পোস্ট-মিশন ডিব্রিফিং ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, শুভাংশু শুক্লার দেশে ফিরতে আরও কিছু আনুষ্ঠানিকতা বাকি। তাঁর পুনর্বাসন, ডিব্রিফিং ও ইসরোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে জরুরি আলোচনার পর ১৭ অগাস্টের মধ্যে তিনি দেশে আসতে পারেন।

বিহারে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ

পাটনা, ১৭ জুলাই : বিরোধীরা ভোটে জিততে রেউরি রাজনীতি করছে বলে বারবার অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অথচ বিহারে ভোটের মুখে সেই রেউরি-রাজনীতিতেই শান দিচ্ছেন বিজেপির বন্ধু দল তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বুধবার তিনি ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের ১ কোটি ৬৭ লক্ষ গ্রাহককে প্রতি মাসে ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে।

১ অগাস্ট থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। এর পাশাপাশি কুটির জ্যোতি যোজনায় অত্যন্ত গরিব পরিবারগুলিতে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল বসানোর যাবতীয় খরচ রাজ্য সরকার বহন করবে বলেও ঘোষণা করেছেন তিনি। এর ফলে তিন বছরের মধ্যে বিহারে ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে দাবি করেছে জেডিইউ।

হাসপাতালে গুলি করে রোগীকে খুন

পাটনা, ১৭ জুলাই : বিহারে ভোট দরজায় কড়া নাড়ছে। ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে। এরই মধ্যে মগধভূম কার্যত দুষ্কৃতীদের মৃগয়াভূমিতে পরিণত হয়েছে। লাগাতার খুনের ঘটনায় এমনিতেই খবরের শিরোনামে বিহার। এবার হিন্দি সিনেমার ধাঁচে হাসপাতালের ভিতর ঢুকে বিরোধী গ্যাংয়ের এক বিচারাধীন বন্দিকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার দিনের বেলায় ঘটনাটি ঘটেছে পাটনার পরস হাসপাতালে। এই ঘটনায় ফের নীতীশ কুমারের সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। এই নিয়ে গত ১৭ দিনের মধ্যে ৪৬টি খুনের ঘটনা ঘটল বিহারে।

নিহত বিচারাধীন বন্দির নাম চন্দন মিশ্র। বক্সার জেলার একটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত চন্দন সম্প্রতি মেডিকেল প্যারোলে বেউর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। পরস হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, পাঁচজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে হাসপাতালে চন্দনের ঘরে ঢুকছে। চন্দনকে গুলিতে ঝাঁঝরা করার পর হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায় তারা। চন্দনের শরীরে একাধিক গুলির ক্ষত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, 'বিহারে কি কেউ আদৌ নিরাপদ? ২০০৫ সালের আগে কি কখনও বিহারে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল?' পূর্ণিয়ার সাংসদ পাপ্পু যাদব বলেন, 'আমি রাজ্যপালকে অনুরোধ করব, বিহারে দয়া করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করুন। নার্স, ডাক্তার কেউই আর এখানে নিরাপদ নন। এই সরকার অপরাধী, মাফিয়াদের আশ্রয় দিচ্ছে। বিহারে প্রশাসন বলে আর কিছু নেই।' তবে হাসপাতালের ঘটনাকে দুটি গোষ্ঠীর পারস্পরিক বিরোধ বলে লঘু করার চেষ্টা করেছেন।

জেন জেড-এ জনপ্রিয়তা বাড়ছে ভুয়ো বিয়ের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : এক সময় ভারতে বহুবিবাহ ট্রেন্ড ছিল। এখন তার জায়গা নিতে চলেছে ভুয়ো বিবাহ! বহুবিবাহের রোগ সারাতে সরকারি হুকুমের জন্য রীতিমতো দরবার করতে হয়েছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। কিন্তু ভুয়ো বিবাহের আসরে জল ঢালতে কোনও বেরসিক আইনের দ্বারস্থ হবে বলে মনে হচ্ছে না!

পুনে থেকে বেঙ্গালুরু, দিল্লি থেকে কলকাতা—ভারতের প্রায় সমস্ত বড় শহরের পার্টি সংস্কৃতিতে এখন নতুন মজা যোগ হয়েছে—'ফেক ওয়েডিং' বা ভুয়ো বিয়ের আসর। আসল বর-কনে ছাড়াই এই অনুষ্ঠানে রঙিন ঝলমলে পোশাক পরে ঢাকঢোলের তালে কোমর দুলিয়ে নাচগান করেন অতিথিরা। মজাদার হরেকরকম্বায় অংশ নেন। পাশাপাশি চলে কবজি ডুবিয়ে খানাপিনাও। একেবারে আসলি বিয়ের মতোই সাজসজ্জা, স্ত্রী-আচার, নাচগান, ফুল ছোড়া, মালাবদল আর নকল পুরোহিতের অংবংচং শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণ—সবই থাকে, শুধু থাকে না বর-কনে। হয় না বিয়েটাও।

এই ফেক বিয়ের পার্টিগুলিতে সাধারণত টিকিট কেটে যেতে হয় অতিথি-অভ্যাগতদের। খরচ তুলতে হবে তো! বিয়ের আসর বসে কখনও কলেজ ক্যাম্পাসে, কখনও রুফটপ বার বা ক্যাফেতে। সত্যিকারের বিয়েতে যে সামাজিক বাধ্যবাধকতা, অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব এবং বাস্তবিক মানসিক চাপ থাকে, সেসব ছেঁটে ফেলে স্রেফ হইহুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে নির্মল আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই মূল উদ্দেশ্য এই ফেক ওয়েডিংয়ের।

আজকের দুনিয়ায়

আর্থসামাজিক অবস্থা যা, তাতে কর্মক্ষেত্রের সমস্ত দাবিদাওয়া মিটিয়ে যৌথ বিয়ে করে নতুন সংসার পাতা তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশের পক্ষেই আর সম্ভব হচ্ছে না। প্রথা মেনে সংসার করলেও সে সংসার সুখের হচ্ছে না। বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে। ফলে বিবাহবিমুখ হয়ে পড়েছেন জেনারেশন জেডের তরুণ-তরুণীরা। কিন্তু কাজ ও রোজগারের পাশাপাশি বিনোদনও চাই। মক ম্যারেজ বা ফেক ওয়েডিং তাঁদের সামনে নির্মল আনন্দের এক নতুন জানলা খুলে দিয়েছে।

ইনস্টাগ্রামে এই নিয়ে মতামত দিচ্ছেন অনেকেই। কেউ বলছেন, 'সব ট্রেন্ডের মতো এটাও কিছুদিন থাকবে, তারপর মিলিয়ে যাবে।' কেউ বলছেন, 'এর মানে কী? আমরা নিজেরাই আমাদের পবিত্র রীতিনীতিকে হাস্যকর বানিয়ে দিচ্ছে।' আবার কারও মতে, 'এই কালচার একদম ফাজলামি...আমি কোনওদিন এমন পার্টিতে যাব না।'

একজন আবার দার্শনিক হতাশা মিশিয়ে লিখেছেন, 'বড় বিচিত্র এই দেশ। আলেকজান্ডার যতটা ভেবেছিলেন, তার চেয়েও হয়তো বেশি! এখানে বিয়ে নিয়েও মশকরা হয়! কী দিনকাল পড়ল! কিন্তু আমরা কি ভাবব, পরের প্রজন্মের জন্য আমরা কী রেখে যাচ্ছি?' আরেকজনের বক্তব্য, 'সবাই কেবল অস্থায়ী আনন্দ আর ডোপামিন খুঁজছে... শান্তি কোথাও নেই।'

সব মিলিয়ে, ভারতে ফেক ওয়েডিং এখন নতুন ফ্যাশন, যা রোজগেরে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন দেখার, কতদিন এটা টেকে!

আগেকার দিনে বাড়ির চাবির গোছা থাকত পরিবারের কর্ত্রীর হাতে। অনেকে তা শাড়ির আঁচলে বেঁধে রাখতেন। সেই চাবির রিং এখন ফ্যাশনে জায়গা করে নিয়েছে। এখন এই রিং ঝোলে অভিনেত্রী থেকে শুরু করে ইংলিশ মিডিয়াম ছাত্রীদের ব্যাগে, আলোকপাত করলেন তমালিকা দে।

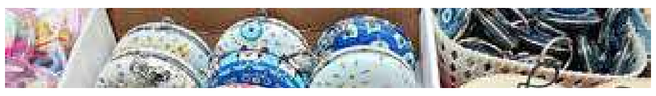

ফ্যাশন চিহ্ন চাবির রিং

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : উইম্বলডনে খেলা দেখতে গিয়ে নেটিজেনদের নজর কেড়েছিল অভিনেত্রী উর্বশী রৌতেলার ব্যাগে লাগানো চাবির রিং 'লাবুবু পুতুল'। চাবির রিং এখন ফ্যাশনেও যে জায়গা করে নিয়েছে সেলেব্রিটিদের ব্যাগ দেখলেই তা বোঝা যায়। অভিনেত্রীদের মতো সাধারণ মহিলাদেরও অনেকেই এখন ব্যাগের মধ্যে বিভিন্ন রকমের স্টাইলিশ চাবির রিং ঝুলিয়ে রাখতে পছন্দ করে থাকেন। এমনকি ছাত্রীদের স্কুলব্যাগেও বিভিন্ন রকমের চাবির রিং লাগিয়ে রাখতে দেখা যায়। সেজন্য এখন পুতুল দেওয়া, ছোট ডায়েরি আটকানো, আয়না দেওয়া সহ আরও বিভিন্ন রকমের চাবির রিং বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। হংকং মার্কেটের চাবির রিং বিক্রি করা রাজীব চৌধুরী মজা করে বলেন, 'ব্যাগের থেকেও এখন চাবির রিংয়ের দাম বেশি।'

> নতুন প্রজন্মের বেশিরভাগ মেয়ে ব্যাগে চাবির রিং লাগিয়ে রাখতে পছন্দ করে। এখন এটা একটা স্টাইল হয়ে গিয়েছে।
>
> **শ্রেষ্ঠা সরকার**

কোনওটার সঙ্গে রয়েছে চিরুনি লাগানো, আবার কোনওটাতে দু'ধরনের আয়না, কোনওটার সঙ্গে আবার লিপস্টিক লাগানো রয়েছে। একঝলকে এগুলো কী তা বুঝতে সময় লাগবে অনেকের। তবে এগুলো হল স্টাইলিশ কি চেইন (চাবির রিং)। এত রকমের বাহার যে চাবির রিংয়ের হয়ে থাকে বিধান মার্কেট, হংকং মার্কেটে না এলে তা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ এখন আর শুধু চাবি রাখার জন্য নয়, ব্যাগের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলার জন্যও ব্যবহার করা হচ্ছে চাবির রিং। আগেকার দিনে বাড়ির চাবির গোছা সাধারণত পরিবারের প্রধান মহিলার হাতে থাকত। অনেকে তা শাড়ির আঁচলের সঙ্গে বেঁধে রাখতেন। কিন্তু চাবি গোছার জন্য রকমারি চাবির রিং ছিল না। তবে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে সেই চাবির রিংয়ে অভিনবত্ব এসেছে। তবে এখন আর চাবির রিং শুধু চাবি রাখার জন্য নয়, পাশাপাশি ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যাগ সাজানোর সরঞ্জাম হিসেবেও। মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুলের ছাত্রী মেঘা সেনগুপ্তের ব্যাগে লাগানো 'এভিল আই' কি চেন। কেন এটা লাগিয়েছে প্রশ্ন করতেই হেসে সে জানায়, এখন তো কি চেন ব্যাগের ফ্যাশন। আমার বান্ধবীরাও বিভিন্ন রকমের কি চেন ব্যাগে আটকে রাখে।

শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, হংকং মার্কেটের মতো ফ্যাশনেবল জিনিস বিক্রির জায়গা শুধু নয়, শপিং মল সহ প্রধাননগর, মহাবীরস্থান, বিধান মার্কেটের ছোট, বড় দোকানগুলোতেও এখন স্টাইলিশ চাবির রিং দেখা যায়। কী ধরনের চাবির রিং এখন ফ্যাশনে রয়েছে প্রশ্ন করা হলে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের মহিলাদের সাজার জিনিস বিক্রি করা শ্রেষ্ঠা সরকার বলেন, 'নতুন প্রজন্মের বেশিরভাগ মেয়ে ব্যাগে চাবির রিং লাগিয়ে রাখতে পছন্দ করে। এখন এটা একটা স্টাইল হয়ে গিয়েছে।' চাহিদা থাকায় সাদামাঠা নয় বরং বিভিন্ন ধরনের ইউনিক চাবির রিং এখন বাজারের 'হটকেক'।

চাবি ছাড়া পুতুল

- আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে চাবির রিংয়ে অভিনবত্ব এসেছে, এখন রিং শুধু চাবির জন্য নয়, ব্যাগ সাজানোরও
- এখন পুতুল দেওয়া, ছোট ডায়েরি আটকানো, আয়না দেওয়া বিভিন্ন রকমের চাবির রিং বাজারে পাওয়া যাচ্ছে
- বিভিন্ন ধরনের ইউনিক চাবির রিং এখন বাজারের 'হটকেক' আর ব্যাগের থেকেও রিংয়ের দাম বেশি

পুলিশের অভিযানেও বদলাল না ছবি

রাস্তা দখল করে পার্কিংয়ে যানজট

সাগর বাগচী

নিবেদিতা রোডে পুলিশের অভিযান।

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : রাস্তা তো নয়, যেন পার্কিং জোন। যে যাঁর ইচ্ছেমতো গাড়ি, বাইক রেখে চলে যাচ্ছেন। রাস্তার ওপর উঠে আসছে ঠ্যালা। আর তাতেই যানজটে খাবি খেতে হচ্ছে রোজ। প্রধাননগরের নিবেদিতা রোড হোক বা মেঘনাদ সরণি, দুটি রাস্তাই এখন কার্যত বিভীষিকা। যা নিয়ে ক্ষোভের শেষ নেই স্থানীয়দের। এতদিন অবশ্য ঘুম ভাঙল পুলিশের। বৃহস্পতিবার জংশন ট্রাফিক গার্ডের তরফে অভিযান চালানো হল নিবেদিতা রোডে। কিন্তু পুলিশ ফিরতেই আবার আগের অবস্থায় ফিরল প্রধাননগরের এই ব্যস্ততম রাস্তা।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বলছেন, 'অভযিান লাগাতার চলবে। যত্রতত্র গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য যানজট হচ্ছে। আজ শুধুমাত্র সতর্ক করা হয়েছে। এরপর থেকে যানবাহন রাখা হলে জরিমানা করা হবে।'

এদিন পুলিশের তরফে রাস্তার ওপর রাখা, বাইক গাড়ি সরিয়ে নিতে সতর্ক করা হয় চালকদের। পাশাপাশি যত্রতত্র ঠ্যালা নিয়ে বসা দোকানদারদেরও সরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযানে তাৎক্ষণিক কাজ হলেও, বিকেলে পরিস্থিতি পালটে যায় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

চম্পাসারি মোড় সংলগ্ন সবজি বাজারের সামনে রাস্তার একেবারে মাঝখানে প্রতিদিনই যানবাহন রাখা হয়। বৃহস্পতিবারও একই ছবি চোখে পড়েছে। নিবেদিতা রোডের বাসিন্দা প্রফুল্ল সরকারের কথায়, 'বাইরে থেকে আসা ক্রেতারা রাস্তার মাঝখানে যানবাহন দাঁড় করিয়ে সবজি, ফল কেনেন। কিন্তু বাইক, স্কুটার রাখার ফলে যে যানজট হচ্ছে, সেটা কেউ খেয়াল করেন না।'

মেঘনাদ সরণিতেও রাস্তার পাশ দিয়ে লাইন করে রাখা থাকে বাইক, স্কুটার এমনকি গাড়িও। এলাকায় একাধিক নার্সিংহোম রয়েছে। অভিযোগ, সেই তুলনায় পার্কিং নেই। ফলে রাস্তায় গাড়ি রেখে চলে যান অনেকে। এদিনও পরিস্থিতি একই ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা রোশন ছেত্রীর কথায়, 'রাস্তার মধ্যে যানবাহন রাখলে পুলিশ জরিমানা করুক। সেটা করলেই রাস্তার ওপর গাড়ি রাখার প্রবণতা কমে যাবে।'

উড়ালপুল চালুর দাবি

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : বর্ধমান রোডে উড়ালপুলের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে রাস্তায় নামল সিপিএম। বৃহস্পতিবার সিপিএমের শিলিগুড়ি ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে বর্ধমান রোড থেকে মিছিল করে পূর্ত দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ করা হয়। মিছিলের পরে গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বলেন, 'পুজোর আগে ওই উড়ালপুলের কাজ শেষ করে জনগণের জন্য খুলে দেওয়া না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।'

উল্লেখ্য দীর্ঘদিন নানা জটে এই উড়ালপুলের কাজ আটকে থেকে ফের শুরু হয়েছে।

কুইজ

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : ট্রাফিক ব্যবস্থা বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে কর্পোরেশন এলাকার স্কুলগুলিকে নিয়ে রোড সেফটি কুইজ কম্পিটিশন হল। নেতাজি উচ্চবিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার এই কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। কর্পোরেশন এলাকার ১৫টি স্কুল এদিনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পরিবহণ বিভাগের উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি কুইজ ক্লাবের সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবারের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় শিলিগুড়ি নেতাজি উচ্চবিদ্যালয়।

পোলে আগুন

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : বৃহস্পতিবার রাতে ভারতনগরে একটি ইলেক্ট্রিক পোলে আগুন লাগে। পরে দমকল এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন স্থানীয়দের হঠাৎই নজরে আসে পোল থেকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

বহিরাগত রুখতে পথে মহিলারা

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : বহিরাহতদের দাপটে নষ্ট হচ্ছে শিলিগুড়ির ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঐতিহ্য। পদক্ষেপ করছে না পুলিশ। মহিলাদের নিরাপত্তায় পুলিশের যে উইনার্স টিম তৈরি হয়েছিল, তাদেরও নাকি দেখা মিলছে না। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে নজরদারির দায়িত্ব নিজেদের কাঁধেই তুলে নিলেন এলাকার মহিলারা। এলাকার প্রতিটি দোকানে দোকানে গিয়ে মহিলারা সকলকে অনুরোধ করলেন, বহিরাগতদের প্রশ্রয় না দিতে।

ওয়ার্ডে বহিরাগতদের দাপট রুখতে এদিন রাস্তায় নামেন খোদ ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা। সঙ্গে ছিলেন এলাকার বাসিন্দা শিক্ষিকা রমিলা কৈরালা (ঘোষ) সহ আরও অনেকে।

> **কাউন্সিলারের কথা**
>
> রাজ্যজুড়ে নারীদের ওপর অত্যাচার চলছে। পুলিশ সবজায়গাতেই নিশ্চুপ। এখানেও এক অবস্থা। তাই আমরা ওয়ার্ডের মহিলারা পথে নেমেছি মানুষকে সচেতন করতে এবং নজরদারি চালাতে। আমাদের এই অভিযান নিয়মিত চলবে।

কয়েকদিন ধরেই সুভাষপল্লিতে স্থানীয়দের উত্ত্যক্ত করা, মদের আড্ডা বসানো সহ নানাভাবে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলার অভিযোগ উঠছিল তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ধীমান বসু ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। এসব বন্ধের দাবিতে পুলিশের কাছে মাস পিটিশন, গৌতম দেবের কাছে নালিশ সবই করেছেন স্থানীয়রা। তবে পুলিশ এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ।

মৌসুমি বলছেন, 'রাজ্যজুড়ে নারীদের ওপর অত্যাচার চলছে। পুলিশ সবজায়গাতেই নিশ্চুপ। এখানেও এক অবস্থা। তাই আমরা ওয়ার্ডের মহিলারা পথে নেমেছি মানুষকে সচেতন করতে এবং নজরদারি চালাতে। আমাদের এই অভিযান নিয়মিত চলবে।'

পথ আটকে ব্যবসা ৭ নম্বর ওয়ার্ডে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : একের পর এক কাবাড়ির গোডাউন। গোডাউন সংলংগ্ন রাস্তার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কাবাড়ির বস্তা। এমনকি গোডাউনে আসা পণ্যবাহী গাড়িগুলিও ওই রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে। পথে চলতে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু কেউ দেখার নেই। যেন অভিভাবকহীন শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কয়লা ডিপো সংলগ্ন এলাকা। এমন পরিস্থিতিতে অন্তত রাস্তা দিয়ে যাতে স্বাভাবিকভাবে চলাচল করা যায়, সেই দাবি তুলেছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ অবশ্য বলছেন, 'এলাকার অনেকেই কাবাড়ির সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। তাঁরা ভাড়াবাড়িতে থাকায়, বাইরেই সামগ্রীর বস্তা ফেলে রাখছেন, এটাই মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

বর্ধমান রোডের সঙ্গে বিবেকানন্দ রোডের সংযোগকারী কয়েলা ডিপো এলাকায় ৩০০-র বেশি বাসিন্দা বসবাস করেন। এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক কাবাড়ির গোডাউন রয়েছে। এমনকি স্থানীয়দের অনেকেই কাবাড়ির সামগ্রী তোলার সঙ্গে যুক্ত। এই অবস্থায় রাস্তার মধ্যে কাবাড়ির সামগ্রী ফেলে রাখার প্রবণতা বাড়ছে। বুধবার এলাকায় পৌঁছাতেই দেখা গেল, কয়েকটি গোডাউন বন্ধ থাকলেও বাইরে একাধিক কাবাড়ি সামগ্রীর বস্তা পড়ে রয়েছে। এর মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একের পর এক পণ্যবাহী গাড়ি। স্থানীয় অশোক দাস বলছিলেন, 'রাস্তাটি চাপা, এর মধ্যে এভাবে গাড়ি, কাবাড়ি সামগ্রীর বস্তা পড়ে থাকাটা আশঙ্কার। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে, দমকল ঢোকার পর্যন্ত পরিস্থিতি থাকবে না। সব শেষ হয়ে যাবে। দমকলের গাড়ি যাতে ঢুকতে পারে, সেদিকে সকলের নজর রাখা উচিত।' স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ওয়ার্ড কাউন্সিলারের নেতৃত্বে কয়েকবার অভিযান হয়েছে। দুই-একদিন সকলে সচেষ্ট ছিলেন। তারপর আবার পরিস্থিতি আগের অবস্থায় ফিরে যায়। যেমনটা দেখা গিয়েছে বুধবার। তবে বিষয়টি নিয়ে কোনও কাবাড়ি ব্যবসায়ী মুখ খোলেননি। এলাকার ব্যবসায়ী এবং স্থানীয়রা সচেতন না হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে মনে করেন এলাকারই মিষ্টু সাহা। তবে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলছেন তিনি। কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলছেন, 'গাড়িগুলি যাতে সমস্যার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, সেটি আমরা দেখছি। এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর চেষ্টা করছি।'

পরিচয়পত্রহীন

প্রথম পাতার পর

কয়েকজনের গ্রেপ্তারে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে। তাই পরিবহণনগরের ঝুপড়ি নিয়েও সন্দেহ দানা বাঁধছে। যদিও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। তিনি বলছেন, 'কারা সেখানে থাকছেন, খোঁজ নিয়ে দেখব। পুলিশের বিষয়টি দেখা দরকার।'

অনুপ্রবেশের দায়ে মঙ্গলবার প্রধাননগর থানার পুলিশ দাগাপুর থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, তিন মাস যাবৎ ওই ব্যক্তি শিলিগুড়িতে কাঠমিস্ত্রি হিসাবে কাজ করছিল। শুধু দাগাপুর নয়, শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় পরিচয়পত্র গোপন করে অনেক মানুষ থাকছেন বলে অভিযোগ। যাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যেমন, মাটিগাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসন নদীর চরে গড়ে ওঠা বস্তিগুলিতে বসবাসকারী অনেকের আদি বা প্রকৃত ঠিকানা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই সংক্রান্ত প্রশ্নে বৃহস্পতিবার বালাসন বস্তির দোকানদার পরেশ সরকার বলেন, 'বাইরে থেকে অনেক মানুষ এসে ঘর বানিয়ে থাকছেন। যাঁদের বাংলা কথার টান আলাদা। নতুন করে অনেকে পরিচয়পত্র বানিয়েছে বলে শুনেছি। পুলিশের বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত।' টাকার বিনিময়ে স্থানীয়দের কয়েকজন পরিচয়পত্র তৈরি করে দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠছে।

সমরনগরেও বসবাসকারী অনেকের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে স্থানীয়দের একাংশ অন্ধকারে। সমরনগর বটতলার বাসিন্দা বিকাশ মণ্ডল, অভিজিৎ দাসদের বক্তব্য, মহানন্দা নদীর চরে অনেক ঘর হয়েছে। যেখানে বাইরে থেকে মানুষেরা এসে থাকছেন। তাঁরা এদেশের নাগরিক কি না, জানা নেই। ডাবগ্রাম ও ফুলবাড়ি এলাকায় অনেক নাগরিকের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ জাগছে। যেমন, ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাপিয়াপাড়ার বাসিন্দা শেখর মণ্ডলের বক্তব্য, 'সাহু নদীর চরে বাড়ি করে থাকা মানুষদের বিষয়ে খোঁজ নিলে অনেক তথ্য জানা যাবে। এদের পরিচয়পত্র বানানোর পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের কথায়, 'পুলিশের জাল চারিদিকে ছড়ানো থাকায়, অনুপ্রবেশকারীদের আমরা ধরতে পারছি।'

ছাদ চুইয়ে জল জমেছে ক্লাসরুমে। -সংবাদচিত্র

সভাধিপতির স্কুলের জরাজীর্ণ দশা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৭ জুলাই : ছোটবেলায় নকশালবাড়ি ব্লকের বিধুভূষণ প্রাথমিক স্কুলে পড়তেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। ওই স্কুলেরই এখন জরাজীর্ণ দশা। বৃহস্পতিবার স্কুলটি পরিদর্শনে যান অরুণ। তিনি বলেন, 'নকশালবাড়ি ব্লকের স্কুলগুলো সংস্কারের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে স্কুলগুলো যতটা সম্ভব সংস্কার করা হবে। পরবর্তী সময়ে আমরা আবার টাকা বরাদ্দ করে বাকি কাজ করব।'

১৯৭৩ সালে বিধুভূষণ প্রাথমিক স্কুলটি স্থাপিত হয়। খাতায়-কলমে ৮১ জন পড়ুয়া থাকলেও এদিন মাত্র ১৫ জন পড়ুয়া উপস্থিত ছিল। স্কুলে পা রাখতেই দেখা গেল, টিনের চালের চারটি ক্লাসরুম রয়েছে। সেখানে টিনের চাল ফুটো হয়ে জল চুইয়ে পড়ছে। কোথাও আবার চালই গিয়েছে উড়ে। একটি ক্লাসরুম তো পুরো জলে থইথই করছে। ওই ক্লাসরুমের বেঞ্চে পড়ুয়াদের ব্যাগ রাখা রয়েছে। টিনের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া দোতলা ভবনে দুটি ক্লাসরুম রয়েছে। ওই দুই ক্লাসরুমে সব পড়ুয়াকে একসঙ্গে বসিয়ে চলছে পঠনপাঠন।

কে যে কোন শ্রেণির পড়ুয়া তা বোঝা দায়! প্রি-প্রাইমারি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়ারা সব মিলেমিশে একাকার। শিক্ষকদের প্রশ্ন করে জানা গেল, সব ক্লাসরুমেই জল পড়ে। শৌচাগারের বেহাল অবস্থা। কার্যত সেটি ব্যবহারের অযোগ্য। দোতলা ভবনের সিঁড়িঘরের নীচে আবর্জনার স্তূপ জমিয়ে রাখা।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি সরকার বলেন, 'গত দেড় বছরের বেশি সময় ধরে নানা সমস্যা চলছে। বৃষ্টিতে ওয়্যারিং নষ্ট হয়ে গিয়েছে।' স্কুলের আরেক শিক্ষক চিরঞ্জিত ঘোষ বলেন, 'সীমানা প্রাচীর নেই। স্কুল চত্বরে নেশার আসর বসে।' সভাধিপতিকে সমস্ত সমস্যার কথা জানান স্কুলের শিক্ষকরা।

নকশালবাড়ি ব্লকের পাঁচটি হাইস্কুল ও নয়টি প্রাথমিক স্কুল মেরামতের জন্য শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। যা নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। কারণ প্রাথমিক স্কুলগুলি মেরামতের জন্য ১ লক্ষ টাকার কম বরাদ্দ করা হয়েছে। বিধুভূষণ প্রাথমিক স্কুলের পাশাপাশি যোড়শী বালা প্রাথমিক স্কুল, নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়, কলাবাড়ি ফরেস্ট বস্তি, বুধকরণজোতের মতো স্কুলের দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থা। বিধুভূষণ প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার ক্ষোভ, 'এত কম বরাদ্দে কিছু করা যাবে না।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, চারদিকে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে অথচ মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি নিজে ওই স্কুলের প্রাক্তনী হওয়া সত্ত্বেও নজর দিচ্ছেন না। পাশাপাশি এত কম বরাদ্দে কী করে সব স্কুলের সংস্কার সম্ভব তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

ধৃত ২

কিশনগঞ্জ, ১৭ জুলাই : কিশনগঞ্জ পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর যৌথ অভিযানে বুধবার রাতে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সামনে ১০১.১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার সাগর কুমার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানান, উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য আনুমানিক ৯০ হাজার টাকা।

পথে নামুন

প্রথম পাতার পর

তাঁরা মানুষের অধিকারে বিশ্বাস করেন। প্রত্যেককে অনুরোধ করব রুখে দাঁড়ানোর জন্য। ইউনূসের হাত থেকে দেশের মানুষকে, নারীকে, শিশুকে রক্ষা করুন।' অন্তর্বর্তী সরকারকে জঙ্গি তকমাও দেন তিনি। গোপালগঞ্জ বৃহস্পতিবারও ছিল থমথমে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার রাত ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কার্ফিউ জারি করলেও তার মেয়াদ শুক্রবার সকাল ১১টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়। দুপুর ২টো পর্যন্ত শিথিল করা হলেও পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্ফিউ জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাফাই দিয়েছে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। জনসাধারণকে ধৈর্য ধরার পাশাপাশি গুজবে কান না দিয়ে সহযোগিতা করার বার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ সেনা। হাসিনা সেই বার্তা খারিজ করে বলেন, সেনাবাহিনী দেশের মানুষের সঙ্গে যে আচরণ করেছে সেটা একাত্তর সালে পাকিস্তানি বাহিনী করেছিল। ছাত্র লিগের এক নেতাকে গুলি করার পর তাঁর দেহে লাথি মারার একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে।

এনসিপি নেতা নাহিদ ইসলাম অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁরা ফের গোপালগঞ্জে যাবেন। তিনি বলেন, 'এবার কিন্তু আমরা ফিরে আসার জন্য মার্চ করব না। গোপালগঞ্জের মাটি ও জনগণকে মুজিববাদ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে আসব। ফ্যাসিবাসীরা এখনও গোপালগঞ্জকে তাদের আশ্রয়কেন্দ্র করে রেখেছে।' বুধবার সেনার সাঁজোয়া গাড়িতে চেপে গোপালগঞ্জ থেকে পালিয়েছিলেন নাহিদরা। দেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী অবশ্য দাবি করেন, গোপালগঞ্জের পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক। বুধবার যা ঘটেছে, সেই সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য ছিল ঠিকই। কিন্তু এত লোক হবে, সেই তথ্য ছিল না। যারা অন্যায় করেছে, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।

বিজেপি শাসিত অসমে বাঙালি হিন্দুদেরও বিরোধিতা

উচ্ছেদের নির্দেশে বিক্ষোভ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৭ জুলাই : 'উন্নয়নের' অজুহাতে শহর থেকে হিন্দুদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা নিয়েছে অসম সরকার। এমন অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার আন্দোলনে নামলেন ধুবড়ির বাসিন্দারা। তাঁরা জানিয়েছেন, ধুবড়ি শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাহাদুরটারি এলাকার প্রায় তিন শতাধিক পরিবারকে ইতিমধ্যে মৌখিকভাবে উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। এতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। তারই বিরোধিতায় এদিন শহরের কালী মন্দিরের সামনে দিনভর চলে বিক্ষোভ।

স্থানীয় বাসিন্দা অনীতা দাসের কথায়, 'শুধু রাস্তা সম্প্রসারণের নামে তিন শতাধিক পরিবারকে উচ্ছেদ করা হবে। সরকারি পাট্টা থাকার পরেও বাড়িঘর ছাড়তে বলছে। যদি আমাদের সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তাহলে কেন পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। সেই জমিতে কেন সরকারিভাবে ঘর তৈরির জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে? শহরের একশো বছরের পুরোনো কালী মন্দির ভেঙে ফেলা হবে বলে জানানো হয়েছে। জীবন থাকতে আমরা সেই জমি ছাড়ব না।'

এদিকে, বিজেপি শাসিত অসমে বাংলাভাষী হিন্দুদের উচ্ছেদের প্রস্তুতি ঘিরে বিজেপিকে নিশানা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তোপ দেগেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

উচ্ছেদের বিরোধিতায় ধুবড়ি শহরে আন্দোলনে বাঙালি হিন্দুরা।

তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'অসমে বাংলাভাষী হিন্দুদেরও রেয়াত করছে না বিজেপি সরকার। প্রতিহিংসার রাজনীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। বাংলাভাষীদের হেনস্তা আমরা মেনে নেব না।'

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের নিপীড়নের অভিযোগে ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। সেই আবহেই নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে পড়শি রাজ্য অসম। বুধবার ধুবড়ি শহরের বাংলাভাষী হিন্দুদের উচ্ছেদের নির্দেশ দিতেই ফের শোরগোল শুরু হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ধুবড়ি-ফুলবাড়ি দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু নির্মাণের কাজ জোরকদমে চলছে। এতদিন ধুবড়ি থেকে স্টিমারে মেঘালয় পৌঁছাতে হত। নতুন সেতু নির্মাণের লিংক রোড তৈরি হবে বাহাদুরটারি এলাকা ঘিরেই। সেই কারণেই রাস্তা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এলাকাবাসীদের বাড়ি সরিয়ে নিতে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। ওই সিদ্ধান্তেই ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। বিক্ষোভকারী রতন বিশ্বাসের কথায়, 'বহু বছর ধরে আমরা এখানে বসবাস করছি। আমরাই ভোট দিয়ে বিজেপিকে জিতিয়েছি। অথচ এখন আমাদের বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। পরিবার নিয়ে কোথায় যাব? চিন্তায় রাতে ঘুম হচ্ছে না। তাই আন্দোলনে নেমেছি।'

যদিও প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য শতাধিক পরিবারকে মৌখিকভাবে বাড়িঘর সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। সরকারি পাট্টা যাঁদের রয়েছে, তাঁদের পুনর্বাসন ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

গোটা ঘটনার সাফাই দিয়ে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক বলেন, 'ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ধুবড়ি-ফুলবাড়ি দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু নির্মাণ হবে। সেজন্য কিছু বাড়িঘর সরানোর প্রয়োজন পড়েছে। আতঙ্কের কিছু নেই। তৃণমূল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা প্রচার করছে।'

নীতীশের বিশেষ ঘোষণা

কিশনগঞ্জ, ১৭ জুলাই : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার রাজ্যের প্রত্যেক বিদ্যুৎ গ্রাহককে ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেবেন বলে বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন। ১ অগাস্ট থেকে কোনও গ্রাহককে ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিল বা শুল্ক দিতে হবে না বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে, ১ কোটি ৬৭ লাখ বিদ্যুৎ গ্রাহক লাভবান হবেন।

একসঙ্গে যত

প্রথম পাতার পর

আলাপ হল এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের সঙ্গে। সুশ্রুত চৌধুরী। নিজে একসময় দিল্লিতে ইউপিএসসি'র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতেন। বর্তমানে দিল্লিরই একটি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কোচিং সেন্টারে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। সুশ্রুত এটা প্রতিষ্ঠা করেন ২০২১ সালে। ২০২৩ সালে আরও একটি লাইব্রেরি খোলেন প্রধাননগরে। বলছিলেন, 'করোনাকালে আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। দিল্লিতে এধরনের লাইব্রেরি দেখেছি। তাই নিজের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি শিলিগুড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যও তেমন একটি লাইব্রেরি খোলার ভাবনা মাথায় আসে।' দুটো মিলিয়ে এখন সক্রিয় পাঠক সংখ্যা ২৫০, দাবি তাঁর।

সুশ্রুতর ব্যাখ্যায়, 'করোনা পরবর্তী সময়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে অনলাইন পড়াশোনার চাহিদা বেড়েছে। কারণ, এর স্বল্প খরচ। পাশাপাশি হোমটাউনে বসে অন্য শহরের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাছে পড়ার সুযোগ। অনলাইন ক্লাসের জন্য হাইস্পিডের ইন্টারনেট প্রয়োজন। এছাড়া দিল্লি, কলকাতার একটা বড় অংশের পড়ুয়া বাড়ি বা পিজির থেকেও বেশি এমন একটি পরিবেশে লেখাপড়া করতে পছন্দ করে। যেখানে ওরা নিজেদেরই মতো অন্য পড়ুয়াদের সঙ্গে গ্রুপ স্টাডির সুযোগ পাবে। শিলিগুড়িতেও ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার আগ্রহ দেখি।'

সেখানেই দেখা হল ভক্তিনগরের বাসিন্দা দিয়া সাহার সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য একাগ্রতা চাই। এখানে প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে সেই মানসিকতা রয়েছে।'

-কিন্তু বাড়িতে তো একা ঘরে আরও নিরিবিলি পরিবেশে পড়া যায়।

দিয়া হেসে যুক্তি দিল, 'বাড়িতে পড়তে বসলে বেশিরভাগ সময় নষ্ট হয় অন্য কোনও কাজ করতে গিয়ে। মন বসতে চায় না।'

নীরজ কুমার পাটনা থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন। এখন অনলাইন সেন্টার থেকে কোচিং নিচ্ছেন সিজিএল (কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল) পরীক্ষার জন্য। নীরজের পর্যবেক্ষণ, 'পাটনায় এধরনের বেসরকারি লাইব্রেরি রয়েছে। তবে সংখ্যায় অনেক বেশি। শিলিগুড়িতেও সেই সম্ভাবনা ও প্রয়োজন রয়েছে।'

আলাপ হল অভিজিৎ বিশ্বাস নামে আরও এক ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী। কলেজপাড়ায় পাশাপাশি দুটো গলিতে তাঁর দুটো 'প্রাইভেট লাইব্রেরি' রয়েছে। সুশ্রুতের প্রতিষ্ঠানের কায়দায় চলছে সেগুলো।

দুজনের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, এখানে চাহিদা বাড়ছে রিডিং রুমের। একজনের থেকে খোঁজ পেয়ে আসছে আরও অনেকে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে লেখাপড়ার ধাঁচে ব্যাপক বদল দেখতে চলেছে শহর শিলিগুড়ি।

শহরের রাস্তায় রঙিন পৃথিবী যেন

বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জে দিবাকর সাহার তোলা ছবি।

তবু শিক্ষা নেয়নি মেডিকেল

প্রথম পাতার পর

২০২২ সালের মে মাসে মেল অর্থোপেডিক অন্তর্বিভাগ থেকে এক ব্যক্তির কাটা হাত একটি কুকুর মুখে নিয়ে ছাদে ঘোরাঘুরি করছিল। সেই ছবি ভাইরাল হতেই রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে। সেই ঘটনার পরেই তদন্ত কমিটি গড়েছিল মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই তদন্ত রিপোর্টও প্রকাশ্যে আসেনি, তদন্তের ভিত্তিতে কেউ শাস্তি পেয়েছেন বলেও জানা যায়নি। ২০২০ সাল নাগাদ একটি শিশুর মরদেহ পালি পার্টি (ডোমেরা) মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল। কুকুর সেই দেহ তুলে খুবলে খেয়েছিল। সেই ঘটনাতেও কারও বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হয়নি।

এবার অঙ্কোলজি বিভাগের করিডরে শুয়ে থাকা ৫০ বছর বয়সি ওই রোগীর ডান থাই থেকে পুরো পা কয়েকটি কুকুর খুবলে খেয়েছে। এনিয়ে রোগী এবং পরিজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এদিন সার্জারি বিভাগের বাইরে দাঁড়িয়ে পাঞ্জিপাড়া থেকে আসা রোগী মহম্মদ আবদুল বলছিলেন, 'একটা মানুষকে কুকুর এভাবে খুবলে খেয়েছে শুনে আতঙ্কে আছি। আমরা তো মাঝেমধ্যেই মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য আসি। চারিদিকে কুকুর ঘোরে। খুব ভয় হয়। রোগীদের কথা মাথায় রেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

অঙ্কোলজি বিভাগেই চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন শিলিগুড়ির শর্মিলা পাল। এই ওয়ার্ডের বাইরে একজনকে কুকুর খেয়ে নিয়েছে শুনেই দেখতে বেরিয়েছিলেন। তখনও কয়েকটি কুকুর করিডরে ঘোরাফেরা করছে। শর্মিলাদেবী মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'কী কাণ্ড। এও সম্ভব। একটা মানুষ রাতে করিডরে শুয়ে ছিলেন। কয়েকটা কুকুর দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর মাংস ছিঁড়ে খেল। অথচ কেউ দেখল না? এখানে চিকিৎসার জন্য আসা মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?'

চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, একের পর এক এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। বহির্বিভাগ হোক বা অন্তর্বিভাগ, করিডর সর্বত্র কুকুরের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এই কুকুরগুলি মারাত্মক হিংস্র। শুধু রোগী বা সাধারণ মানুষই নন, চিকিৎসক, নার্স সহ কোনও স্বাস্থ্যকর্মীই নিরাপদে নেই। একটা করে অঘটন ঘটে, কয়েকদিন চর্চা হয়, আবার সবাই ভুলে যান।

মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেছেন, এটা মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতা। এর আগেও মেডিকেলে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তারপরেও স্বাস্থ্য দপ্তর সতর্ক হয়নি। এই অব্যবস্থার কথা বিধানসভায় তুলব।

বাংলাদেশি সন্দেহে হয়রানি হরিয়ানায়

কোচবিহার, ১৭ জুলাই : বাংলাদেশি সন্দেহে ফের রাজ্যের বাসিন্দাদের হয়রানির অভিযোগ উঠল হরিয়ানার গুরুগ্রাম এলাকার ২৮ নম্বর সেক্টর পুলিশের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে নিজের বাড়ির অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানিয়েছেন কোচবিহারের তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়।

কোচবিহারে শীতলকুচির গোলেনাওহাটির বাসিন্দা সফিকুল মিয়াঁ কয়েকবছর ধরে হরিয়ানার গুরুগ্রামে থাকেন। সেখানে শীতলকুচি সহ কোচবিহারের আরও অনেক বাসিন্দা থাকেন। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে সেখানকার পুলিশ পরিচয়পত্র নিয়ে তাঁদের নানাভাবে হয়রানি করছে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখার পরেও তারা সন্তুষ্ট হচ্ছে না। র‍্যাশন কার্ড, জমির কাগজপত্র ইত্যাদি দেখতে চাইছে। তাঁদের 'বাংলাদেশি' বলার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ পার্থপ্রতিমের। গোটা ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পার্থপ্রতিমের কথায়, 'বিষয়টি আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে জানিয়েছি। দল বললে আমি এই নিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে গুরুগ্রামেও যেতে রাজি।'

বিষয়টি নিয়ে হরিয়ানায় থাকা সফিকুল মিয়াঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় গত ২০-২৫ বছর ধরে তিনি সেখানে থাকেন। জমির মালিকের থেকে জায়গা ভাড়া নিয়ে সেখানে তিনি একটা ঝুপড়িও তৈরি করেছেন।

সেখানে পশ্চিমবঙ্গের চারশোর মতো মানুষ থাকেন। এর মধ্যে কোচবিহারের প্রায় ৩০-৪০ জন বাসিন্দা রয়েছেন। সফিকুল বলেন, 'এতদিন কিছু না করলেও গত চারদিন ধরে আমার ঝুপড়িতে থাকা বাসিন্দাদের পুলিশ পরিচয়পত্র দেখার নাম করে হয়রানি করছে। আমাকে বলছে এখানে কয়জন বাংলাদেশি আছে বল। প্রত্যেকের ঘরে ঢুকে পুলিশ তাঁদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড দেখার পরেও বলছে অনেকেরটা নকল।'

রোগীকে খুবলে খেল কুকুর

প্রথম পাতার পর

এই নিরাপত্তারক্ষীরা পালা করে গোটা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আনাচে-কানাচে ডিউটিতে থাকেন। অথচ একটা দেহ এভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে কয়েকটি কুকুরে খুবলে খেল, অথচ কারও নজরে পড়ল না কেন? নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখতে তদন্তের দাবি উঠছে। পাশাপাশি, ওই করিডরের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতেও সরব হয়েছেন চিকিৎসকরা। হাসপাতালের অনেকেই মনে করছেন, ওই ব্যক্তি অসুস্থতা নিয়েই সম্ভবত বুধবার চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু সেদিন ডাক্তার দেখানো বা কোনও পরীক্ষা করাতে না পারায় বৃহস্পতিবার সেগুলি করাবেন বলে স্থির করে রাত কাটানোর জন্য মেডিকেলের করিডরকেই বেছে নেন।

সুপার দাবি করছেন, 'ওই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন না। তিনি ওখানে কেন শুয়ে ছিলেন, কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল সেটা বলা মুশকিল।' তাঁর যুক্তি, রোগী এবং পরিজনরা খাবার দেন, যেখানে সেখানে খাবার ফেলেন, ফলে কুকুরগুলিও এই এলাকা ছাড়ে না।

তৃণমূল সাংসদদের ভাষণ বাংলায়

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের নির্যাতনের প্রতিবাদে সিদ্ধান্ত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : শুধু ধর্না, মিছিল, বিবৃতিতে নয়, তৃণমূলের এবার ভাষাই অস্ত্র। সংসদের আসন্ন অধিবেশনে দলীয় সাংসদরা শুধু বাংলাতেই ভাষণ দেবেন। বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় কথা বলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের নির্যাতনের প্রতিবাদে এই সিদ্ধান্ত। ভাষা বিদ্বেষের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদের অস্ত্র সেই নিজের ভাষা বাংলা।

ইতিমধ্যে তৃণমূলের লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা সবাই বাংলা ভাষায় ভাষণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

এমনকি তৃণমূলের অবাঙালি সাংসদরাও বাংলায় সংসদে বক্তৃতা করবেন বলে ঠিক হয়েছে। তৃণমূলের এই কর্মসূচিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছেন বাংলারই এক সাংসদ, বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার।

> “২১ জুলাই থেকে সংসদের অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আমরা ইউসুফ পাঠান, কীর্তি আজাদ, সাকেত গোখলে প্রমুখ তৃণমূলের বহিরাগত সাংসদদের চ্যালেঞ্জ করছি, তাঁরা বাংলায় কথা বলতে পারেন কি না দেখব।
>
> সুকান্ত মজুমদার

তিনি বলেন, '২১ জুলাই থেকে সংসদের অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আমরা ইউসুফ পাঠান, কীর্তি আজাদ, সাকেত গোখলে প্রমুখ তৃণমূলের বহিরাগত সাংসদদের চ্যালেঞ্জ করছি, তাঁরা বাংলায় কথা বলতে পারেন কি না দেখব।'

সুকান্ত কটাক্ষ করেন, 'তৃণমূল বলে বাংলা তাদের গর্ব। অথচ প্রার্থী বানায় গুজরাট, বিহার থেকে। এটা মমতার দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছু না।'

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর মতে, এই সিদ্ধান্ত তৃণমূলের আরেকটি নাটক ছাড়া আর কিছু নয়।

যদিও তৃণমূলের এক নেতার বক্তব্য, 'বাংলার প্রতিনিধি যদি বাংলায় না বলেন, তাহলে আর কে বলবেন? এ তো আমাদের গর্বের বিষয়।'

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর অবশ্য বক্তব্য, 'বাংলা ভাষা মমতার ভোটের নতুন কার্ড! মুর্শিদাবাদের হিংসা আর হিন্দু ভোটে ফাটল ধরাতে বাংলা ভাষাকে সামনে আনছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

সমীক্ষায় ভয় জাগে

প্রথম পাতার পর

মেশার গ্রামে পিকনিক করতে যাই। জার্মানির কোবলেন্সে রাইন ও মোসেল নদীর হাত ধরা দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি। আমেরিকার পিটসবার্গে অ্যালেঘেনি ও মোনোগাহেলা মিশে ওহাই নদী তৈরির জায়গার ছবি পোস্ট করি।

শুধু মহানন্দা-বালাসনের মিশে যাওয়ার কেন্দ্রকে পর্যটকের কাছে তুলে ধরতে পারি না। ক্রমশ অচ্ছুত থেকে যায়। সপ্তনদীর শহরে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান থাকে অথই জলে।

উত্তরবঙ্গের সব শহরেরই সঙ্গী কোনও না কোনও নদী। অধিকাংশ জায়গায় তা আবর্জনা ফেলার জায়গা। সপ্তাহ তিনেক আগে শিলিগুড়িতে মহানন্দার প্রথম ব্রিজের পাশে দাঁড়িয়ে। আকাশ দিয়ে যাচ্ছে বিমান। রেলব্রিজ দিয়ে টয়ট্রেন। এমন স্বর্গীয় দৃশ্যের মাঝে দেখি উলটোদিকে এক তরুণী হাতের ব্যাগ থেকে সাদা জামাকাপড়, চাদর পরপর ফেলে যাচ্ছে। হয় হাসপাতাল, না হয় হোটেলের বর্জ্য। দেখেই বুঝবেন, প্রতিদিনের ব্যাপার।

সপ্তনদী দিয়ে ঘেরা থাকলে ইউরোপ-আমেরিকার যে কোনও শহর বিশ্বের সেরা আকর্ষণের একটা হয়ে উঠত। শিলিগুড়ির নদীরা কেন শহরের অন্যতম আকর্ষণ হতে পারে না, তা আর একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমীক্ষায়। গৌতম দেব বা অশোক ভট্টাচার্যরা মেয়র হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দীপনা, বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনা কাজে লাগাতে পারলেন না, এটাই সমস্যা। নইলে মহানন্দা, বালাসন, ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি, সাহু, পঞ্চনই, চামটার উৎসমুখও হতে পারত পর্যটনক্ষেত্র। অবশ্য নেতাদের বলে লাভ নেই, বালাসন-মহানন্দার সংগমস্থলকেই তাঁরা তুলে ধরতে পারলেন না, অন্যগুলো ভেবে কী হবে?

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের এক শিক্ষক ও তিন গবেষক দুধিয়া থেকে নৌকাঘাট পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়েছেন বালাসনে। সেই সমীক্ষা জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়েছে এলসেভিয়ের জার্নাল গ্লোবাল অ্যান্ড আর্থ সারফেস প্রসেসে। ধূপগুড়ির সায়ক সরকার, শিলিগুড়ির অন্তরীপ নন্দী, কালিম্পংয়ের কালবেন ওয়াংচু ভুটিয়াকে নিয়ে কাকদ্বীপের কৌশিক সাহা যে সমীক্ষা চালিয়েছেন, সেখানে উঠে আসছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পর্যবেক্ষণ।

সায়করা বলছেন, ক্ষতবিক্ষত বালাসন যে কোনও সময় গতিপথ বদলাবে। গত দু'দশকে বালাসনের প্রস্থ কমেছে ৫৩ শতাংশ, বালি-পাথর তোলায় গভীরতা কোথাও ২ মিটার কমে গিয়েছে। বড় বড় গর্ত। যে কোনও সেতু তৈরি বিপজ্জনক। বালাসন-সংকোশের বালি এমনিতে উত্তরের অন্যতম সেরা। বালাসনে যন্ত্রপাতি নামিয়ে বালি-পাথর তোলার প্রবণতা প্রভাব ফেলছে মহানন্দা অভয়ারণ্যে। পালটাচ্ছে হাতিদের করিডর। জীবজন্তু, গুল্মের পক্ষেও বিপজ্জনক।

এবারই প্রথম সমীক্ষায় ইউরোপ, আমেরিকার নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বালাসনের। সরকারি হিসেবেই বালাসন থেকে বছরে ৬.৮৪ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্রাভেল তোলা হয়। চোরাপথের হিসেব ধরলে তো আরও বাড়বে। সমীক্ষায় পর্যবেক্ষণ-- এটা শুধু ভয়ংকর নয়, ঐতিহাসিক। এসব কি গৌতম দেব খবর রাখেন? শংকর ঘোষ? অশোক ভট্টাচার্য?

প্রায় প্রত্যেক শহরেই যখন নদী রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে, শহরের হর্তাকর্তারা এমন সমীক্ষা নদী নিয়ে করতেই পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বিভাগের সাহায্য নিয়ে। কলকাতা-দিল্লির মুখাপেক্ষী থাকতে হত না। বহু শহরেই সরকারি খরচের অপচয় দেখে আশ্চর্য হতে হয়। অনেকই অকাজের কাজ। ভাইদের পাইয়ে দেওয়ার কাজ। গৌতম শিলিগুড়ির সপ্তনদী সাজিয়ে, সপ্তডিঙা ভাসিয়ে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারতেন। নদীদের কথা বলতে শোনা যায় না তাঁকে। শংকর বা অশোকের মুখেও নদী আসে না।

মালদা শহরে মাঝে মাঝে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় সরকারি প্রকল্পে। মেলায়, গানবাজনায়, খেলাধুলোতে। মহানন্দাকে কখনও পর্যটনের কাজে ব্যবহার করেননি কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি। গৌড়-আদিনাই অবহেলিত থেকে যায় তো, মহানন্দা-কালিন্দ্রীর সংগম! পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ক'দিন আগে মালদায় সরকারি অনুষ্ঠানে শচীন দেববর্মন ও রাহুল দেববর্মনের গান শুনিয়ে গিয়েছেন। 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই' আর 'মনে পড়ে রুবি রায়'। তিনি গৌড়েরও বাঁশি শোনেননি। তাঁর মহানন্দাকেও মনে পড়েনি।

আত্রেয়ী-পুনর্ভবার জন্যই কী করেছেন কেন্দ্রের মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার? মন্ত্রী হয়ে তাঁর মুখের ভাষা পালটে গিয়েছে। তাঁর বাড়ির পাশের আত্রেয়ী নদীর দুর্দশার ভাষা পালটায়নি। যেভাবে রায়গঞ্জে পক্ষীনিবাসের পাশে কুলিক নদীর নর্দমা হওয়া পালটায়নি।

কোচবিহারের তুফানগঞ্জের কাছে, সীমান্ত সংলগ্ন বালাভূতে পাঁচটা নদী কার্যত হাত ধরাধরি করে হাঁটে। তোর্ষা, কালজানি, গদাধর, রায়ডাক ও ঘর্ঘরিয়া। এই যে মুখ্যমন্ত্রী এতবার উত্তরবঙ্গে আসেন, কোচবিহারে এত তৃণনেতা, কেউ কি তাঁকে বলেছেন, ওখানে নদীভিত্তিক পর্যটন ভাবা যায়? বিজেপির নিশীথ প্রামাণিক, নগেন রায় এত বছর ক্ষমতার দুয়ারে-- কেউ কি ভেবেছেন এসব? প্রকল্প জমা দিয়েছেন কেন্দ্রে?

এত লেখা পড়েটড়ে শেষকথাটা তো শুনে যান! নদী নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগেও কিছু সমীক্ষা হয়েছে। কোনওটাই শহরের উদাসীন প্রশাসক বা বিরোধীদের ভাতঘুম থেকে তুলতে পারেনি। পারবে না এবারও, গ্যারান্টি!

২১শে জুলাই-ই

প্রথম পাতার পর

বিজেপির যুব মোর্চা অবশ্য নৌকাঘাট থেকে তিনবাত্তি মোড় হয়ে উত্তরকন্যা পর্যন্ত মিছিল করতে চেয়েছিল।

এজন্য ৩ জুলাই শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে অনুমতি চেয়ে আবেদন জানায় বিজেপির যুব মোর্চা। উত্তর না পেয়ে ৪ তারিখ ই-মেল পাঠায়। ৫ জুলাই জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার ও রায়গঞ্জের বিডিওর কাছেও আবেদন পাঠানো হয়। কিন্তু কোনও জায়গা থেকে উত্তর আসেনি। ২১শে জুলাই কলকাতায় তৃণমূলের সভা আছে যুক্তি দিয়ে অনুমতি দিতে অস্বীকার করে পুলিশ। হাইকোর্টে মামলা হলে রাজ্য সরকার যুক্তি দেয়, উত্তরকন্যা উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের এলাকায় এর আগেও এই ধরনের কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলা হয়েছে।

তাছাড়া কলকাতায় তৃণমূলের সভায় প্রচুর মানুষ শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা যাবেন। সেই ট্রানজিট পয়েন্ট শিলিগুড়িতে তাই অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং এলাকায় হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ রয়েছে বলে যুক্তি দেখায় পুলিশ। আদালতে রাজ্য সরকার দাবি করে, ধর্ষণ হয়েছে কলকাতায়, উত্তরবঙ্গে নয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট ওই কর্মসূচির অনুমতি দিয়ে আইনশৃঙ্খলার যাতে অবনতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলেছে পুলিশকে। যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল জানিয়েছেন, তিনবাত্তি মোড়ে জমায়েত হয়ে মিছিল করে চুনাভাটি গ্রাউন্ডে গিয়ে সভা করা হবে।

স্টোকসের থেকে শিক্ষা নাও, গিলকে গাওয়ার

লন্ডন, ১৭ জুলাই : অধিনায়ক হিসেবে শুরুটা খারাপ হয়নি। তিন ম্যাচের সিরিজে ১-২ পিছিয়ে থাকলেও শুভমান গিলের ভারত অনভিজ্ঞতাকে পিছনে ফেলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে আয়োজক ইংল্যান্ডকে। কিংবদন্তি ডেভিড গাওয়ারও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ভারত অধিনায়ককে। তবে একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিলেন, বেন স্টোকসের নেতৃত্বের কথাও। গাওয়ারের মতে, স্টোকস লর্ডসে যেভাবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত শুভমানেরও।

এক সাক্ষাৎকারে গাওয়ার বলেছেন, ‘একটা দল গড়ে তুলতে অনেক কিছু দরকার হয়। সিরিজ শুরুর আগে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির অনুপস্থিতি। শুভমান সেই দায়িত্ব দারুণভাবে সামলেছে প্রথম দুই ম্যাচে। আসলে দলকে নেতৃত্ব দিতে ৩৪ বছর বয়স হতে হবে এমনটা নয়। ২৪-এও সম্ভব। দরকার প্রতিভা, পরিষ্কার মাথা ও নিখুঁত টেকনিক। সেটা থাকলেই যথেষ্ট।’

ভালো দল তৈরির ক্ষেত্রে অধিনায়কের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন গাওয়ার। লর্ডসে স্টোকসের পারফরমেন্সের কথা টেনে সেকথাই বলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। গাওয়ারের মতে, অধিনায়কের সাফল্য দলের খেলায় প্রভাব ফেলে। লর্ডসে স্টোকসের সাফল্য, ইংল্যান্ডের পারফরমেন্সে তারই প্রতিফলন। স্টোকসের এই মেজাজকেই মিস করছিল ইংল্যান্ড। সারাক্ষণ ৯০ মাইল গতিতে বল করেছেন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাকিদের যা উদ্দীপ্ত করেছে সেরাটা দিতে। শুভমান যার থেকে শিক্ষা নিতে পারেন।

এদিকে, বেন ডাকেটের অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ শট নিয়ে কোহলির উদাহরণ টেনেছেন ব্রায়ান লারা। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির দাবি, ইংল্যান্ড ওপেনার যেভাবে সব সময় রিভার্স সুইপ করেন তার কোনও প্রয়োজন নেই। লারা বলেছেন, ‘দিনের শেষে মূল

ডাকেটকে বিরাট-খোঁচা লারার

কথা, টিকে থাকতে তোমার হাতে শটের বৈচিত্র্য থাকা দরকার। আমি মনে করি, সেটা আমার ভীষণভাবেই ছিল। বিরাটকেই দেখুন, ওর এসব শট (রিভার্স সুইপ) খেলার প্রয়োজন পড়ে না। আমি নিজেও রিভার্স সুইপে থার্ডম্যানে খেলার জায়গায় ওই বলকেই এক্সট্রা কভারে খেলতাম।’

কয়েকদিন আগে সম্মান দেখিয়ে লারার অপরাজিত ৪০০-র রেকর্ড না ভেঙে চর্চায় দক্ষিণ আফ্রিকার স্টপগ্যাপ অধিনায়ক উইয়ান মুল্ডার। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৩৬৭ রানে অপরাজিত থাকা অবস্থায় নিজেই দলের ইনিংসে ইতি টানেন। প্রথম এবং একমাত্র ব্যাটার হিসেবে চারশোর শিখরে পা রাখার স্মৃতি রোমন্থন করে

> দিনের শেষে মূল কথা, টিকে থাকতে তোমার হাতে শটের বৈচিত্র্য থাকা দরকার। আমি মনে করি, সেটা আমার ভীষণভাবেই ছিল। বিরাটকেই দেখুন, ওর এসব শট (রিভার্স সুইপ) খেলার প্রয়োজন পড়ে না। আমি নিজেও রিভার্স সুইপে থার্ডম্যানে খেলার জায়গায় ওই বলকেই এক্সট্রা কভারে খেলতাম।
>
> **ব্রায়ান লারা**

লারা জানান, চারশোর আশা কখনও করেননি। সম্ভবও ছিল না। খেলতে খেলতেই রেকর্ড হয়ে যায়। প্রথমে একশো। তারপর দ্বিশতরান। প্রথম থেকেই বোলারদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে ছিলেন। যার পরিণতিতে চারশো।

বুমরাহ-পন্থকে নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত

বেকেনহামে প্রস্তুতিতে চলেছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

অনুশীলনে হালকা মেজাজে ফুটবলে মেতে ঋষভ পন্থ।

> জাতীয় দলে এভাবে নিজের পছন্দমতো বাছাই করে ম্যাচ খেলা যায় না। সেটা উচিতও নয়। তাছাড়া একটা টেস্টের সঙ্গে পরের ম্যাচের আগে অন্তত সাত-আট দিনের ব্যবধান রয়েছে। ফিট থাকার জন্য আমার মনে হয় সেটা যথেষ্ট সময়।
>
> **-দিলীপ বেঙ্গসরকার**

বেকেনহাম, ১৭ জুলাই : সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়ার। বিলেত সফরের শুরু থেকেই ‘ভালো খেলেও ম্যাচ হারের’ ধারা এখনও চলছে।

হেডিংলের প্রথম টেস্টের পর লর্ডসে তিন নম্বর টেস্টেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কেন জয়ের কাছে গিয়েও ম্যাচ হারতে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে? প্রশ্নটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। আর এমন অবস্থার মধ্যে আজ একসঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয় নতুনভাবে সামনে এসেছে। এক, বেকেনহামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে আজ বাঁ হাতে চোট পেয়েছেন অর্শদীপ সিং। জসপ্রীত বুমরাহকে ২৩ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হলে অর্শদীপ খেলতে পারেন, এমন একটা সম্ভাবনা থাকলেও আজ তাঁর চোটের পর ছবিটা বদলেছে। দুই,

অনুশীলনে চোট পেলেন অর্শদীপ

বুমরাহ নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে ম্যাঞ্চেস্টারে চার নম্বর টেস্টে তিনি খেলবেন কি না, কারোর জানা নেই। তিন, বেকেনহামে আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট। তিনি জানিয়েছেন, ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ঋষভ পন্থ খেললেও কিপিং করতে হয়তো পারবেন না। তাহলে কি ঋষভ ম্যাঞ্চেস্টারে ব্যাটার হিসেবে খেলবেন? যদি তাই হয়, তাহলে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন কে?

প্রশ্ন অজস্র। কোনও প্রশ্নেরই জবাব আপাতত নেই। আজ লন্ডন থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বের বেকেনহামের মাঠে শুভমান গিলরা অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের চার নম্বর টেস্টের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। শুক্রবার ভারতীয় দলের ফের ছুটি রয়েছে অনুশীলনে। শনিবার টিম ইন্ডিয়ার ম্যাঞ্চেস্টার রওনা হওয়ার কথা। এমন অবস্থায় আজ বেকেনহামের মাঠে অনুশীলনের পর সহকারী কোচ রায়ান টেন সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগে দলের নেটে অবশ্যই ব্যাট করবে ঋষভ। লর্ডসে প্রবল যন্ত্রণা নিয়েই ব্যাটিং করেছিল ও। এখনও সেই যন্ত্রণা রয়েছে ওর আঙুলে। ঋষভের মতো ক্রিকেটারকে ছাড়া প্রথম একাদশের কথা ভাবাই যায় না। দেখা যাক কী হয়। তবে ও কিপিং কতটা করতে পারবে, এখনও নিশ্চিত নয় সেটা।’ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে ঋষভ আজ ছিলেন না। তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ফিট হয়ে ওঠার জন্য। কিন্তু ২৩ জুলাই চার নম্বর টেস্ট শুরুর আগে ঋষভ কি ফিট হতে পারবেন? জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল, ঋষভ ম্যাঞ্চেস্টারে উইকেটকিপিং না করলে সেই দায়িত্বটা কে সামলাবেন? লোকেশ রাহুল কি কিপিং করবেন? নাকি নীতীশ কুমার রেড্ডির মতো কাউকে বসিয়ে ধ্রুব জুরেলকে খেলানো হবে? ঋষভের মতোই বুমরাহর ম্যাঞ্চেস্টারে খেলার সম্ভাবনা নিয়েও কোনও দিশা দিতে পারেননি দলের সহকারী কোচ রায়ান।

এদিকে, আজ জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার দিলীপ বেঙ্গসরকারের তোপের মুখে পড়ছেন বুমরাহ। বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার এক নম্বর বোলারের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে ‘বাছাই’ করে ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে খেলেছিলেন বুমরাহ। এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে তিনি খেলেননি। লর্ডসে খেলেছেন। ম্যাঞ্চেস্টারে বুমরাহ খেলবেন কি না, কারোর জানা নেই। এমন অবস্থায় বেঙ্গসরকার আজ বলেছেন, ‘জাতীয় দলে এভাবে নিজের পছন্দমতো বাছাই করে ম্যাচ খেলা যায় না। সেটা উচিতও নয়। তাছাড়া একটা টেস্টের সঙ্গে পরের ম্যাচের আগে অন্তত সাত-আট দিনের ব্যবধান রয়েছে। ফিট থাকার জন্য আমার মনে হয় সেটা যথেষ্ট সময়।’

জসপ্রীত খেললে বেশি হারে ভারত

লন্ডন, ১৭ জুলাই : মিশন ইংল্যান্ডে ১-২ পিছিয়ে ভারত।

সিরিজে জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখতে ২৩ জুলাই শুরু ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্টে হারা যাবে না। ‘ডু অর ডাই’ পরিস্থিতিতে জসপ্রীত বুমরাহর খেলা জরুরি মনে করেন রবি শাস্ত্রী থেকে সুনীল গাভাসকার। এহেন পরিস্থিতিতে পরিসংখ্যান তুলে ধরে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন ডেভিড লয়েড। বুমরাহ খেললেই নাকি বেশি হারে টিম ইন্ডিয়া! বেশি জেতে বুমরাহহীন ভারতীয় দলই!

বুমরাহ এখনও পর্যন্ত ৪৭টি টেস্ট খেলেছেন। যেখানে জয়ের (২০টি) চেয়ে হারের (২৩টি) পাল্লা বেশি। পাশাপাশি এই সময়ে বুমরাহকে ছাড়া খেলা ২৭টি টেস্টে ভারত হেরেছে মাত্র ৫টিতে। জিতেছে ১৯ ম্যাচে! তিনটি ড্র। চলতি সিরিজেও একই হাল। বার্মিংহামে বুমরাহকে ছাড়া জিতেছে ভারত। উলটোদিকে সিরিজে বুমরাহর খেলা দুটি টেস্টেই হেরেছে ভারত।

যে পরিসংখ্যান নিয়ে লয়েডের গলায় কটাক্ষের সুর। এক ক্রিকেট শোয়ে বলেছেন, ‘শুনছিলাম, বুমরাহহীন ভারতীয় দলের চেয়ে ওর খেলা ম্যাচে নাকি ভারত বেশি হারে!

খোঁচা লয়েডের

অবাক করার মতো। অথচ, ও সম্ভবত বিশ্বের সেরা বোলার। ওর অ্যাকশন বিদঘুটে হলেও বেশ কার্যকর।’

সিরিজে তিনটি টেস্ট খেলার কথা আগেই জানিয়েছিলেন বুমরাহ।

> শুনছিলাম, বুমরাহহীন ভারতীয় দলের চেয়ে ওর খেলা ম্যাচে নাকি ভারত বেশি হারে! অবাক করার মতো। অথচ, ও সম্ভবত বিশ্বের সেরা বোলার। ওর অ্যাকশন বিদঘুটে হলেও বেশ কার্যকর।
>
> **ডেভিড লয়েড**

সেক্ষেত্রে তিন নম্বর টেস্ট কোনটা হবে তা নিয়ে জল্পনা জারি। তবে বাকি দুটি ম্যাচেও বুমরাহ খেললে অবাক হবেন না লয়েড। তিনি বলেছেন, ‘কোচ গৌতম গম্ভীর বলে দিয়েছে বুমরাহ পাঁচটার মধ্যে তিনটি টেস্ট খেলবে। ইতিমধ্যেই দুটি ম্যাচ খেলেছে ও। বাকি দুটির মধ্যে কোন টেস্টে খেলবে, ওরাই বলতে পারবে। আমার ধারণা পরের টেস্টে খেলবেই বুমরাহ। কারণ, চতুর্থ টেস্টেই ইংল্যান্ড সিরিজ (৩-১) জিতে নিলে শেষ ম্যাচে খেলার কোনও মানে হয় না। আর ম্যাঞ্চেস্টারে ভারত যদি জেতে এবং সিরিজ ২-২ হলে নির্ণায়ক টেস্টে ওকে বিশ্রাম দেওয়া কঠিন। তখন হয়তো শেষ ম্যাচেও খেলবে বুমরাহ।’

অনুশীলনের মাঝে বাঁ হাতে চোট পাওয়ার পর মোটা ব্যান্ডেজ বেঁধে বসে থাকতে দেখা যায় অর্শদীপ সিংকে। বৃহস্পতিবার বেকেনহামে।

আমার কথাও শুনত না স্টোকসি : রুট

লন্ডন, ১৭ জুলাই : লর্ডস টেস্টের পঞ্চম তথা শেষদিন।

জিততে হলে ভারতের দরকার ১৩৫। ইংল্যান্ডের প্রয়োজন শেষ ছয় উইকেট। শেষ হাসি হাসে ইংল্যান্ড। জয়ের অন্যতম কারিগর স্বয়ং অধিনায়ক বেন স্টোকস। ব্যাটে-বলে সাফল্যের সঙ্গে নিজের সবটুকু দেওয়ার পণ। সকালে শুরুতে ৯.২ ওভারের লম্বা স্পেল। এরপর ১০ ওভারের স্পেল! ক্লান্তি সরিয়ে দলের স্বার্থে যেন জীবন বাজি রাখা।

দুই ইনিংস মিলিয়ে ৪৪ ওভার বোলিং। ব্যাট হাতেও দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন ক্রিজে। চোট-প্রবণ স্টোকসের যে প্রয়াস প্রশংসা কুড়িয়েছে ক্রিকেটমহলে। শুধু

লম্বা স্পেল নিয়ে একগুঁয়ে

নিজে অধিনায়ক বলে নয়, জো রুট অধিনায়ক থাকাকালীনও একই কাজ করতেন। দলের প্রয়োজনে টানা বোলিং করে যেতেন। রুট বারণ করলেও শুনতেন না। বারবার চোট-আঘাত ভোগালেও মাঠে নেমে সবসময় অগ্রাধিকার দলকে।

স্টোকসের আগে দলের দায়িত্ব সামলানো রুট বলেছেন, ‘আপনি স্টোকসিকে বোঝানোর চেষ্টা করতেই পারেন। যদিও লাভের লাভ কিছু হবে না। আমিও পাঁচ বছর ধরে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার কোনও কথা শুনত না। নিজে যা মনে করবে সেটাই করবে। চোটের আশঙ্কা থাকলেও থামবে না! মাঝেমধ্যে জয়ের জন্য এতটা মরিয়া হয়ে যায়, আমরাই আশঙ্কায় ভুগি।’

লর্ডস টেস্টের সময়ও নাকি কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম সতর্ক করেন। খেলা চলাকালীন বোলিং পরামর্শদাতা টিম সাউদিকে দিয়ে স্টোকসকে বলেও পাঠান, টানা বোলিংয়ের প্রয়োজন নেই। বিশ্রাম নিক। কিন্তু কে শোনে কার কথা। রুট বলেছেন, ‘ও যা করছিল, আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। আবার না চোট পেয়ে বসে। ম্যাচের শেষপর্যন্ত ও খেলতে পারবে তো? একটা জিনিস অবশ্য পরিষ্কার, নিজের শরীরকে ও খুব ভালো বোঝে। জানে, কতটা ধকল শরীর নিতে পাবে।’

চোট সারিয়ে ভারত সিরিজে ব্যাটে-বলে স্টোকসের অলরাউন্ড শো বদলে দিচ্ছে টিম ইংল্যান্ডের চেহারাও। রুটের কথায়, যে মেজাজে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে, তাতে তাঁরা খুশি। স্টোকসের ফর্মে থাকা দলের জন্য জরুরি ছিল। সামনে থেকে সবসময় নেতৃত্ব দিচ্ছে। একার হাতে ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। স্টোকসের মতো একজন অধিনায়ক পাওয়া গর্বের।

লর্ডসে জয়ের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লান্তির কথা অবশ্য মেনে নিয়েছিলেন। স্টোকস মজা করে বলেছিলেন, আগামী চারদিন বিছানাতেই কাটাবেন। তারপর ২৩ জুলাই ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ টেস্টের প্রস্তুতি। রুটের কাছে যে ম্যাচ হতে চলেছে নতুন ইতিহাসের মঞ্চ। প্রথম ব্যাটার হিসেবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৬০০০ রানের মাইলস্টোনে পা রাখতে রুটের দরকার আর ২০৪। যেখানে আর কোনও ব্যাটার পাঁচ হাজারের গণ্ডিই পেরোতে পারেনি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্টিভেন স্মিথের সংগ্রহ ৪২৭৮।

লম্বা স্পেলে লর্ডস টেস্টে বল করে সবার প্রশংসা পাচ্ছেন বেন স্টোকস।

বুধবার ঋষভ পন্থের মতো এক হাতে ছক্কা মারলেন দীপ্তি শর্মা।

পন্থের শট নকল করে চর্চায় দীপ্তি

সাদাম্পটন, ১৭ জুলাই : ইংল্যান্ডের ২৫৮ রানের জবাবে ওপেনিং জুটিতে ৮ ওভারে ৪৮ রান তুলে মঞ্চ গড়ে দিয়েছিলেন প্রতীকা রাওয়াল ও স্মৃতি মান্ধানা। একইসঙ্গে ওডিআইয়ে অন্তত ১ হাজার রান করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গড়ের (৮৪.৬৬) নজির গড়ে ফেলেন তাঁরা। প্রতীকাদের তৈরি মঞ্চে অপরাজিত ৬২ রানের ইনিংসে ভারতের জয় আনেন দীপ্তি শর্মা। যা ওডিআইয়ে ভারতীয় মহিলা দলের দ্বিতীয় সর্বাধিক সফল রানতাড়া। তবে ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের চেয়েও লরেন বেলকে মারা দীপ্তির ‘ওয়ান হ্যান্ডেড’ ছক্কা চর্চায় চলে এসেছে।

৩৮তম ওভারে বেলের গুড লেংথের বল এক হাতে বাউন্ডারির বাইরে ফেলেন দীপ্তি। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে এই শট প্রসঙ্গে দীপ্তি বলেছেন, ‘এই শট আমি ঋষভ পন্থের ব্যাটিং ভিডিও দেখে রপ্ত করেছি। নেটেও একাধিকবার অনুশীলন করেছি এই শট। এক হাতে ছক্কা মারতে ভালোলাগে। গতকালের পিচে সুইপ শটও কাজে এসেছে। জেমিমা রডরিগেজের সঙ্গে বড় পার্টনারশিপ লক্ষ্য ছিল। দলকে জেতাতে পেরে ভালো লাগছে।’

যশস্বীর শট নিয়ে প্রশ্ন ব্রডের

দ্বিতীয় ইনিংসে জোফ্রা আর্চারের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে যশস্বী জয়সওয়ালের এই শট খেলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্টুয়ার্ট ব্রড।

লন্ডন, ১৭ জুলাই : তাঁর প্রতিভা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, নিজের যোগ্যতা ও স্কিলের প্রমাণ দিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

হেডিংলের মাঠে সিরিজের প্রথম টেস্টেই শতরান করেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার তরুণ প্রতিভাবান ওপেনার যশস্বী। তারপর থেকে তাঁর ব্যাটে বড় রান নেই। ভালো শুরু করছেন। কিন্তু বড় রান আসছে না। দিন কয়েক আগে শেষ হওয়া লর্ডস টেস্টেও ব্যর্থ ওপেনার যশস্বী। এমন অবস্থায় তাঁর শট বাছাই নিয়ে আজ প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কিংবদন্তি ইংরেজ পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড। লর্ডসে যেভাবে যশস্বী আউট হয়েছেন, তা একেবারেই পছন্দ হয়নি তাঁর। যশস্বীর শট নির্বাচনের সমালোচনা করে বিলেতের এক চ্যানেলে ব্রড আজ বলেছেন, ‘জয়সওয়ালের শট বাছাই দেখে আমি অবাক। বিরক্তও। ও অসম্ভব প্রতিভাবান। স্কোরবোর্ড সচল রাখতেও জানে। কিন্তু লর্ডসে যেভাবে ও আউট হয়েছে, সেটা কখনোই প্রত্যাশিত নয়।’

দ্য হোম অফ ক্রিকেটে নিজের শট নির্বাচনে যশস্বী নিজেও হতাশ। আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরার পর তাঁর শরীরীভাষাতেই সেটা স্পষ্ট ছিল। শুরুতেই জয়সওয়ালের উইকেট পেয়ে বেন স্টোকসরা বাড়তি আত্মবিশ্বাস পেয়ে গিয়েছিলেন বলেও মনে করছেন ব্রড। প্রাক্তন ইংরেজ জোরে বোলারের কথায়, ‘খুব খারাপ শট খেলেছিল যশস্বী। ওর আউট হওয়ার পরই ইংল্যান্ড বাড়তি আত্মবিশ্বাস পেয়ে যায়।’

যশস্বীর কড়া সমালোচনা করার পাশে আজ মহম্মদ সিরাজকে নিয়েও মুখ খুলেছেন ব্রড। লর্ডসে বাড়তি আগ্রাসন দেখানোর কারণে সিরাজকে জরিমানার কবলে পড়তে হয়েছিল। ম্যাচ রেফারির এমন সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি ব্রডের। তাঁর কথায়, ‘সিরাজ কোনও ভুল করেছে বলে আমার মনে হয় না। একজন জোরে বোলার ইনিংসের শুরুতে বিপক্ষ দলের অন্যতম সেরা ব্যাটারকে আউট করতে পারলে উৎসবে ভাসবেই। সেটাই স্বাভাবিক। মনে হয় না ওর জরিমানার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে।’

অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাই : প্রাক মরশুম সিয়েচেম ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা ক্রিকেট দল। পুদুচেরিতে আজ প্রতিযোগিতার ফাইনালে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর হিমাচলপ্রদেশকে ২ উইকেটে হারিয়ে দিল বাংলা দল। মোট ছয় দলের এই প্রতিযোগিতায় শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করে চ্যাম্পিয়ন হল সৌরাশিস লাহিড়ির কোচিংয়ে থাকা অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দল। খেতাব জয়ের পর বিকেলের দিকে পুদুচেরি থেকে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ কোচ সৌরাশিস উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, ‘ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম শুরুর আগে এই সাফল্য বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে আগামীর আত্মবিশ্বাস দেবে। পুরো প্রতিযোগিতায় দল হিসেবে দুর্দান্ত খেলেছে বাংলা।’ বাংলার আশুতোষ কুমার ২০ রানে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। পুদুচেরিতেই এবার ছয় দলের একদিনের প্রতিযোগিতা খেলবে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আগামী সপ্তাহে শুরু সেই প্রতিযোগিতা। উল্লেখ্য, বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ দল পুদুচেরিতে প্রাক মরশুম প্রতিযোগিতা খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলেও বাংলার সিনিয়ার দলের প্রস্তুতি কবে শুরু হবে, এখনও অজানা। সূত্রের খবর, অগাস্ট মাসের শুরুতে লক্ষ্মীরতন শুক্লার নজরদারিতে বাংলা দলের অনুশীলন শুরু হতে পারে।

প্রজ্ঞানানন্দের কাছে হারলেন কার্লসেন

লাস ভেগাস, ১৭ জুলাই : ডোম্মারাজু গুকেশের পর এবার রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ।

পরপর ভারতীয় দাবাড়ুর কাছে হারছেন ম্যাগনাস কার্লসেন। কয়েকদিন আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশের কাছে হেরেছেন বিশ্বের এক নম্বর। এবার লাস ভেগাস ফ্রি স্টাইল গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্যুরে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের কাছে হারলেন কার্লসেন। শুধু তাই নয়, কোয়ার্টার ফাইনালেও উঠতে ব্যর্থ নরওয়ের তারকা।

লাস ভেগাস ফ্রি স্টাইলে দাবায় মাত্র ৩৯ চালে কার্লসেনকে মাত করে দেন প্রজ্ঞানানন্দ। সেই সঙ্গে বিশ্বের এক নম্বর তারকার বিরুদ্ধে তিনটি ফর্ম্যাটেই জয় লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি। আপাতত গ্রুপ হোয়াইট থেকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে শেষ আটে উঠেছেন ভারতীয় দাবাড়ু। নকআউটে তাঁর প্রতিপক্ষ কারুয়ানা। অন্যদিকে, গ্রুপ ব্ল্যাক থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছেন আরেক ভারতীয় দাবাড়ু অর্জুন এরিগাইসি। তিনি খেলবেন নোদিরবেক আব্দুসাত্তোরভের বিরুদ্ধে। তবে শেষ আটে উঠতে ব্যর্থ ভিদিত গুজরাটি।

সৌভিক দে ট্রফি টিটি শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : শিলিগুড়ির প্রাক্তন জাতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ও কোচ সৌভিক দে-র স্মরণে বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন শুক্রবার থেকে রেইনবো টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে স্টেজ থ্রি টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে। অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে, গোটা রাজ্য থেকেই প্রথম ৭০০ খেলোয়াড় সৌভিক দে ট্রফিতে অংশ নেবে। ফাইনাল ২৩ জুলাই। খেলোয়াড়ি জীবনে সৌভিকের সার্ভিস বরাবর প্রশংসা পেয়েছে। কমলেশ মেহতা, চেতন বাবুরবার মতো এমনকি সৌভিকের মতো সার্ভিস করতে পারত না। সেই কথা মাথায় রেখে ছেলে ও মেয়েদের থেকে একজন করে সেরা সার্ভিসের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার পুরস্কারমূল্য রাখা হয়েছে ৭২ হাজার টাকা।

ক্রিকেট সচিবের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে মামলা করলেন ক্রিকেট সাব-কমিটির প্রাক্তন সদস্য সৌম্যদীপ রায়। তারপর তিনি বলেছেন, 'শিলিগুড়ি কোর্টে ভাস্কর দত্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছি। পেয়ে গিয়েছি রেজিস্ট্রেশন নম্বরও। শুনানির দিন অবশ্য জানানো হয়নি।' ভাস্করকে এই নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি এই ব্যাপারে কিছু জানেন না, এই প্রতিবেদকের থেকেই তাঁর নামে মামলার কথা শুনলেন বলে জানালেন।

ফাইনালে বিজয়নগর

নকশালবাড়ি, ১৭ জুলাই : জাবরা চা বাগানে আয়োজিত ফুটবলে ফাইনালে উঠল বিজয়নগর। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ২-১ গোলে কেষ্টপুরকে হারিয়েছে। বিজয়নগরের মাইকেল খালকো জোড়া গোল করেন। কেষ্টপুরের গোলটি সুহান সুব্বার।

ডুরান্ডের প্রচারে অমিতাভ বচ্চন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাই : বাড়ল ডুরান্ড কাপের পুরস্কার মূল্য।

এদিন ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামে কলকাতা পর্বের আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকে কাঠি পড়ল ডুরান্ড কাপের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহিত মালহোত্রা ছাড়াও সামরিক বাহিনী ও রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিরা। তবে এদিন বোধহয় শুরুতেই পর্দায় সুনীল ছেত্রীর ডুরান্ড কাপের প্রচারে অমিতাভ বচ্চনকে হাজির করানো সবথেকে বড় চমক। তিনি সবাইকে মাঠে আসার অনুরোধ জানালেন সম্প্রচারকারী চ্যানেল সোনি নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মালহোত্রা বলেছেন, '২০১৯ সাল থেকে অর্থাৎ গত ছয় বছর ইস্টার্ন কমান্ড এই টুর্নামেন্ট বিশাল করে আয়োজন করছে। এখন এর ঐতিহ্য অনুযায়ী প্যান-সিটি টুর্নামেন্টে পরিণত হয়েছে। কলকাতা ছাড়াও জামশেদপুর, শিলং কোকরাঝাড় ও ইম্ফলে ম্যাচ হচ্ছে। আগে এর মোট পুরস্কার মূল্য ছিল ১.২ কোটি। যা এবার থেকে বেড়ে হল ৩ কোটি টাকা। এছাড়া তিন বিভাগে ব্যক্তিগত পুরস্কার হিসাবে তিনটি এসইউভি দেওয়া হবে।' ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'এশিয়ার সবথেকে পুরোনো এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যা যা ব্যবস্থা করা দরকার, সবই করা হচ্ছে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে।' ২৩ জুলাই ডুরান্ড কাপের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ইস্টবেঙ্গল বনাম বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেড এফসি ম্যাচ দিয়েই বল গড়াবে ডুরান্ডের।

গত মরশুমে টিকিট নিয়ে আয়োজকদের সঙ্গে কলকাতার দুই প্রধানের সমস্যা হয়। যার জেরে এবার শুরুতে নাম প্রত্যাহার করার কথাও বলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এর পরিপ্রেক্ষিতে এদিন টিকিট বণ্টন সম্পর্কে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের কাছে টিকিট নিয়ে কারও কোনও ক্ষোভের কথা জানা নেই। কলকাতার চার ক্লাবকে ডার্বি ছাড়া বাকি ম্যাচে আমরা ৫০০০ সাধারণ টিকিট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এবং কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ২০০০ টিকিট ছাড়াও কিছু পরিমাণ প্লাজা, ভিআইপি, ভিভিআইপি টিকিট ও কার পাস দেওয়া হবে। ডার্বি ম্যাচের টিকিট বিন্যাস আলাদা হবে। এছাড়াও আইএফএ কলকাতার ম্যাচগুলিতে ১২০০ ও অন্যান্য টিকিটও পাবে। ডার্বিতে চার দলই ওই ৫০০০ করে টিকিট পাবে।' টিকিট পুরোই ছাড়া হবে বলে তিনি জানান। এবারও ছয় বিদেশিকে নথিভুক্ত করিয়ে চারজনকে একাদশে রাখা যাবে। আর পুরো টুর্নামেন্টেই নতুন ফুটবলার নথিভুক্ত করানো যাবে বলে মোহিত মালহোত্রা জানান। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন দলের তিন ট্রফির মধ্যে প্রেসিডেন্টস কাপ বিজয়ী দলের হাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তুলে দেবেন টুর্নামেন্টের পর তাঁর নিজস্ব বাসভবন রাইসিনা হিলস অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ভবনে।'

মোহনবাগান-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ আগে কিশোর ভারতীতে হওয়ার কথা থাকলেও যুবভারতীতে করে দেওয়া হয়েছে। ৩১ জুলাই এই ম্যাচ দিয়ে মোহনবাগান তাদের যাত্রা শুরু করলেও মহমেডান তার আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিপক্ষে যুবভারতীতে ২৮ জুলাই। এবার একটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ পাচ্ছে কলকাতা। ১৭ অগাস্ট সেই ম্যাচ যুবভারতীতে। বাকি তিন ম্যাচ কোকরাঝাড়, শিলং ও জামশেদপুরে। সেমিফাইনালের একটি শিলং ও অন্যটি কলকাতায়। ২৩ অগাস্ট যুবভারতীতে ফাইনাল দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ হচ্ছে।

কলকাতায় ডুরান্ড কাপের প্রদর্শনে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

রাইসিনা হিলসে প্রেসিডেন্টস কাপ দেবেন রাষ্ট্রপতি

কল্যাণীতেই ডার্বি ২৬ জুলাই

বড় ম্যাচ পিছিয়ে গেল এক সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাই : ১৯ জুলাই ডার্বি হচ্ছে না। ম্যাচ পিছোচ্ছে।

দফায় দফায় বৈঠক। দর্শক সংখ্যা নিয়ে দরকষাকষি। আইএফএ ও কল্যাণী স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের পরিশ্রম, সবটা যে বিফলে গেল তা বলা চলে না। এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২৬ জুলাই কল্যাণী স্টেডিয়ামেই হবে কলকাতা লিগের ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বড় ম্যাচ।

বুধবার থেকেই ইস্ট-মোহন ম্যাচ আয়োজনের যাবতীয় তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল কল্যাণীতে। তবে বিকেল গড়াতেই আকাশ ভেঙে পড়ে আয়োজকদের মাথায়। আচমকাই প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, কল্যাণীতে ডার্বি আয়োজনে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। বড় ম্যাচের উত্তেজনা সামাল দেওয়ার পরিকাঠামো নিয়েই নাকি সমস্যা। এরপর মুখ রাখতে দর্শকের সংখ্যা আরও কমিয়ে নতুন করে ম্যাচ আয়োজনের আবেদন জানায় আইএফএ। তাতেও বরফ গলেনি। বৃহস্পতিবার সকালে ফের পুলিশের সঙ্গে আলোচনার জন্য কল্যাণী ছুটে যান রাজ্য ফুটবল সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত।

এদিন দফায় দফায় বৈঠকের পর শেষপর্যন্ত অনুমতি মিললেও ম্যাচ পিছোতে বলা হয়। একপ্রকার বাধ্য হয়েই আগামী সপ্তাহের শনিবার, অর্থাৎ ২৬ জুলাই ডার্বি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় আইএফএ। রাজ্য ফুটবল সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'অল্প সময়ে দর্শকদের টিকিট সংগ্রহে সমস্যা হতে পারে। সেকথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত।' যদিও অন্দরের খবর একটু অন্যরকম। ২১ জুলাই কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল সমাবেশ রয়েছে। ওই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই নাকি ১৯ জুলাই নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি প্রশাসন। যদিও কল্যাণী স্টেডিয়ামের চেয়ারম্যান নীলিমেশ রায়চৌধুরীর বক্তব্য, 'কল্যাণী পুলিশের ডার্বির মতো ম্যাচ আয়োজনের অতীত অভিজ্ঞতা নেই। পরিকাঠামো তৈরির জন্যই কিছুটা সময় নেওয়া। তাছাড়া আইএফএ-রও ডার্বি নিয়ে যে পরিকল্পনা রয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য একটু সময় প্রয়োজন।' খোঁজ নিয়ে জানা গেল, লিগের ডার্বিকে কেন্দ্র করে আয়োজকদের যা পরিকল্পনা ছিল মোটের ওপর তা একই থাকছে। ১৩ হাজার টিকিট বিক্রিরই অনুমতি মিলেছে।

সরকারি রিপোর্টে কাঠগড়ায় বিরাট!

বেঙ্গালুরু, ১৭ জুলাই : আইপিএল জয়ের উৎসব ঘিরে বেঙ্গালুরুতে হওয়া পদপিষ্টের ঘটনায় সরকারি রিপোর্টে কাঠগড়ায় তোলা হল বিরাট কোহলিকে। কর্ণাটক হাইকোর্টে পেশ করা রিপোর্টে সরকারের তরফে কারণ হিসেবে বিরাটের দিকেও আঙুল তোলা হয়েছে।

রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ৪ জুন এম চিন্নাস্বামীর উৎসবে সমর্থকদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেন বিরাট। প্রিয় তারকার যে ডাকে সাড়া দিয়ে বিশাল সংখ্যক রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সমর্থক ভিড় জমান চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে। যা সামলাতে পারেনি পুলিশ। বিরাটের ভিডিওর পাশাপাশি পুলিশের অকর্মণ্যতা, কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা এবং আরসিবি কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবকেও দায়ী করা হয়েছে রিপোর্টে।

কর্ণাটক সরকারের তদন্ত রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, দেরি করে গেট খোলা হয়েছিল। ফলে ভিড়ের চাপ বেড়ে যায়। সরকারের তরফে চিন্নাস্বামীর অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া না হলেও পুলিশ কার্যত আরসিবি কর্তৃপক্ষের 'ভৃত্যের' মতো কাজ করেছে। কোনওরকম বোঝাপড়া ছিল না। ফলস্বরূপ ১১ জনের মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনা।

আরসিবি-র তরফেও পালটা অভিযোগ করা হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। আইপিএল জয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে কোর্টকে জানানো হয়, বেঙ্গালুরুতে পা রাখার পর বিরাট সহ গোটা দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের তরফে। কর্ণাটক বিধানসভা ভবনে হওয়া অনুষ্ঠানে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের উৎসবের কথা জানানো হয়।

পালটা দাবি আরসিবি-র

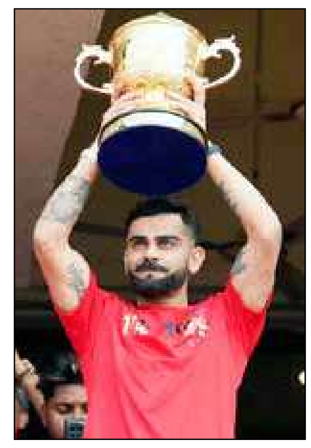

নিজের আঁকা ছবির সামনে জ্যাক রাসেল।

শচীনের প্রতিপক্ষ রাসেল এখন চিত্রকর

লন্ডন, ১৭ জুলাই : একসময় দক্ষতার সঙ্গে জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছেন।

উইকেটকিপিংয়ের সঙ্গে ব্যাটিংয়ে ঘুম উড়িয়েছেন শচীন তেন্ডুলকার, মহম্মদ আজহারউদ্দিনদের। আজ সেই হাতেই দস্তানা, ব্যাট ছেড়ে তুলির রঙে ফুটিয়ে তুলছেন একের পর এক মনোরম চিত্র। জ্যাক রাসেল। ইংল্যান্ডের অন্যতম সফল উইকেটকিপার-ব্যাটার। এই মুহূর্তে যাঁর পরিচয়, তিনি চিত্রশিল্পীও।

ভালোবাসার ক্রিকেট ছেড়ে নতুন পেশা। খ্যাতির সঙ্গে এনে দিয়েছে জীবন-জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও। রাসেলের কথায়, ক্রিকেট খেলে তিনি যত টাকা পেতেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আয় চিত্রশিল্পী হিসেবে। তাঁর সৃষ্টি, শিল্পকলা মূলত ক্রিকেটকেন্দ্রিক। সামাজিক মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সেই ছবির প্রচার এবং বিক্রি করেন। সমাজমাধ্যমে সর্বক্ষণ যুক্ত থাকলেও বাকি সময়ে ফোন এড়িয়ে চলেন। হোয়াটসঅ্যাপ নেই। ই-মেল বা সরাসরি সাক্ষাৎ, এভাবেই যোগাযোগ রাখেন সবার সঙ্গে!

নেটমাধ্যমের যুগে যা রাসেলের কর্মকাণ্ডের মতো অবাক করা। শুভমান গিলের তরুণ ভারতীয় দল যখন বিলেতের মাটিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত, তখন রাসেল ব্যস্ত লন্ডনের ক্রিস বিটলস গ্যালারিজুড়ে নিজের সৃষ্টি নিয়ে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮, ইংল্যান্ডের হয়ে ৫৪টি টেস্ট খেলেছেন। গোটা দুয়েক শতরান সহ প্রায় হাজার দুয়েক রান রয়েছে নামের পাশে। এর মধ্যে একটা শতরান ভারতের বিরুদ্ধে।

প্রায় আড়াই দশক ক্রিকেট থেকে দূরে। রংতুলির মাধ্যমেই ক্রিকেটের সঙ্গে যোগসূত্রের নয়া সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন বছর একষট্টির জ্যাক রাসেল। রাসেলের আর্ট গ্যালারিতে ঢুঁ মারলে ক্রিকেট নস্টালজিয়া ঘিরে ধরবে। কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের ছবির লম্বা তালিকায় রয়েছে রনজি সিংজির প্রতিকৃতিও।

রাসেলের কথায়, 'প্রতি বছরই ক্রিকেট ইতিহাস থেকে নতুন নতুন চরিত্র রংতুলির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। গতবছর প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন ও বডিলাইন সিরিজ ছিল আমার ছবির বিষয়। এবার রঞ্জিত সিংজি। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম রঙিন চরিত্র। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ চলছে, এটাই রনজি সিংজিকে নিয়ে কিছু করার সঠিক সময়।'

স্বাভাবিক ছন্দে সবুজ-মেরুন

আক্রমণাত্মক মেজাজে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাই : বৃহস্পতিবার বিকাল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের দুই অনুশীলন গ্রাউন্ডে পাশাপাশি প্র্যাকটিসে মগ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল। তখনও পর্যন্ত শনিবার ডার্বি হচ্ছে এটা মাথায় রেখেই অনুশীলন করে গিয়েছে দুই প্রধান। তবে রাতের দিকে সরকারিভাবে জানানো হয়, ডার্বি ম্যাচ একসপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিন অনুশীলনে ইস্টবেঙ্গল ছিল বেশ সিরিয়াস। টানা দুই ম্যাচ ড্র করার পর গত ম্যাচে হেরে চাপে কোচ বিনো জর্জ। তাই এদিন বেশ আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গেল তাঁকে। টানা তিন ম্যাচ জয়হীন থাকায় ডার্বিতে খেলোয়াড়দের থেকে বাড়তি তাগিদটা বের করে আনতে চাইছেন বিনো। ফুটবলারদের ভুলত্রুটি গুলি অনুশীলনে শুধরে দিলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সিনিয়ার ও জুনিয়ার ফুটবলারদের মধ্যে ম্যাচ প্র্যাকটিস করে ইস্টবেঙ্গল। জুনিয়ার ফুটবলারদের দলে তিন সিনিয়ার ফুটবলার এডমুন্ড লালরিনডিকা, রামসাঙ্গা ও ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে দলে রাখেন। লিগে এই তিন ফুটবলারকে রেজিস্ট্রেশন করাতে পারে ইস্টবেঙ্গল। তবে, এদিন ম্যাচ চলার সময় আমন সিকে-র আঙুলে চোট লাগে। যদিও চোট তেমন গুরুতর নয় বলেই জানিয়েছেন এই কেরালাইট ফুটবলার। ম্যাচ প্র্যাকটিসের সময় পিভি বিষ্ণুকেও কিছুক্ষণ খেলিয়ে দেখে নেন বিনো।

বুধবার কালীঘাট মিলন সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেছিল মোহনবাগান। তাই এদিন হালকা মেজাজেই অনুশীলন করালেন বাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো। কালীঘাট ম্যাচে খেলা ফুটবলারদের রিকভারি সেশনে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে। অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন বাগান ফুটবলাররা। প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ফের ছন্দে মোহনবাগান। গত ম্যাচে কালীঘাটের বিরুদ্ধে জিতে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে তাদের।

লড়েও হার মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাই : তিন ম্যাচ হয়ে গেল। এখনও জয়ের দেখা নেই। কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ারে আরও একটা হার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। ম্যাচে দুইবার সমতা ফিরিয়েও সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে ব্যর্থ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল। নওবা মিতেইয়ের হ্যাটট্রিকে খিদিরপুর এসসি-র কাছে ৩-২ গোলে পরাজিত সাদা-কালো ব্রিগেড।

বৃহস্পতিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ১১ মিনিটে গোল করে খিদিরপুরকে এগিয়ে দেন নওবা। ২৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ম্যাচে সমতা ফেরান সজল বাগ। ৫৮ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ফের খিদিরপুরকে এগিয়ে দেন নওবা। এরপর আক্রমণের চাপ বাড়িয়ে ফের সমতা ফেরায় মহমেডান। ৮৩ মিনিটে গোল আদিসন সিংয়ের। তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৮৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে খিদিরপুরের জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়ক নওবা।

অন্যদিকে, উয়াড়িকে উড়িয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল ভবানীপুর এফসি। ৩-০ ব্যবধানে জয়ের দিনে জোড়া গোল করলেন ভবানীপুরের বিদ্যাসাগর সিং। অপর একটি গোল জোজো জাইমিংথাঙ্গার।

গোল পেলেন না মেসি, হার মায়ামির

সিনসিনাটি, ১৭ জুলাই : মেজর লিগ সকারে শেষ ৫ ম্যাচের প্রতিটিতেই জোড়া গোল করেছিলেন লিওনেল মেসি। যার সুবাদে জয় মিলেছিল ৪টি ম্যাচে, ড্র ১টি-তে। বৃহস্পতিবার মেসি গোল পেলেন না। ০-২ গোলে এফসি সিনসিনাটির কাছে হেরে গেল ইন্টার মায়ামিও। গোটা ম্যাচেই ছন্নছাড়া ফুটবল খেলল মায়ামি। বলের দখল নিজেদের পায়ে রাখলেও আক্রমণে কার্যকারিতার অভাবে ভুগল মেসির দল। চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি মেসিকেও। গোল লক্ষ্য করেও তাঁর প্রথম শটই এসেছে প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে।

নবম-দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি নিচ্ছে শিলিগুড়ি বয়েজ।

দ্বিমুকুট শিলিগুড়ি বয়েজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : পুরনিগমের মেয়র'স কাপ টেবিল টেনিসে জোড়া খেতাব জিতল শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুল। বৃহস্পতিবার দলগত ইভেন্টে ছেলেদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে ফাইনালে বয়েজ ৩-০ ব্যবধানে মার্গারেট স্কুলকে হারিয়েছে। ছেলেদের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি বিভাগে ফাইনালে বয়েজ ৩-২ ব্যবধানে বাণীমন্দির স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। মেয়েদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন মোদি পাবলিক স্কুল। ফাইনালে তারা ৩-১ ব্যবধানে মার্গারেটকে হারিয়েছে। মেয়েদের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল। ফাইনালে তারা ৩-১ ব্যবধানে জার্মেলস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়।

ছেলেদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন কৌস্তভ চক্রবর্তী। রানার্স দেবরাজ ভট্টাচার্য। মেয়েদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন প্রতীতি পাল। রানার্স হয়েছে সায়ন্তনী দাসগুপ্ত। ছেলেদের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন বিশাল মণ্ডল। রানার্স সিরাজবর্ধন সিং। মেয়েদের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রেয়া ধর। রানার্স বিবেষণা সাহা। মে মাসে দোহায় বিশ্ব টেবিল টেনিসে বিচারকের ভূমিকা পালন করেছিলেন শিলিগুড়ির অরুন্ধতী ব্রহ্মচারী। এদিন তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার তুলে দেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ২ নম্বর বোরোর চেয়ারম্যান আলম খান, কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মা প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা রিতেশ মণিহার - কে 13.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80A 03619 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির এই জয় আমার জীবনে নতুন আশা, উদ্দীপনা এবং আনন্দ এনেছে এবং এর জন্য আমি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি সিকিম রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আপনারা সাধারণ মানুষকে অসাধারণ কিছু জিনিস অর্জনে সাহায্য করার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

১২ গোলে প্রশ্নের মুখে শিলিগুড়ি ফুটবলের মান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার নবীন সংঘ ১২-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবকে। ম্যাচের সেরা হয়ে পরিবাস ছেত্রী দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি পেয়েছেন। নবীনের সঙ্গে সুপার ফোরে উঠেছে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব, রবীন্দ্র সংঘ ও শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ।

কিন্তু সব কিছু পেছনে চলে যায় শিলিগুড়ির ফুটবলারদের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায়। পরিষদের প্রাক্তন ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য কাঠগড়ায় তুলেছেন, পরিষদের ১৬ ক্লাবকে নিয়ে প্রথম ডিভিশন আয়োজনের সিদ্ধান্তকে। ১২ গোলের ধাক্কায় লজ্জিত বিধানের সচিব বাবলু তালুকদারও জানিয়েছেন, ১৬ ক্লাবকে নিয়ে লিগ আয়োজনের ফলে তাঁর দল যোগ্য স্থানীয় ফুটবলার পায়নি। বিধানের কোচও তাঁদের ভুল বুঝিয়ে দল তৈরি করেছেন।

সৌরভ বলেছেন, '১২ দলে চলে আসা প্রথম ডিভিশন লিগে এবার চারটি ক্লাবকে বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় ফুটবলারের চাহিদার সঙ্গে জোগানের ভারসাম্য থাকেনি। আসমান জমিন ফারাক তৈরি হয়ে গিয়েছে। দল প্রতি যদি গড়ে ২০ জন স্থানীয় ফুটবলারও ধরা হয়, তাহলে ৩২০ জন মহকুমাতে কি আছে যাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের পুরো মাঠে খেলার যোগ্যতা আছে? তাই বাধ্য হয়েই বেশ কিছু অযোগ্য ফুটবলার এনে জায়গা ভরাট করতে হয়েছে।' বিধানের সচিবের কথাতেও কিন্তু সমস্যাটা উঠে এসেছে। বাবলু বলেছেন, 'এবার প্রথম শিলিগুড়িতে ১৬টি ক্লাব প্রথম ডিভিশনে খেলেছে। কিন্তু সেই পরিমাণ যোগ্য ফুটবলার তৈরি হয়নি। বাইরের ৩ জন ফুটবলার ও ডিস্ট্রিক্ট ক্লিয়ারেন্স করে আনা ২ ফুটবলারকে নিয়ে লিগের শুরুর ২-৩টি ম্যাচে আমরা ভালো ফলই করেছি। কিন্তু এদিন সেই পাঁচজন ফুটবলারই মাঠে হাজির হতে পারেননি। ভালো স্থানীয় ফুটবলারও কোচ আনতে পারেনি।'

সুপার ফোরে নবীন সংঘ

প্রশ্ন উঠে যাওয়ার পরও আগামী দিনে প্রথম ডিভিশন কি ১৬ ক্লাবকে নিয়েই হবে? সচিব কুন্তল গোস্বামী ফোন না ধরায় ক্রীড়া পরিষদের ভাবনা জানা যায়নি। সৌরভ কিন্তু শুধু এদিনের ঘটনা নয়, প্রশ্ন তুলেছেন গোটা লিগ নিয়েই। বলেছেন, 'প্রথম ডিভিশনে এবার ম্যাচ প্রতি ৫টি গোল হয়েছে। যা ফুটবলের জন্য ভালো বিজ্ঞাপন হলেও আমার প্রশ্ন হল এটা কি ফুটবলারদের যোগ্যতার জন্য হয়েছে? আমার তো মনে হয়, অনেকক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারায় গোলসংখ্যা বেড়েছে।'

কিন্তু বিধান পাঁচজন ফুটবলারকে মাঠে হাজির করাতে পারলই বা না কেন? বাবলুর উত্তর, 'আমরা কোচের হাতে ফুটবলারদের বেতনের টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তা না মেটানোয় এদিনই বাইরের খেলোয়াড়রা মাঠে আসেনি। ক্লাবের ক্রীড়া সচিব এই কোচকে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কোচের বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা লজ্জায় পড়ে গেলাম। সচিব হিসেবে যার দায় আমি অস্বীকার করছি না।'